আল ইরফান
দারুল ইরফান একাডেমি
DARUL IRFAN ACADEMY
বাড়ী # ২৭, রোড # ২, ব্লক-এ, চান্দগাঁও আ/এ
চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৭০৭৯৯, ২৫৭৩২০৮

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে আমাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করুন

নিউ মদিনা রেস্তোরাঁ

NEW MADINA RESTAURANT

নিউ মদিনা রেস্তোরাঁ

NEW MADINA RESTAURANT

Your satisfaction is our Motto

ষ্টেশন রোড

নিউ মদিনা রেস্তোরাঁ

নুপুর শপিং কমপ্লেক্স (২য় তলা),
৮৬, ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম।
(নতুন রেল ষ্টেশনের বিপরীতে)
ফোন: ৬১১১২৩
০১৭৩১-৬৩১৯৩৩

আন্দরকিল্লা

নিউ মদিনা রেস্তোরাঁ

১৪০, আন্দরকিল্লা
(২য় ও ৩য় তলা)
বক্সির হাট পুলিশ বিটের সামনে
ফোন: ৬৩১৩৪৩
০১৭৩১-৬৩১৯৩৩

আন্দরকিল্লা

নিউ মদিনা রেস্তোরাঁ এণ্ড বিরানী হাউস

২৩, এ. এন. টাওয়ার (৩য় তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
(বক্সির হাট পুলিশ বিটের পাশে)
ফোন: ২৮৫৭৫০২
০১৭৩১-৬৩১৯৩৩

আগ্রাবাদ

নিউ মদিনা রেস্তোরাঁ

সুলতান চেম্বার, ১৬৩, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
ফোন: ৭১৬৫৩৩, ০১৭৩১-৬৩১৯৩৩

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুবিশাল হলরুম
- বিয়ে, বৌ-ভাত, জন্মদিন, আকৃদ, আকিকা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বিভিন্ন বার্ষিকী সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা
- চাইনীজ ও থাই ফুডের পাশাপাশি সাদা ভাত, বিরানী ও সকল প্রকার দেশীয় খাবারের পরিবেশনা
- সকল প্রকার অনুষ্ঠানে অর্ডার অনুযায়ী পছন্দসই খাবার পরিবেশন ও নিজস্ব পরিবহন সুবিধায় সরবরাহ করা হয়

আপনার যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য অগ্রিম বুকিং দিতে সংশ্লিষ্ট শাখা সমূহের যে কোন নাম্বারে যোগাযোগ করুন

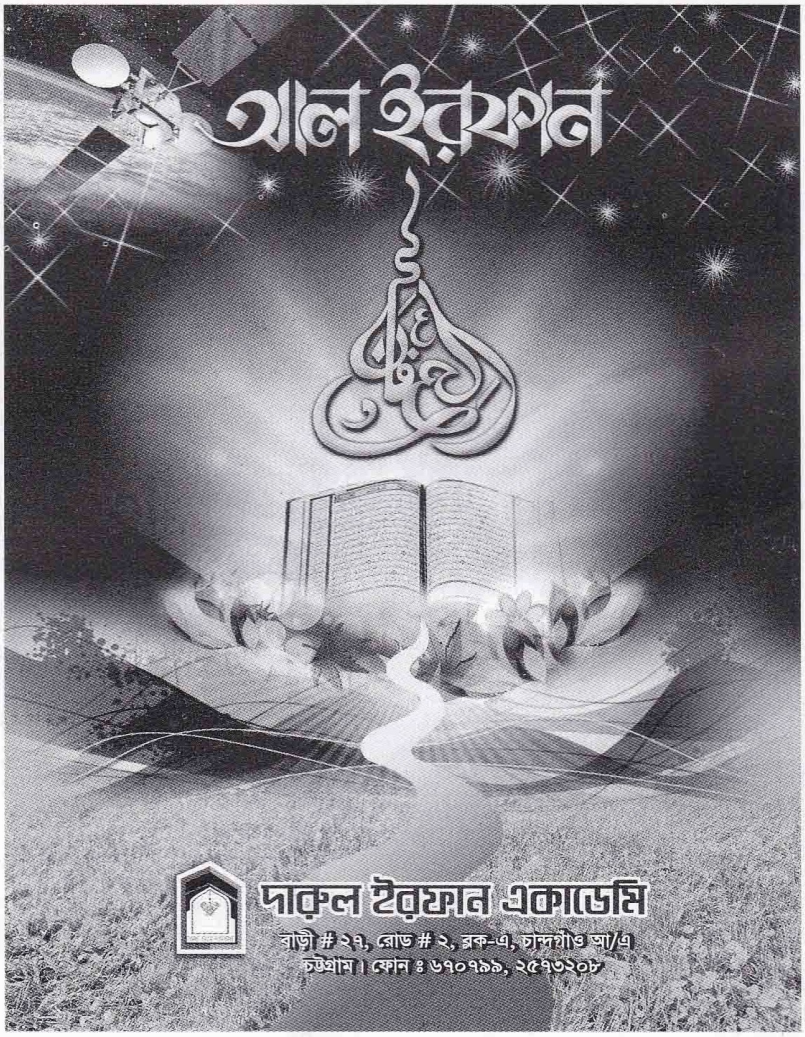
আল ইরফান
দারুল ইরফান একাডেমি
বাড়ী # ২৯, রোড # ২, ব্লক-এ, চান্দগাঁও আ/এ
চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৭০৭৯৯, ২৫৭৩২০৮

■
প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১১

■
সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মুহাম্মদ সাহাব উদ্দিন

■
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়
মুহাম্মদ ইমাম উদ্দিন
কালচালার শিক্ষক

কম্পিউটার বাস্তবায়নে
মুহাম্মদ আশরাফ
মোবাইল ঃ ০১৮১৮-১৪৬৫৬৯

■
কম্পোজ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
প্রাইড কম্পিউটার
২০ রহমান ম্যানসন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮১৭-৭৯৪১১৯

■
মূদ্রণে ঃ
প্যারামাউন্ট প্রিন্টিং সার্ভিস ও
আল-আকসা অফসেট প্রিন্টার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

■
প্রকাশনায়
দারুল ইরফান একাডেমি
বাড়ী # ২৭, রোড # ০২, ব্লক # এ
চান্দগাঁও আ/এ, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ০৩১-৬৭০৭০৯৯, ২৫৭৩২০৭

■
শুভেচ্ছা মূল্য - ১০০ টাকা

উপদেষ্টা পরিষদ

আওলাদে রাসূল আল্লামা আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবেরী আল মাদানী
জনাব অধ্যাপক মফিজুর রহমান
মিসেস হাসিনা ইয়াছমিন
জনাব মুহাম্মদ সাহাব উদ্দিন
জনাব নুর মোহাম্মদ
জনাব মাওঃ মমতাজুর রহমান
জনাব মাওঃ শাফী উদ্দিন মাদানী
জনাব মুহাম্মদ হোসেন
জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম
জনাব অধ্যাপক আলী হোসাইন

সম্পাদক

মুহাম্মদ কেফায়েত উল্লাহ

সদস্য

মিসেস রেজিয়া বেগম
মুহাম্মদ ইদ্রিস
মিসেস নাঈমা আমিন
মাওঃ ইকরাম মাহমুদ
মিসেস সালমা আমিন
মাওঃ জহির আলম
নুরশেদুল ইসলাম
শেখ মুঃ সাহাব উদ্দিন
নুরুল ইসলাম
মুঃ ওমর ফারুক
মিঃ তানযিমুন বিনতে সোবাহান
মুঃ জামাল উদ্দিন
জোৎস্না আরা সোনিয়া

সূচিপত্র

বাণী ◆ ৫

সম্পাদকীয় ◆ ১১

কমিটি পরিচিতি ◆ ১২

শিক্ষকদের তালিকা ◆ ১৩

এ্যালবাম ◆ ১৬

ছাত্রছাত্রীদের ছবি ◆ ২০

কৃতি ছাত্রছাত্রীদের তালিকা ◆ ৩৭

মহানবী (স.) এর যুগে শিক্ষাব্যবস্থা ◆ ৩৯
প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক

সভ্যতার অভিভাবক ◆ ৪৫
অধ্যাপক মফিজুর রহমান

আগামী দিনের সংকট মাদ্‌রাসা শিক্ষিতদের করণীয় ◆ ৫১
আ.জ.ম. ওবায়দুল্লাহ

সন্তানের সফলতায় অভিভাবক তথা পিতা-মাতা ◆ ৫৫
শামসুদ্দিন শিশির

প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত ও ইহার ভবিষ্যৎ ঃ দারুল ইরফান একাডেমি ◆ ৫৭
মুহাম্মদ সাহাব উদ্দিন

আল-কুরআনে রসায়ন ◆ ৬৬
হাসিনা ইয়াসমিন

ছাত্রজীবনে সাফল্য লাভের উপায় ◆ ৭৪
মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও আজকের বাস্তবতা ◆ ৭৭
মুহাম্মদ কেফায়েত উল্লাহ

আল কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান ◆ ৮০
মুহাম্মদ ইদ্রিস

Muhammad (SM), the most influential Unique figure in human history. ◆ ৮৩
Md. Nurul Islam

ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা ◆ ৮৫

বিজ্ঞাপন ◆ ৯৭

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

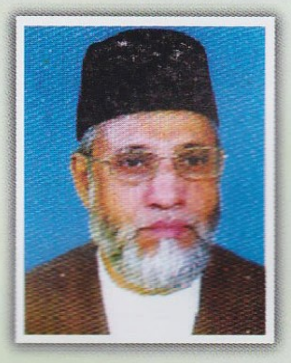

শুভেচ্ছা বাণী

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দীনী ও আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল ইরফান একাডেমি হতে একটি শিক্ষা ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রাতিষ্ঠানিক পড়া-লেখার পাশাপাশি এ ধরণের সৃজনশীল প্রকাশনা একাডেমির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে এবং কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে। চরিত্র গঠন ও সৎপথের সন্ধান দিতে ইসলামী সাহিত্য চর্চার কোনো বিকল্প নেই। এ প্রকাশনা সে ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ী সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি ও সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম এম.পি
সংসদ সদস্য
২৯১ চট্টগ্রাম- ১৪
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

শুভেচ্ছা বাণী

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দীনী ও আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল ইরফান একাডেমি হতে একটি শিক্ষা ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রাতিষ্ঠানিক পড়া-লেখার পাশাপাশি এ ধরণের ইসলামী মূল্যবোধ ও দাওয়াতের চেতনাকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে এর সমুজ্জ্বল পদচারণা এবং কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত মেধা বিকাশে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে। কালের পরিক্রমায় একাডেমি হতে বেরিয়ে আসবে একদল আলেমেদ্বীন, বিজ্ঞানী, ডাক্তার ও প্রকৌশলী। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাপূর্ণ শিক্ষা লাভের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা গৌরবময় পথ ধরে বেরিয়ে আসবে ইহাই আমার প্রত্যাশা।

একাডেমির সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, পরিচালনা পর্ষদ, প্রতিষ্ঠানকে স্মৃতিময় করে রাখার জন্য প্রকাশনার সকল প্রয়াসকে আমি মোবারকবাদ জানাই। আল্লাহ দ্বীনের পথে আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন।

আল্লামা সাইয়েদ আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবেরী আল মাদানী
খতিব, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা ও
চেয়ারম্যান, দারুল ইরফান একাডেমি ট্রাস্ট।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

শুভেচ্ছা বাণী

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দীনী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত দারুল ইরফান একাডেমি চান্দগাঁও হতে বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি সত্যিই আনন্দিত।

প্রাতিষ্ঠানিক পড়া-লেখার পাশাপাশি মুক্তচিন্তা ও উন্নত ধ্যান-ধারণার অধিকারী হতে ইসলামী শিক্ষা ও সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার খুবই প্রয়োজন।

এ প্রকাশনা সেই ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি ও সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় ছাত্র-ছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ীদের ব্যাপক উৎসাহিত করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সঠিক চরিত্র গঠন ও সৎপথের সন্ধান দিতে ও অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষায় সঠিক ইসলামী সাহিত্য চর্চার কোনো বিকল্প নাই। এ প্রকাশনা সে ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

পরিশেষে ম্যাগাজিন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই আল্লাহ ও রাসূল (স.) এর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন এটাই আমার প্রত্যাশা। আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন

আল্লামা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন
পীর সাহেব
বায়তুশ শরফ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

শুভেচ্ছা বাণী

বন্দর নগরী চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত দীনী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত দারুল ইরফান একাডেমির বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি সত্যিই আনন্দিত। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অত্র প্রতিষ্ঠানটির দীনী ও আধুনিক শিক্ষা প্রসারে গৌরব-উজ্জ্বল ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক পড়া-লেখার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা, মনন, সৃজনশীল প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি বিকাশে এ ধরণের প্রকাশনা যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। ইসলামী সাহিত্য চর্চা ও নৈতিকতা অর্জন এবং সুলেখক তৈরি করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পরিশেষে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কল্যাণ ও মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণ হোক এবং জ্ঞানের মশাল হাতে নিয়ে ছড়িয়ে পড়ুক দেশের প্রতিটি প্রান্তর আলোকিত করতে ও দেশের প্রতিটি মানবকে। আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ীদের এবং লেখক ও পাঠকদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি ও প্রকাশনাটির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

সাইয়্যেদ আবু নোমান
অধ্যক্ষ
বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা
চট্টগ্রাম।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

শুভেচ্ছা বাণী

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরয করা হয়েছে। জ্ঞানার্জনের জন্য বয়সের কোনো সীমা নেই; নেই কোনো দেশের গণ্ডি। জ্ঞানের রয়েছে কল্যাণ আর অকল্যাণকর দিক। কল্যাণকর জ্ঞানই মানুষকে পৌঁছাতে পারে তার সৃষ্টিকর্তার নিকট। আমাদের দেশে কল্যাণকর জ্ঞার্নাজনের জন্য দুই ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে স্কুল ও মাদ্‌রাসা। মাদ্‌রাসাগুলোর আবার রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি ভাগ। এই দুই ভাগের কোনোটাই যখন দেশের চাহিদা পূরণের জন্য যোগ্য লোক তৈরি করতে ব্যর্থ তখনই চট্টগ্রামের শাহী জামে মসজিদ থেকে দ্বীনী ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয়ে একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল ১৯৯৬ সালে আওলাদে রাসূল (স.) সাইয়্যেদ আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবেরী আল মাদানীর নেতৃত্বে। খবর পেয়ে খুশি হয়ে যোগাযোগ রেখে ছিলাম তাদের সাথে, যুক্ত রয়েছি অদ্যাবধি। তারা ক্রম উন্নতির দিকে ধাবিত, এখানে নার্সারি থেকে দাখিল (এসএসসি সমমান) পর্যন্ত লেখাপড়া হচ্ছে দ্বীনী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় করে। তাদের রয়েছে গৌরবময় ফলাফল। তারা হালিশহরেও একটা শাখা খুলেছে। তাদের উভয় স্থানে রয়েছে দুটি হেফজুল কোরআন বিভাগ। একটি দরিদ্র ও সাধারণ পরিবারের জন্য অন্যটি মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য।

তাদের প্রথম ম্যাগাজিন 'আল ইরফান' প্রকাশকালে আল্লাহর নিকট দোয়া করছি, তিনি যেন তাদের চলমান অগ্রযাত্রা বহাল রাখেন আর তাদের পৌঁছিয়ে দেন উন্নতির সর্বোচ্চ চূড়ায়।

শামসুদ্দীন আহমদ মির্জা

এডভোকেট শামসুদ্দিন আহমদ মির্জা
সাবেক সভাপতি
চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশন।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

শুভেচ্ছা বাণী

চট্টগ্রামবাসীর মনে স্বপ্ন জাগানিয়া এক অনন্য বিদ্যাপীঠের নাম 'দারুল ইরফান একাডেমি'। দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষার অনবদ্য সম্মিলন ঘটিয়ে ১৯৯৭ সনের এক সোনালি সকালে এই প্রতিষ্ঠান তার যাত্রা শুরু করে। সময়ের পরিক্রমায় এই প্রতিষ্ঠান আজ মহীরুহ যাত্রায় ক্রম উদ্ভাসমান। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাশাপাশি সহ-পাঠক্রমিক অনুষ্ঠান সূচিতেও আমাদের রয়েছে সবিশেষ আগ্রহ ও প্রতিশ্রুতি। এই প্রচেষ্টাসমূহ দৃশ্যমান হয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, জাতীয় ও ইসলামী দিবস উপলক্ষে দেয়ালিকা প্রকাশ, বনভোজনের আয়োজন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিবিধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও সাফল্যলাভ ইত্যাকার বিবিধ বহুমাত্রিক বর্ণিল আয়োজনের মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'আল ইরফান' এই প্রচেষ্টায় আরও একটি সংযোজন। বার্ষিকী প্রকাশ একটি প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশবিশেষ হলেও এই কাজটি বিশেষভাবে অর্থবহ বলে আমরা মনে করি। কারণ বার্ষিকী হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যের মননশীলতা চর্চার একটি উন্মুক্ত মঞ্চ (Open Platform)। এ বার্ষিকী অনেকের জন্য সাহিত্য চর্চার হাতেখড়ি; আবার কারো জন্য সাহিত্যে নৈপূণ্য প্রদর্শনের মাধ্যম। 'আল ইরফান' এর যারা নবীন লেখক, আগামী দিনে তারাই হবেন জগৎজোড়া খ্যাতিমান লেখক, গবেষক; আমাদের ইচ্ছার কেন্দ্রবিন্দুতে সেটাই একমাত্র বাসনা।

সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় লাগামহীনতা ও নৈতিকতা বিবর্জিত একটি অশুভ ধারার আত্মপ্রকাশের এই যুগে 'দারুল ইরফান একাডেমি' চট্টগ্রাম প্রকাশিত এই সাময়িকী হোক সুস্থ, রুচিশীল, নৈতিকতামানে উজ্জীবিত সাহিত্য স্রোত সৃষ্টির একটি মাইলফলক।

এই প্রতিষ্ঠানের সুবিশাল সম্ভাবনাকে ঘিরে আমাদের প্রতিটি স্বপ্নের সুন্দর বাস্তবায়নকে মহান আল্লাহ কবুল করুন।

'আল ইরফান' প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিবাদন।

হাসিনা ইয়াসমিন
প্রিন্সিপ্যাল (ইনচার্জ)
দারুল ইরফান একাডেমি।

সম্পাদকীয়

"দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান" এ স্লোগানকে ধারণ করে ১৯৯৬ সালে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লাহ শাহী জামে মসজিদে মাত্র কয়েকজন মুখলিস আল্লাহর বান্দাহ'র ইস্পাত কঠিন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে 'দারুল ইরফান একাডেমি' নামের এ বিদ্যানিকেতন। আত্মপ্রকাশের পর থেকে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আজ এটি দেশের শিক্ষিত মহলের মণিকোঠায় স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! গতানুগতিক দ্বীনি শিক্ষার বিপরীতে এর রয়েছে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এমন এক সময় ছিল যখন মনে করা হতো দ্বীন তথা ধর্ম যেখানে আছে সেখানে দুনিয়া নেই বা থাকতে পারেনা। কিন্তু বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির এ যুগে এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, দ্বীনই হচ্ছে সর্বাধুনিক জীবনব্যবস্থা। আমাদের প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম হিসেবে বাছাই করা হয়েছে পবিত্র কাবাঘর যা বর্তমান পৃথিবীর সর্বাধুনিক এক অনন্য স্থাপত্যের নিদর্শন ও মুসলমানদের কিবলা। বর্তমান দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান যে বিষয়গুলো নিয়ে গর্ব করে, এর সবকটির খবর তো দ্বীনের সর্বশেষ ঝাণ্ডাবাহী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) পবিত্র আল-কুরআনের মাধ্যমে আজ থেকে প্রায় পনেরশত বছর পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন- মহাবিশ্বের সৃষ্টি, ব্ল্যাক হোল, বিগব্যাংগ, দিন-রাতের আবর্তন, মানবদেহ গঠন, বায়ুমণ্ডল ও পানি প্রবাহ, মায়ের দুধে শিশুর সর্বোৎকৃষ্ট পুষ্টি ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোকে যদিও বিজ্ঞানীরা তাদের আবিস্কার বলে দাবি করছেন; বাস্তবে এগুলোও দ্বীনের এক একটি অংশ। যেহেতু এগুলোর প্রমাণ পবিত্র আল-কুরআনে উল্লেখ আছে। এক সময় দ্বীনি শিক্ষানিকেতনে এগুলোকে দুনিয়া বলে উপেক্ষা করা হতো। কিন্তু বর্তমান পরিবর্তিত এ দুনিয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যতিত দ্বীনি শিক্ষায় প্রভূত উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। একথা চিন্তা করেই মূলতঃ দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ের এ স্লোগান 'দারুল ইরফান একাডেমি' তার বুকে ধারণ করেছে। ফলে এরকম শিক্ষাব্যবস্থা আজ সর্বমহলে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠছে। **'দারুল ইরফান একাডেমি'** এরকম একটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছে, যদিও এর কাঙ্ক্ষিত সফলতা এখনো অনেক সুদূরে। মঞ্জিলে পৌঁছাতে হলে 'দারুল ইরফান একাডেমি'কে দাখিলের গণ্ডি পেরিয়ে আলিম, ফাযিল, কামিল ও মাস্টার্স পর্যায়ে যেতে হবে। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এজন্যে যে, **'দারুল ইরফান একাডেমি'** তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। **'দারুল ইরফান একাডেমি'**র মাকসুদকে সাধারণ মহল, অভিভাবক, শিক্ষিত মহল ও সুধীজনের নিকট পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যেই দীর্ঘদিন পর প্রথমবারের মতো 'আল ইরফান' নামক ম্যাগাজিনের আত্মপ্রকাশ। এটি প্রকাশ করতে যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন (বিশেষ করে লেখা, বাণী, প্রবন্ধ, বিজ্ঞাপন, পরামর্শ, শ্রম ইত্যাদি) তাঁদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। দারুল ইরফান ট্রাস্টের সম্মানিত সহসেক্রেটারী জনাব মুহাম্মদ সাহাব উদ্দীন সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা না বললে অকৃতজ্ঞতাই হবে। আল্লাহ তাঁকে জাযায়ে খাইর দান করুন। এছাড়াও ট্রাস্টের অন্যান্য সম্মানিত সকল সদস্যদেরকেও মোবারকবাদ জানাচ্ছি তাঁদের পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য। বিজ্ঞাপন, ডোনেশন ও লিখা কালেকশন করতে গিয়ে যেসব সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকা মহোদয় তাদের মূল্যবান সময় ও শ্রম ব্যয় করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রথমবারের মতো এ ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে গিয়ে আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক ভুল-ত্রুটি হয়ে যেতে পারে। আশাকরি পাঠক মহল ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আগামীর জন্য পরামর্শ প্রত্যাশা করছি। পরিশেষে ম্যাগাজিন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে এ ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে পেরে শুকরিয়া জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।

Darul Irfan Trust
Committee Members

A.H.Taher Jaberi Al-Madani
Chairman

Mr. Nurul Absar
Vice Chairman

Prof. Mofizur Rahman
Secretary

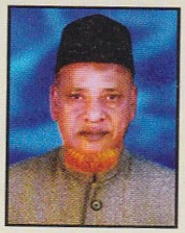

Md. Shahab Udiin
Asstt. Secretary

Mr. Nur Mohammad
Asstt. Secretary

M. Mamtazur Rahman
Finance Secretary

Md. Hossain
Asstt. Finance Secretary

Advocate Shamsuddin Ahmed Mirza
Member

Mr. Nurul Islam
Member &
Chief Coordinator

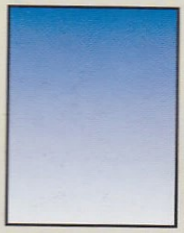

Dr. AKN Fazlul Hoque Sikder
Member

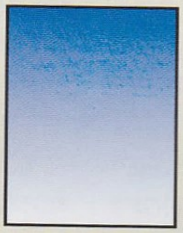

Dr. Md. Abu Naser
Member

Prof. Dr. Safi Uddin Madani
Member

Mr. Ali Hossain
Member

Mr. Showkat Hossain
Member

List of the Teachers (Morning Shift)

Hasina Yesmin
Principal (Incharge)
M.Sc (Chem.), B.Ed

Rezia Begum
Sr. Asstt. Teacher (S. Incharge)
B.A (Bangla), B.Ed

Md. Shariatullah Zihadi
Asstt. Teacher (Arabic)
Kamil (Hadith), Kamil(M.F)

Sk. Md. Shahabuddin
Asstt. Teacher (Com.)
B.A (Dip. in Computer)

Md. Jahir Alam
Asstt. Teacher
Kamiml

Salma Amin
Asstt. Teacher (Eng.)
M.A (Eng.)

Nayeema Amin
Asstt. Teacher
BSS(Hons.), MSS (S.S)

Mohammad Rafiq
Asstt. Teacher (Arabic)
B.A (Hons), M.A (Arabic)

Sayeda Masuma Fatema
Asstt. Teacher
BSS(Hons.), MSS (S)

Md. Nurshedul Islam
Asstt. Teacher (Arabic)
Dawra-e-hadith, Kamil

Ummey Kulsum
Asstt. Teacher
Kamil (M.A), Dawah & I.S)

Qari M. Abdur Rashid
Asstt. Teacher (Qari)
Kamil (M.A)

Azizun Nahar
Asstt. Teacher (S. Sc.)
BSS(Hons.), MSS (Eco.)

Tanjimun Binte Subhan
Asstt. Teacher
B.A(Hons.), M.A (Eng.)

Josna Ara Soniya
Asstt. Teacher
B.A(Hons.), M.A

Md. Farid Ahmed
Asstt. Teacher
Kamil (M.A)

K.A.M. Afzalul Islam
Asstt. Teacher (Math)
B.Sc(Hons.), M.Sc (Math)

Md. Imam Uddin
Cultural Teacher
Kamil, M.A (Hadith)

Khadiza Binte Zamil
Asstt. Teacher (Math)
M.Sc (Math)

Farida Yesmin
Class Asstt.

Asma Begum
Class Asstt.

Mahmuda Begum
Class Asstt.

Aklima Akter
Class Asstt.

List of the Teachers (Day Shift)

Md. Kafaitullah
Vice-Principal
Kamil (Hadith), M.A

Mohammad Idris
Asstt. Teacher (Sc.)
B.Sc(Hons.), M.Sc (Phy)
B.Ed (1st Class)

Ekram Mahmud Ansari
Asstt. Teacher (Arabic)
B.A(Hons.), M.A (I.S)
Kamil (Hadith)

Shanaz Monwara Degy
Asstt. Teacher
B.Sc(Hons.), M.Sc (Chy)

Humaiyun Azad
Asstt. Teacher (Sc.)
M.Sc (Phy)

Md. Omar Faruque
Asstt. Teacher (Math.)
B.Sc (Hons.)

Md. Nurul Islam
Asstt. Teacher (Eng.)
B.A (Hons.), M.A (Eng.)

Md. Jamal Uddin
Asstt. Teacher (Eng.)
B.A (Hons.), M.A (Eng.)

Md. Gias Uddin
Asstt. Teacher (Arabic)
B.A (Hons.), M.A
Kamil (Hadith)

List of the Teachers (Hifz Division) & Hostel Tutors

Moulana Md. Hasan
Hafez
B.A (Hons.)

Noman Kutubi
Hafez
Qari & Mujabid Mahir

Md. Abu Taiyub
Super
B.A, Kamil (Hadith)

Md. Jamal Uddin
Teacher (Math)
B.A (Hons.), M.A

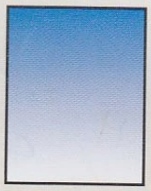

Md. Tareq
Teacher (Eng.)
B.A (Hons.), M.A (Eng.)

List of the Teachers (Halishahar Campus)

Md. Saiful Islam
Principal
Kamil (Hadith); M.A; B.Ed.

Md. Kamal Uddin
Vice Principal
Kamil (Hadith)

Hafez Abu Zafar
Asstt. Teacher
Kamil (Hadith)

Mrs. Nasrin Akter
Asstt. Teacher
B.Sc (Hons.), M.Sc

Md. Nur-e-Elahi
Asstt. Teacher
B.A (Hons.)

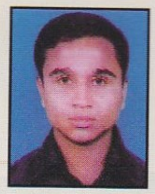

Md. Abdur Rouf
Asstt. Teacher
BBS

List of the Office Employees

Mr. Parvez
Asstt. Accountant
BSS (Hons.)

Mr. Monjur Uddin
Asstt. Accountant
B. Com

Md. Khairul Bashar
Off. Asstt. Cum Com.
Dipl. in Computer

List of the 4th Class Employees

Rubi Akter
Waiting Maid

Shamsun Nahar
Waiting Maid

Sakina Begum
Waiting Maid

Md. Nazmul
Peon

Khatiza Begum
Waiting Maid

Syeedur Rahman
Driver

Mohammad Shafi
Driver

Md. Abul Kalam
Security Guard

Shafiul Alam
Cook

Ahmad Miya
Peon
(Halishahar Campus)

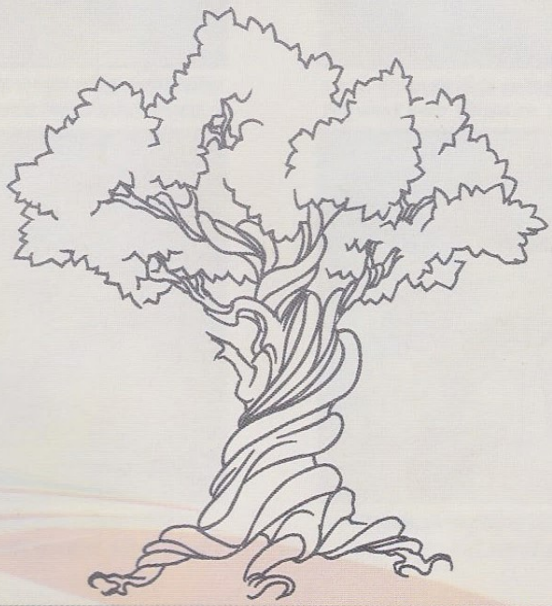

একাডেমিক ভবন

২০০৭ সালে বালিকা শাখা ও হিফজুল কুরআন বিভাগ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনাব মরহুম মাওঃ শামছুদ্দিন আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবেরী আল-মাদানী, ড. এটিএম আবু তাহের, মাওঃ সিদ্দিকুল্লাহ ও মাওঃ আফলাতুন কায়সার।

বার্ষিক ফলাফল ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান'০৬ এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব বদিউল আলম সাহেব, সেক্রেটারী, আইআইইউসি ট্রাস্ট।

বার্ষিক ফলাফল ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান'০৯ এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক আহমদ, প্রো-ভিসি, আইআইইউসি।

বার্ষিক ফলাফল ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান'০৬ এ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন জনাব মুহাম্মদ নুরুল আবছার, সহ-সভাপতি, দারুল ইরফান ট্রাস্ট

বার্ষিক ফলাফল ঘোষণা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব আফসার উদ্দিন চৌধুরী প্রকাশক, দৈনিক কর্ণফুলী ও মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন প্রফেসর সাইফুল্লাহ।

শিক্ষা কর্মশালা ২০০৫ এ বক্তব্য রাখছেন জনাব মুহাম্মদ সাহাব উদ্দিন সহ-সেক্রেটারী, দারুল ইরফান ট্রাস্ট।

বার্ষিক সাংস্কৃতি প্রতিযোগিতা'১১ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন হাসিনা ইয়াসমিন, প্রিন্সিপ্যাল (ইনচার্জ), দারুল ইরফান একাডেমি, চট্টগ্রাম।

এ্যালবাম

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০১১ এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর রূপেশ চৌধুরী, অধ্যক্ষ, বি.এড কলেজ, চট্টগ্রাম।

শিক্ষা সফর - বান্দরবান মেঘলা শিশু উদ্যান।

এসেম্বলির ছবি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১১ উপলক্ষে র‍্যালির একাংশ।

দারুল ইরফান একাডেমি পরিদর্শন করছেন মদিনা শরীফের সাবেক মেয়র সাইয়্যেদ বাহাউদ্দিন তাহের জাবেরী আল মাদানী।

পুরস্কার দিচ্ছেন সহসেক্রেটারী জনাব নূর মোহাম্মদ।

সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী তৈয়বা সিদ্দিকা এর অংকিত ছবি।

তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী মুনতাহা আফরিন এর অংকিত ছবি।

এ্যালবাম

মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন করছেন নবনিযুক্ত রেক্টর ও ট্রাস্ট সেক্রেটারী জনাব অধ্যাপক মফিজুর রহমান।

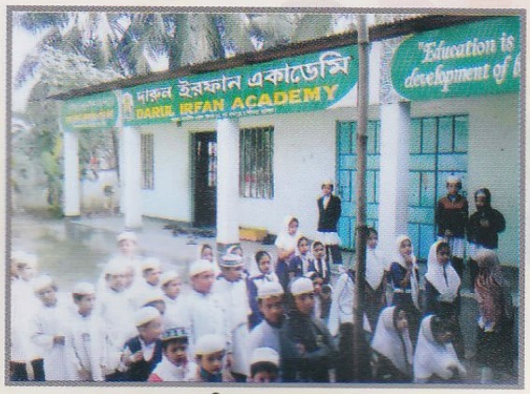

হালিশহর ক্যাম্পাস

দারুল ইরফান হিফজুর কোরআন মাদ্‌রাসা।

২০১১ সালের পুরস্কার প্রাপ্ত হোস্টেল ছাত্রদের সাথে ভাইস প্রিন্সিপাল *জনাব কেফায়েত উল্লাহ ও হোস্টেল সুপার জনাব আবদুল্লাহ সাহেব*

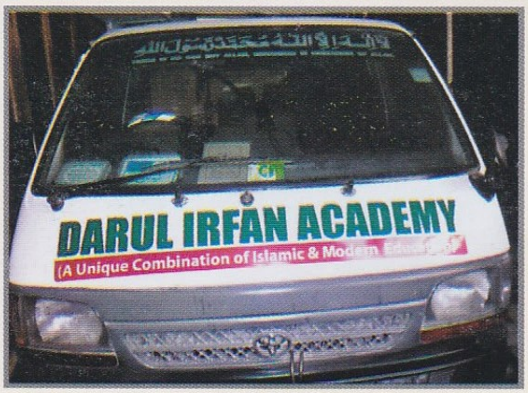

যানবাহনের ছবি

কৃতি ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান'০৯ এ বক্তব্য রাখছে নেভাল একাডেমিতে অধ্যয়নরত দারুল ইরফান একাডেমির প্রাক্তন ছাত্র আরমান উল্লাহ।

কৃতি ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান'০৯ এ বক্তব্য রাখছে বুয়েটে অধ্যয়নরত দারুল ইরফান একাডেমির প্রাক্তন ছাত্র ইরফান আখতার সাওকী।

বার্ষিক ফলাফল ঘোষণা ও অভিভাবক সমাবেশ'০৬ এ ইংরেজি বক্তব্য রাখছে প্রতিষ্ঠানের কৃতিছাত্রী জান্নাতুন নাঈম তারমীম

এ্যালবাম

কৃতিছাত্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২০০৮ এ প্রধান মেহমান মাদরাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফ সাহেবকে ক্রেস্ট প্রদান করছে দারুল ইরফানের সভাপতি আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবেরী আল-মাদানী

কৃতিছাত্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২০০৮ এ প্রধান মেহমান মাদরাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফ সাহেবের সাথে উপস্থিত রয়েছে আমন্ত্রিত মেহমানবৃন্দ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করছেন চান্দগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রওশান আরা বেগম।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষার নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করছে- ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র উমর ফারুক।

প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ড কর্মকর্তা জনাব মোস্তফা রহমান পাশা ও হেড ক্লার্ক জনাব আবু তাহের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে তাঁকে সহযোগিতা করছেন সিসি- জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম।

বার্ষিক ফলাফল ঘোষণা, পুরস্কার বিতরণী ও অভিভাবক সমাবেশ'০৯

অনুষ্ঠানে আনন্দঘন মুহূর্তে উপস্থিত ছাত্রীদের কয়েকজন।

বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনরত ছাত্রীগণ।

List of the Student

Nursery (Morning Shift)

Md. Abdullah

Hossain Mohammad Umayer

Umme Habiba

Shaila Sabrin Mithila

Md. Junayed Hasan

Shafa Omar

Nabil Al Ferdous

Habilul Islam Talukder

Sanjida Nusrat

Abdullah Al Nayeem

Tasfia Mehrin

Miskat Hossain

Sadman Shahnewaz

Shafatush Shafin

Safiul Sheham

Sayeed Bin Towaha

Khadija Islam Tarje

Md. Sayem Hossain

Md. Mushfiqur Rahman Zabir

Fariha Tasnim

Md. Habibullah

Ahsan Sayeed

Asfia Rahman

Md. Sakibul Hasan

Samira Salma

Md. Multazim

Md. Yasheen Chy

Md. Mizanur Rahman

Tasnif Eram

Md. Ashraf Uddin Joy

Md. Adiyat Haydar Chy

Md. Anas Ibn E Taj

Md. Sakirur Rahman

Md. Rabiul Hossain

Sk. Md. Kazi Shefayet Alam

KG - A (Morning Shift)

Hasan Jahin

Mohammad Nazrul Islam

Afifa Shuhrat

Sayeed Hossain Kamal

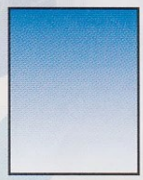
Umme Hafsa Samira

Tamim Bin Belal

Saiyeda Mubas-sera Neeshat

Mohammad Rukaul Hoque

Saima Sadia Rima

Sanjida Rahman

Aminul Islam

Mahfuj Hasan

Tareq Mohammad Jamal

Sheikh Mohammad Shalvee

Tohfa-E-Jannat

Hossain Mohammad Ridwan

Khaled Shaifullah

Irfanul Karim (Nabil)

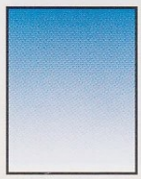
Faishal Akther

Adtia Al Mujahida

Tanvirul Alam

Sidratul Muntaha

Zannatul Mawa

Mohammad Kafil Uddin

Rufaida Binte A. Alam (Tamima)

Nurzahan Hossain

Hure Zannat

Samira Khanam

KG - B (Morning Shift)

Md. Azraf Morshed

Saief Hossain

Hamid Hossain

Ahnaf Ibne Jabed

Md. Sadman Rahman Khan (Sitab)

Nafisa Anan Mumtahina (Suchi)

Mohd. Mesbah Uddin

Md. Nafis Uddin (Sami)

Mohammad Mainuddin

Nawaz Sharif Shajib

Mohd. Kadim Uddin

Md. Ashraful Alam (Manik)

Abrar Hami (Joy)

Md. Mainul Islam

Tasfia Anjum

Mosfika Ahmad

Meherin Afroj Nawrin

Md. Foyzan

Reshmi Akthar

Md. Shefayeth Hossain

Suraiya Iqbal Saba

Sabiha Maskura Bushra

One - A (Morning Shift)

Sayed Osman Bin Faruk

S.M. Afif Iqbal

Nazat Ullah At Talha

Abdullah Al-Saif

Saiyed Bin Elias

Siddique-E-Akbar Khan

Abu Ansar Al-Aiman

Md. Saimon Uddin

Md. Abdullah Al-Abrar

Sadman Mannan Mahir

Mohd. Abdullah

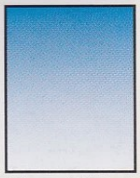
Abu Yousuf Al Rafique

Misbahur Raihan Musfique

Md. Samiul Islam

Md. Yeaz Ibne Mahmud

Mbrarul Islam Shajid

Md. Hayat Haider Chy

Abtahi Bin Aziz

Abbas Khan

Abdur Rahman Al Faisal

Emdadur Rahman Mizan

Usha Ibne Siddique

Mustafa Abrar Mahi

One - B (Morning Shift)

Md. Mashfiqur Rahman

Jannatul Mawa (Jahin)

Tanhida Binte Hashem

Mohd. Mosfiq Noman

Nafeesatun Nur

Ummay Salma Binte Taiyeb

Safa Binte Nazmul

Mohammad Ali

Yaseen Uddin Rohan

Mahmud Al-Faisal

Monim Rahman

Md. Abdullah Omar

Safayet Ullah Kaisar (Samin)

Kazi Abrar

Masum Chowdhury Mahian

Irfanul Islam

Md. Mahmudur Rahman

Fatematuz Zohra

Humaira Binte Zahir

Md. Foisal Faruquee

Two - A (Morning Shift)

Muntaha Afrin

Md. Khaled Saifullah

Sifatur Rahman

Tabassum Sarwar Rushni

Abdullah Mohammad Abrar

Umme Ayman

Md. Ruhul Amin

Mohammad Akram

Hadiqatul Warda

Md. Tasdik Hossain Mahi

Israt Asfari

Zabin Tasmin Trisha

Halimatus Sadia

Nafisa Mumtahin

Adiva Ibnat

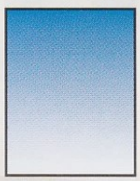
Tasnim Fatima (Tasnim)

Nowsheen Fatima (Nowsheen)

Nusrat Anjum

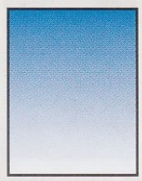
Tasfiq Bin Hasan

Md. Sahidul Haque

Samira Tasnim Chy

Iftekar Hossain

Rafiqa Anjum

Mohd. Asif Uddin

Afia Latif

Azizul Haque Mamun

Ariful Mustafa Muhi

Two - B (Morning Shift)

Md. Istiaque Subhan

S.M. Salman Shahriar

Humaira Rahman Chy

Istiaque Ahmed

Tasmin Akther Mim

S.M. Tahsin Imtiaz (Taif)

Sumiya Hossain

Minhaz Sultana

Md. Amir Hasan Murad

Junaid Habib

Md. Nahin Uddin Nissan

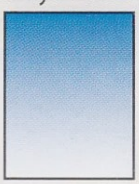
Zihad Hossain

Mir Adnan Sayem

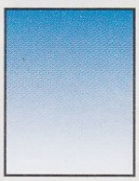
Ayatullah Khomeny Tashin

Kazi Mutmahinna Akther

Fahmida Sultana

Zerin Tasnim Hoque

Unaisha Khanam Usha

Abrar Ahad

Tahaniatun Nuha

Mohammad Sadeque Hossain

Tofazal Hossain

Armanul Islam

Simun Bin Selim

Tasfique Islam

Adib Mahmud

Rafiqa Anjum

Three (Morning Shift)

Faiza Farhat

Sayed Omar Bin Faruque

Tanvin Farzana (Koli)

Najmus Saqib

Rezaul Habib Chy

Mayeesha Nowshin (Sohee)

Sayed Bin Rafique Nabil

Abida Khanam Nadira

Sanjida Afroz Reshmi

Suhrat Aiman

Sumaiya Jebin

Horiah Chowdhury Nazila

Aminah Siddiqah

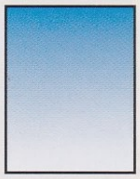
Md. Afiful Arifin

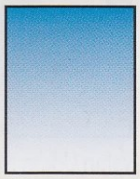
Naef Bin Islam Shah

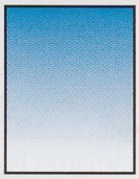
ArifaSultana

Md. Abdur Rahman

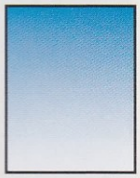
Fatematuz Zohra

Mohammad Omar

Mohammad Hasan

Nusrat Jahan

Sayeda Miftah Faiza

Tawhidul Islam

Aina Naware

Md. Asif Bin Jahangir

Abdullah Al Sayed

Mahmudur Rahman

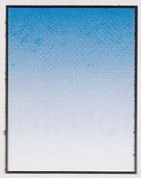
Ifteqar Ahmad

Abdullah Al Hasan

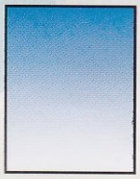
Mustafa Rahman

Md. Sakawat Hossain

Mohd. Misbahur Rahman Chy

Tahsin Bin Belal

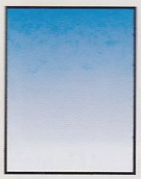
Md. Abdullah Al Zubair

Md. Nazim Uddin

Mansur Ali Saimon

Sajidul Islam Sajid

Nabil Morshed

Mohammad Hasan

Four (Morning Shift)

Zannatul Kubra Chowdhury

Ayesha Hossain

Sanjida Alam (Nitu)

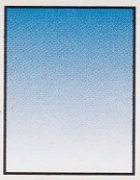
Fahmida Sultana

Mahinur Umme Akifa

Tasfia Habiba

Afiat Ahmad

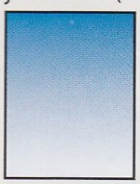
Mohammad Jobaid Alam

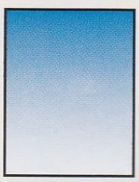
Bibi Rupjan Rupa

Khadiza Rashid

Hosna Akther

Shamsun Naher

Mehrab Sharif Chy.

Md. Osman Gani Sany

Five (Morning Shift)

Umme Hany Rumman

Hasnatul Montaha

Fairuz Fariha

Sanzida Sadia Rifa

Kazi Sumaiya

Sumaiya Al Mojahida

Hapsha Hamid Piya

Tanzifa Binte Hashem

Shirofa Marzan

Joynab Sadia

Sumaiya Akter

Nasrin Afroza Emo

Hamida Ferdous

Arifa Marium Asma

Tahnia Binte Shafi

Kazi Sumaiya

Six (Morning Shift)

Sayeeda Anzum (Rahee)

Raheequm Makhtoom

Hasin Shefa Labiba

Wardatul Zannat

Mahmuda Begum

Asma Anika

Tasfia Shanin Shifa

Nurunnahar Fatima

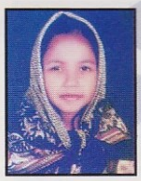
Maria Jahan

Afia Jahin Muntaha

Monowara Begum

Seven (Morning Shift)

Wardatul Akmam

Samiha Sabur

Noshin Shaiara

Jannatun Naima

Wazifa Sultana

Taiyeba Siddiqa

Tanjida Afroz

Janntul Maowa

Sayeeda Tanzim Chy

Afroza Sultana

Sayeeda Faozia Sumiya

Eight (Morning Shift)

Halima Sadia

Fahamida Haque Arifa

Arifa Fahmida

Nazifa Binte Hashem

Rezia Muntaha

Hur-E-Mamdudah Fatema

Sumaiya Begum

Miftahul Jannat Tuli

Hafsa Binte Habib

Sumaiya Islam

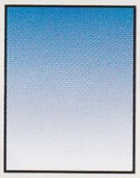
Nasrin Akter

Amena Begum

Urwath Sakila Chowdhury

Nine (Morning Shift)

Qurratul Ain (Ainan)

Tasfia Siddiqua

Hafsa Siddiqua

Asma Ul-Hosna

Tanjina Akter

Janntul Mawa (Ulfat)

Muna Akter

Zubaida Sultana

Sadia Farhana (Rimi)

Ten (Morning Shift)

Yakut Afza

Raihan Jannat

Zannatun Naima

Shegufa Raihan

Asma Sadat (Nakiba)

Karima Akter

Nusrat Jahan

Sanjida Akter

List of the Student

Four (Day Shift)

Tariqul Islam

Md. Muntasir Alam

F.M. Tarifbillah

Md. Abdullah Al Muzahid

Fahim Mohammad Moin Uddin

H.A.M. Galib Saimu

Md. Sakir Ullah

Mohammad Irfan Hasan

Mahmudul Haque

Mohammad Shoyeb Hossain

Mohammad Habib Ullah

Mohammad Hossain

Mehrab Sharif

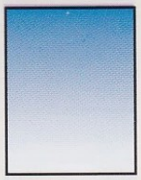

Mohammad Osman Goni Sunny

A.R.M. Naziul Haqu

Mahud Abedeen

Amir Hamza

Md. Shahat Bin Elias

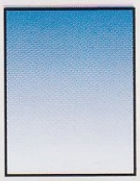

Sheikh Ihsan Ahmed

Md. Taijanur Rashed

Md. Abdul Halim

Md. Shazzad Hossain

Md. Shamsul Arefin (Rabbani)

Abdullah Afif

Farhadul Alam

Saiful Hoque

Md. Ziyaul Islam Farhad

Abdullahel Kafi

Five (Day Shift)

Anas Md. Sayeed

Rabiul Hossain Jisan

Mohamad Faysal

Mohammad Shahidul Islam

Md. Alamgir Hossain

Md. Towhidul Hasan

Isfaque Ahmad

Irfanul Hoque

Tanvirul Islam

Muhammad Ihsanul Khalid

Md. Ahasan Sakiq

Hafez Akramul Hossain (Fahim)

Al Kabid Arabi

Mohammad Shibli Noman

Mohammad Shahrear Aziz

Ahmad Ullah Rahman Tanvir

Md. Belal Hossain

Al Mahamud Jaowad

Mozammel Abedin

Awsaf Akber Alabi

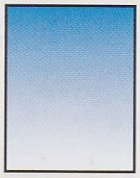
Mohammad Yousuf

Fahad Mahabub

Jobayed Hossain

Hizbullah Al Muzahid

Kefayetur Rahman

Six (Day Shift)

Timam Bin Saif Tahmid

Hafizullah Mohammad Hasan

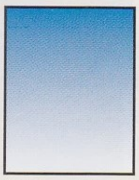
Md. Irfan Hossain

Sayed Imam Uddin Prince

Rifat Bin Hamid

Aminul Islam Kayom

Mohammad Kurshed Ullah

Rakibul Hasan Tipu

Huzzatul Islam Nishan

Md. Asibul Islam Asif

Md. Quraish Uddin

Md. Murshedul Alam

Insan Ullah Talukdar

Md. Saidul Hasan

Md. Abdul Halim

Md. Jaidul Alam

Khaza Mohammad Moinuddin

Asad Ahmed

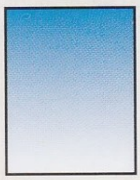
Md. Omar Faruque- 1

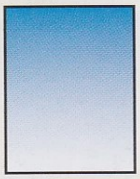
Mujahidul Hoque Rakib

Abu Ansar Al-Adnan

Istiak Ahmed

Mir Ahadul Islam

Imam Hossain (Salekin)

A. M. Noor Faruquee

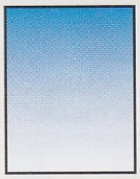
Imran Hossain (Emon)

Md. Jayed Newaz

Anas Ahmed

Mominul Islam

Ariful Islam

Arafatul Islam Sajeeb

Mohammad Sabbir

Md. Omar Faruque- 2

Md. Habibur Rahman

Seven (Day Shift)

Mohammad Sabith Kayes Rahat

Md. Habibur Rahman (Habib)

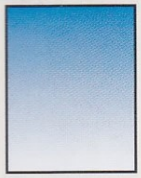
Md. Abdullah Al-Mansur

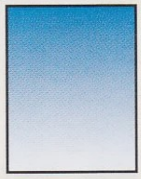
Md. Zunaidul Arefin

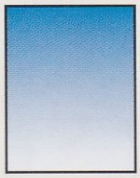
Tawhidul Islam Toha

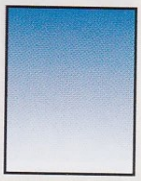
Isfaq Uddin Shaku

Naimul Hamid Riaz

Md. Mahbubur Rahman

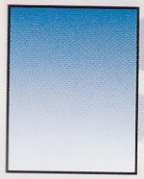
Faisal Hamid Chy Fahad

Md. Ahkibul Islam

Mohammad Irfan

Abu Bakar Siddique

Mohtasin Billah Kaisar

Zabedul Alam

Syed Mohammad Raihan

Hasan Al Mamun

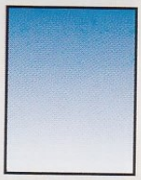
Faisal Mahmud

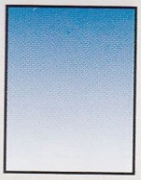
Mohammad Shoiab

Md. Gulam Rasul Rafee

Mohammad Mostakim Hossain

Sadiqul Alam

Mir Md. Abdullah Al Zawad

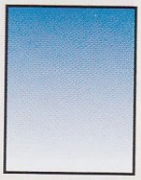
Mohammad Fakhruddin (Razi)

Mahmud Hasan

Md. Shahadat Hossain

Anas Bin Abdullah

Imam Uddin

Eight (Day Shift)

Md. Minhazur Rahman

Md. Abdullah Al Mujahid

Md. Asrar Al Mamun

Md. Omar Al Ameen

Md. Enamul Hasan

Md. Nuruzzaman

Md. Jayed Hossain

Alauddin Kader Junaid

S.M. Sadman Shahriar

Emdadullah Md. Khijir

Md. Abdullah Al Maswood

Md. Ahsanul Hoque

Tahmidur Rahman Sayeed

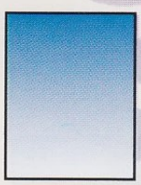
Md. Morshedul Islam

Md. Ridowan

Md. Rabayet Kabir

Sayedullah Bin Rashid

Md. Mujahidul Islam

Tahsin Islam Rifat

Sabbirul Hasnat Emon

Md. Nurul Islam Asif

Md. Raihanur Rashid

Jillur Rahman

Habibur Rahman

Mahmud Shah

Nine (Day Shift)

Md. Ashiqul Arefin

Arif Hasnat

Mohammad Nabil Hoque

Md. Yasin Adal

Ahmad Hossain Irfan

Md. Abrarur Rahman

Md. Mahin Hossain Asif

Md. Minhaz Uddin

Mohammad Omar Gani Ifran

Yasin Hossain

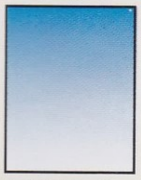
Ali Abdullahil Mabrur Chowdhury

Jobidul Islam Khan Nowshad

Arif Ahmed

Mohammad Burhan Uddin

Md. Omar Faruque

Md. Helal Uddin

Muhammad

Khaled

Ten (Day Shift)

Sakib Al Rashiq

Didarul Islam

Ziaus Subhan

Mizanur Rahman

Md. Rezaul Karim

Ridwanul Hoque

Hassan Sabit

Golam Hafiz

Md. Yousuf

Minhazur Rahman

Forhad Newaj

Foyez Ullah

Akram Uddin

Naimul Islam

Abdul Ahad Chy

Atiqur Rahman Chy

Saiful Islam

Mizanur Rahman

Moin Uddin

Jakaria Imran

Muktadir Hossain

Abdullah Al Mamun

Md. Masud

Didarul Islam

KG - A (Morning Shift)

Hasan Jahin

Mohammad Nazrul Islam

Afifa Shuhrat

Sayeed Hossain Kamal

Umme Hafsa Samira

Tamim Bin Belal

Saiyeda Mubas-sera Neeshat

Mohammad Rukaul Hoque

Saima Sadia Rima

Sanjida Rahman

Aminul Islam

Mahfuj Hasan

Tareq Mohammad Jamal

Sheikh Mohammad Shalvee

Tohfa-E-Jannat

Hossain Mohammad Ridwan

Khaled Shaifullah

Irfanul Karim (Nabil)

Faishal Akther

Adtia Al Mujahida

Tanvirul Alam

Sidratul Muntaha

Zannatul Mawa

Mohammad Kafil Uddin

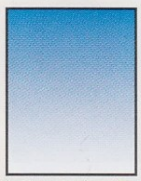
Rufaida Binte A. Alam (Tamima)

Nurzahan Hossain

Hure Zannat

Samira Khanam

KG - B (Morning Shift)

Md. Azraf Morshed

Saief Hossain

Hamid Hossain

Ahnaf Ibne Jabed

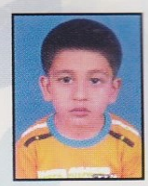
Md. Sadman Rahman Khan (Sitab)

Nafisa Anan Mumtahina (Suchi)

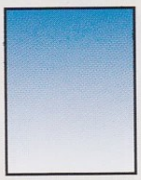
Mohd. Mesbah Uddin

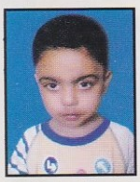
Md. Nafis Uddin (Sami)

Mohammad Mainuddin

Nawaz Sharif Shajib

Mohd. Kadim Uddin

Md. Ashraful Alam (Manik)

Abrar Hami (Joy)

Md. Mainul Islam

Tasfia Anjum

Mosfika Ahmad

Meherin Afroj Nawrin

Md. Foyzan

Reshmi Akthar

Md. Shefayeth Hossain

Suraiya Iqbal Saba

Sabiha Maskura Bushra

One - A (Morning Shift)

Sayed Osman Bin Faruk

S.M. Afif Iqbal

Nazat Ullah At Talha

Abdullah Al-Saif

Saiyed Bin Elias

Siddique-E-Akbar Khan

Abu Ansar Al-Aiman

Md. Saimon Uddin

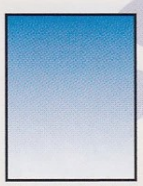
Md. Abdullah Al-Abrar

Sadman Mannan Mahir

Mohd. Abdullah

Abu Yousuf Al Rafique

Misbahur Raihan Musfique

Md. Samiul Islam

Md. Yeaz Ibne Mahmud

Mbrarul Islam Shajid

Md. Hayat Haider Chy

Abtahi Bin Aziz

Abbas Khan

Abdur Rahman Al Faisal

Emdadur Rahman Mizan

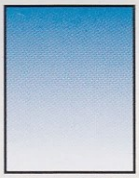
Usha Ibne Siddique

Mustafa Abrar Mahi

One - B (Morning Shift)

Md. Mashfiqur Rahman

Jannatul Mawa (Jahin)

Tanhida Binte Hashem

Mohd. Mosfiq Noman

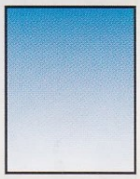
Nafeesatun Nur

Ummay Salma Binte Taiyeb

Safa Binte Nazmul

Mohammad Ali

Yaseen Uddin Rohan

Mahmud Al-Faisal

Monim Rahman

Md. Abdullah Omar

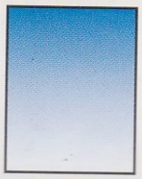
Safayet Ullah Kaisar (Samin)

Kazi Abrar

Masum Chowdhury Mahian

Irfanul Islam

Md. Mahmudur Rahman

Fatematuz Zohra

Humaira Binte Zahir

Md. Foisal Faruquee

Two - A (Morning Shift)

Muntaha Afrin

Md. Khaled Saifullah

Sifatur Rahman

Tabassum Sarwar Rushni

Abdullah Mohammad Abrar

Umme Ayman

Md. Ruhul Amin

Mohammad Akram

Hadiqatul Warda

Md. Tasdik Hossain Mahi

Israt Asfari

Zabin Tasmin Trisha

Halimatus Sadia

Nafisa Mumtahin

Adiva Ibnat

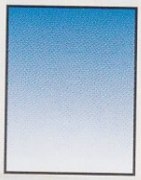
Tasnim Fatima (Tasnim)

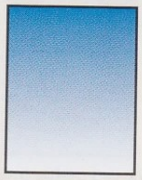
Nowsheen Fatima (Nowsheen)

Nusrat Anjum

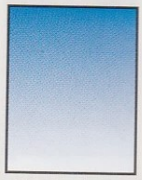
Tasfiq Bin Hasan

Md. Sahidul Haque

Samira Tasnim Chy

Iftekar Hossain

Rafiqa Anjum

Mohd. Asif Uddin

Afia Latif

Azizul Haque Mamun

Ariful Mustafa Muhi

Two - B (Morning Shift)

Md. Istiaque Subhan

S.M. Salman Shahriar

Humaira Rahman Chy

Istiaque Ahmed

Tasmin Akther Mim

S.M. Tahsin Imtiaz (Taif)

Sumiya Hossain

Minhaz Sultana

Md. Amir Hasan Murad

Junaid Habib

Md. Nahin Uddin Nissan

Zihad Hossain

Mir Adnan Sayem

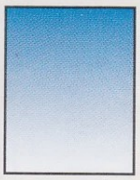
Ayatullah Khomeny Tashin

Kazi Mutmahinna Akther

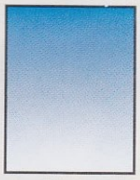
Fahmida Sultana

Zerin Tasnim Hoque

Unaisha Khanam Usha

Abrar Ahad

Tahaniatun Nuha

Mohammad Sadeque Hossain

Tofazal Hossain

Armanul Islam

Simun Bin Selim

Tasfique Islam

Adib Mahmud

Rafiqa Anjum

Three (Morning Shift)

Faiza Farhat

Sayed Omar Bin Faruque

Tanvin Farzana (Koli)

Najmus Saqib

Rezaul Habib Chy

Mayeesha Nowshin (Sohee)

Sayed Bin Rafique Nabil

Abida Khanam Nadira

Sanjida Afroz Reshmi

Suhrat Aiman

Sumaiya Jebin

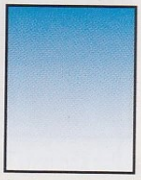
Horiah Chowdhury Nazila

Aminah Siddiqah

Md. Afiful Arifin

Naef Bin Islam Shah

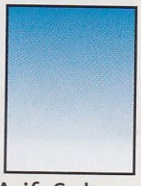
ArifaSultana

Md. Abdur Rahman

Fatematuz Zohra

Mohammad Omar

Mohammad Hasan

Nusrat Jahan

Sayeda Miftah Faiza

Tawhidul Islam

Aina Naware

Md. Asif Bin Jahangir

Abdullah Al Sayed

Mahmudur Rahman

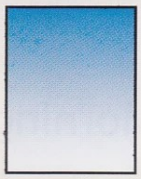
Ifteqar Ahmad

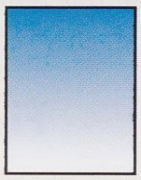
Abdullah Al Hasan

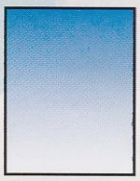
Mustafa Rahman

Md. Sakawat Hossain

Mohd. Misbahur Rahman Chy

Tahsin Bin Belal

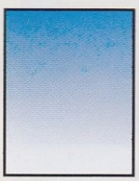
Md. Abdullah Al Zubair

Md. Nazim Uddin

Mansur Ali Saimon

Sajidul Islam Sajid

Nabil Morshed

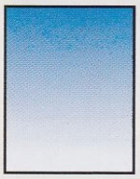
Mohammad Hasan

Four (Morning Shift)

Zannatul Kubra Chowdhury

Ayesha Hossain

Sanjida Alam (Nitu)

Fahmida Sultana

Mahinur Umme Akifa

Tasfia Habiba

Afiat Ahmad

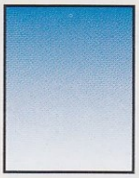
Mohammad Jobaid Alam

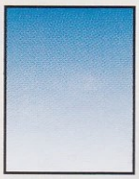
Bibi Rupjan Rupa

Khadiza Rashid

Hosna Akther

Shamsun Naher

Mehrab Sharif Chy.

Md. Osman Gani Sany

Five (Morning Shift)

Umme Hany Rumman

Hasnatul Montaha

Fairuz Fariha

Sanzida Sadia Rifa

Kazi Sumaiya

Sumaiya Al Mojahida

Hapsha Hamid Piya

Tanzifa Binte Hashem

Shirofa Marzan

Joynab Sadia

Sumaiya Akter

Nasrin Afroza Emo

Hamida Ferdous

Arifa Marium Asma

Tahnia Binte Shafi

Kazi Sumaiya

Six (Morning Shift)

Sayeeda Anzum (Rahee)

Raheequm Makhtoom

Hasin Shefa Labiba

Wardatul Zannat

Mahmuda Begum

Asma Anika

Tasfia Shanin Shifa

Nurunnahar Fatima

Maria Jahan

Afia Jahin Muntaha

Monowara Begum

Seven (Morning Shift)

Wardatul Akmam

Samiha Sabur

Noshin Shaiara

Jannatun Naima

Wazifa Sultana

Taiyeba Siddiqa

Tanjida Afroz

Janntul Maowa

Sayeeda Tanzim Chy

Afroza Sultana

Sayeeda Faozia Sumiya

Eight (Morning Shift)

Halima Sadia

Fahamida Haque Arifa

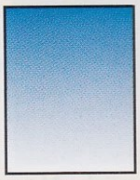
Arifa Fahmida

Nazifa Binte Hashem

Rezia Muntaha

Hur-E-Mamdudah Fatema

Sumaiya Begum

Miftahul Jannat Tuli

Hafsa Binte Habib

Sumaiya Islam

Nasrin Akter

Amena Begum

Urwath Sakila Chowdhury

Nine (Morning Shift)

Qurratul Ain (Ainan)

Tasfia Siddiqua

Hafsa Siddiqua

Asma Ul-Hosna

Tanjina Akter

Janntul Mawa (Ulfat)

Muna Akter

Zubaida Sultana

Sadia Farhana (Rimi)

Ten (Morning Shift)

Yakut Afza

Raihan Jannat

Zannatun Naima

Shegufa Raihan

Asma Sadat (Nakiba)

Karima Akter

Nusrat Jahan

Sanjida Akter

List of the Student

Four (Day Shift)

Tariqul Islam

Md. Muntasir Alam

F.M. Tarifbillah

Md. Abdullah Al Muzahid

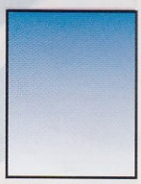
Fahim Mohammad Moin Uddin

H.A.M. Galib Saimu

Md. Sakir Ullah

Mohammad Irfan Hasan

Mahmudul Haque

Mohammad Shoyeb Hossain

Mohammad Habib Ullah

Mohammad Hossain

Mehrab Sharif

Mohammad Osman Goni Sunny

A.R.M. Naziul Haqu

Mahud Abedeen

Amir Hamza

Md. Shahat Bin Elias

Sheikh Ihsan Ahmed

Md. Taijanur Rashed

Md. Abdul Halim

Md. Shazzad Hossain

Md. Shamsul Arefin (Rabbani)

Abdullah Afif

Farhadul Alam

Saiful Hoque

Md. Ziyaul Islam Farhad

Abdullahel Kafi

Five (Day Shift)

Anas Md. Sayeed

Rabiul Hossain Jisan

Mohamad Faysal

Mohammad Shahidul Islam

Md. Alamgir Hossain

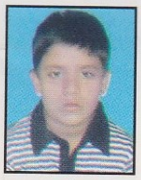
Md. Towhidul Hasan

Isfaque Ahmad

Irfanul Hoque

Tanvirul Islam

Muhammad Ihsanul Khalid

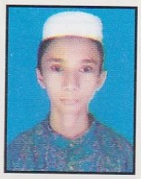
Md. Ahasan Sakiq

Hafez Akramul Hossain (Fahim)

Al Kabid Arabi

Mohammad Shibli Noman

Mohammad Shahrear Aziz

Ahmad Ullah Rahman Tanvir

Md. Belal Hossain

Al Mahamud Jaowad

Mozammel Abedin

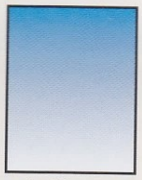
Awsaf Akber Alabi

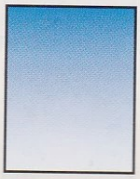
Mohammad Yousuf

Fahad Mahabub

Jobayed Hossain

Hizbullah Al Muzahid

Kefayetur Rahman

Six (Day Shift)

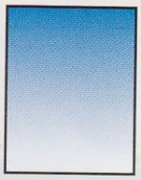
Timam Bin Saif Tahmid

Hafizullah Mohammad Hasan

Md. Irfan Hossain

Sayed Imam Uddin Prince

Rifat Bin Hamid

Aminul Islam Kayom

Mohammad Kurshed Ullah

Rakibul Hasan Tipu

Huzzatul Islam Nishan

Md. Asibul Islam Asif

Md. Quraish Uddin

Md. Murshedul Alam

Insan Ullah Talukdar

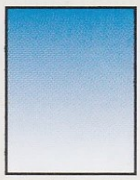
Md. Saidul Hasan

Md. Abdul Halim

Md. Jaidul Alam

Khaza Mohammad Moinuddin

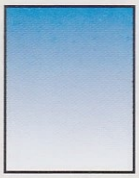
Asad Ahmed

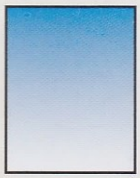
Md. Omar Faruque- 1

Mujahidul Hoque Rakib

Abu Ansar Al-Adnan

Istiak Ahmed

Mir Ahadul Islam

Imam Hossain (Salekin)

A. M. Noor Faruquee

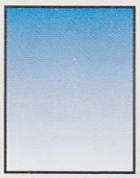
Imran Hossain (Emon)

Md. Jayed Newaz

Anas Ahmed

Mominul Islam

Ariful Islam

Arafatul Islam Sajeeb

Mohammad Sabbir

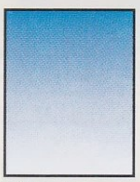
Md. Omar Faruque- 2

Md. Habibur Rahman

Seven (Day Shift)

Mohammad Sabith Kayes Rahat

Md. Habibur Rahman (Habib)

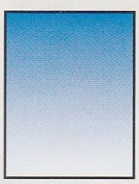
Md. Abdullah Al-Mansur

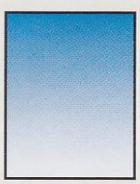
Md. Zunaidul Arefin

Tawhidul Islam Toha

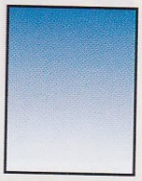
Isfaq Uddin Shaku

Naimul Hamid Riaz

Md. Mahbubur Rahman

Faisal Hamid Chy Fahad

Md. Ahkibul Islam

Mohammad Irfan

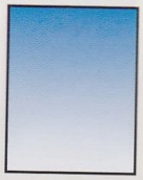
Abu Bakar Siddique

Mohtasin Billah Kaisar

Zabedul Alam

Syed Mohammad Raihan

Hasan Al Mamun

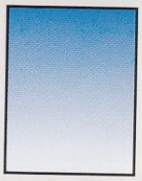
Faisal Mahmud

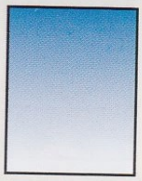
Mohammad Shoiab

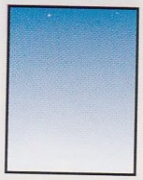
Md. Gulam Rasul Rafee

Mohammad Mostakim Hossain

Sadiqul Alam

Mir Md. Abdullah Al Zawad

Mohammad Fakhruddin (Razi)

Mahmud Hasan

Md. Shahadat Hossain

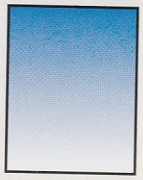
Anas Bin Abdullah

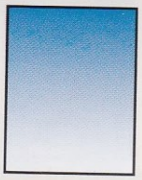
Imam Uddin

Eight (Day Shift)

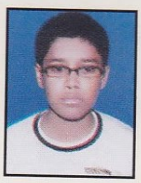
Md. Minhazur Rahman

Md. Abdullah Al Mujahid

Md. Asrar Al Mamun

Md. Omar Al Ameen

Md. Enamul Hasan

Md. Nuruzzaman

Md. Jayed Hossain

Alauddin Kader Junaid

S.M. Sadman Shahriar

Emdadullah Md. Khijir

Md. Abdullah Al Maswood

Md. Ahsanul Hoque

Tahmidur Rahman Sayeed

Md. Morshedul Islam

Md. Ridowan

Md. Rabayet Kabir

Sayedullah Bin Rashid

Md. Mujahidul Islam

Tahsin Islam Rifat

Sabbirul Hasnat Emon

Md. Nurul Islam Asif

Md. Raihanur Rashid

Jillur Rahman

Habibur Rahman

Mahmud Shah

Nine (Day Shift)

Md. Ashiqul Arefin

Arif Hasnat

Mohammad Nabil Hoque

Md. Yasin Adal

Ahmad Hossain Irfan

Md. Abrarur Rahman

Md. Mahin Hossain Asif

Md. Minhaz Uddin

Mohammad Omar Gani Ifran

Yasin Hossain

Ali Abdullahil Mabrur Chowdhury

Jobidul Islam Khan Nowshad

Arif Ahmed

Mohammad Burhan Uddin

Md. Omar Faruque

Md. Helal Uddin

Muhammad

Khaled

Ten (Day Shift)

Sakib Al Rashiq

Didarul Islam

Ziaus Subhan

Mizanur Rahman

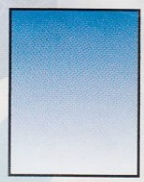
Md. Rezaul Karim

Ridwanul Hoque

Hassan Sabit

Golam Hafiz

Md. Yousuf

Minhazur Rahman

Forhad Newaj

Foyez Ullah

Akram Uddin

Naimul Islam

Abdul Ahad Chy

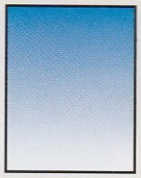
Atiqur Rahman Chy

Saiful Islam

Mizanur Rahman

Moin Uddin

Jakaria Imran

Muktadir Hossain

Abdullah Al Mamun

Md. Masud

Didarul Islam

দারুল ইরফান একাডেমি
বিভিন্ন সালে দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা

নং	নাম	গ্রেড
	২০০৪ সাল	
০১	আয়েশা সানজিদা	A+
০২	শাইকা তারান্নুম নাজলী	A+
০৩	তাসনীম সিদ্দিকা	A
০৪	সাইয়্যেদা বেগম নিজামিয়া	A
	২০০৫ সাল	
০১	ফাতেমাতুজ জোহরা	A
০২	মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	A
০৩	আসমাউল হুসনা	A-
০৪	মুহাম্মদ নূরুন্নবী	A-
	২০০৬ সাল	
০১	আশরাফুন্নেছা	Golden A+
০২	জাওহার পান্না	A
০৩	রহিমা সুলতানা	A-
	২০০৭ সাল	
০১	জান্নাতুন নাঈম তারমীম	Golden A+
০২	মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন	Golden A+
০৩	মুহাম্মদ আরমান উল্লাহ	Golden A+
০৪	ইরফান আক্তার শাওকী	Golden A+
০৫	মুহাম্মদ ফাহাদ	A+
০৬	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সেলিম	A+
০৭	সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আনাস	A
০৮	মুহাম্মদ আহসান উদ্দিন	A
০৯	মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম	A
১০	মুহাম্মদ নূরুল মোস্তফা	A
১১	ইসমাঈল হোসেন জুয়েল	A
১২	সুমাইয়া আক্তার	A
১৩	শাহেদা আক্তার মিনি	A
১৪	নুসরাত জাহান	A
১৫	ইসরাত জাহান	A
১৬	মোহাম্মদ আবুল কাসেম	A-

নং	নাম	গ্রেড
	২০০৮ সাল	
০১	ফয়সাল আমিন	A+
০২	সাকিবুল কাদের	A+
০৩	মামুনুর রহমান সাফাত	A+
০৪	নিজাম সাদাত	A+
০৫	সাইয়্যেদ ওসামা	A+
০৬	তাসলিমা আক্তার	A+
০৭	উম্মে হাবিবা	A+
০৮	তানজিহা-ই-নূর	A+
০৯	সাইয়্যেদ উম্মে সালমা	A+
১০	মেহনাজ আক্তার	A+
১১	উম্মে খায়রুন সাম্মা	A
১২	সাঈদ নিজামী	A
১৩	সাঈদুর রহমান	A
১৪	ফাহিম উদ্দীন ইমামী	A
১৫	শোয়াইব আরমান	A
১৬	মাবারক খান	A
	২০০৯ সাল	
০১	মুহাম্মদ মিজানুর রহমান	A+
০২	আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ জুহায়ের	A+
০৩	মুহাম্মদ আবু বাকের	A+
০৪	কাজী আব্দুল্লাহ আল সাঈদ	A+
০৫	মুহাম্মদ ইমরান হাসান	A+
০৬	মুহাম্মদ ইব্রাহীম আরাফাত	A+
০৭	এ. কে. ইমরান জিতু	A+
০৮	মুহাম্মদ আফতাব উদ্দীন	A-
	২০১০ সাল	
০১	শায়খুল আজম আবরার	A+
০২	আনোয়ার হোসাইন	A+
০৩	ইফতেখারুল ইসলাম	A+
০৪	এস.এম. শাহাদাত মুন্না	A+

দারুল ইরফান একাডেমি
বিভিন্ন সালে দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা

নং	নাম	গ্রেড
০৫	সাবেত উদ্দীন	A+
০৬	মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	A+
০৭	আরিফুল ইসলাম	A+
০৮	আয়েশা সিদ্দিকা	A+
০৯	আসমাতুল জান্নাত	A+
১০	সানজানা তাহসিন	A+
১১	ফৌজিয়া নওশাদ	A+
১২	নিসরাত জাহান	A+
১৩	সুমাইয়া সুলতানা	A+
১৪	উম্মে খায়ের সালমা	A+
১৫	কফিল উদ্দীন	A
১৬	সেলিম উদ্দীন	A
১৭	আব্দুল্লাহ আল হোসাইন	A
১৮	আবুল কালাম আজাদ	A
১৯	মুহাম্মদ হাজ্জাদ আলী	A
২০	শাহজাহান বাদশা	A
	২০১১ সাল	
০১	ফাতেমা বেগম	A+
০২	সাজেদাতুর রহমান সুমাইয়া	A+
০৩	তাহমিনা শামসাদ সিফা	A+
০৪	কাজী তানজিনা আফরোজ	A+
০৫	মুহাম্মদ ইলিয়াস	A+
০৬	মুহাম্মদ আবরারুল হক	A+
০৭	মেহেদি আকিব শাহ	A+
০৮	মুহাম্মদ ইয়াছির উদ্দীন	A+
০৯	মোক্তার আহমদ খাঁন	A+
১০	সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আতিকুল্লাহ	A+
১১	এস. এম. রুহুল ইসলাম	A+
১২	সুমাইয়া আফনান সাকী	A
১৩	জয়তুন নেছা জবা	A
১৪	মরিয়ম আক্তার	A

নং	নাম	গ্রেড
১৫	হুমাইরা নাজিফা	A
১৬	এস.এম. ফায়সাল হাসান	A
১৭	আব্দুল হান্নান মুনির	A
১৮	তারেক মাহমুদ রায়হান	A
১৯	ওয়ালিদ বিন আহমদ নূর	A
২০	আয়েশা সিদ্দিকা	A
২১	মুহাম্মদ মেহরাব চৌধুরী	A
২২	মুহাম্মদ ইমরান	A
২৩	মুহাম্মদ রাকিবুল কবির	A
২৪	মুহাম্মদ ওমর ফারুক	A
২৫	মুঃ আব্দুল্লাহ আল আজহা সাকিব	A
২৬	মুহাম্মদ কামাল মেহেদি	A
২৭	মুহাম্মদ শরিয়ত উল্লাহ	A
২৮	সামিন সাদমান	A
২৯	ফোরকান আহমদ	A-

মহানবী (স.) এর যুগে শিক্ষাব্যবস্থা

প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক

নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (স.)কে আল্লাহ তায়ালা নিরক্ষর নবীরূপে একটি নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। এ দিকে ইঙ্গিত করতঃ আল্লাহ (সু.ও.তা.) এরশাদ করেছেন-

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّنَ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

অর্থাৎ "তিনিই সেই মহান আল্লাহ যিনি নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর প্রতি তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল করে পাঠালেন"।

এখানে [رسولا منهم] কথাটি সঙ্গতভাবেই তাদেরই মতো একজন নিরক্ষর ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত বহন করছে। পবিত্র আল-কুরআনের অন্যত্র এ কথাটি আরও দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন-

وهذا النبى الامّى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل

অর্থাৎ .... 'আর এ নিরক্ষর নবী যার উল্লেখ তারা তাদের কাছে বিদ্যমান স্বয়ং তাওরাতেও প্রাপ্ত হয়েছে"। এখানে দুটি প্রশ্ন খুবই গুরুত্বের দাবি রাখে। একটি হচ্ছে নিরক্ষরতা কি অজ্ঞতার সমার্থক? না; এ দুয়ের মধ্যে কোনোই সম্পর্ক নেই। আর দ্বিতীয়টি হলো - যে রাসূলকে আল্লাহ (সু.ও.তা) রাসূল কুল সর্দার ও নবীকুল শিরোমণি রূপে প্রেরণ করলেন তাকে অক্ষর জ্ঞান বিহীন রাখার পেছনে কি বিশেষ মাহার্ত্য বিদ্যমান? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, নিরক্ষরতার সাথে অজ্ঞতার কোনোই সম্পর্ক নেই। নিরক্ষরতা বলতে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক অক্ষর জ্ঞান বিহীন বুঝানো হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট ভাষার লিখন-পঠন পদ্ধতির চর্চা করেননি। কার্যতঃ মহানবী (স.) লিখতে বা পড়তে জানতেন না। একটি হাদীসে উল্লেখ আছে মহানবী (স.) এরশাদ করেছেন-

نحن أمّة امية لانكتب ولانحسب

"আমরা নিরক্ষর জনগোষ্ঠী, আমাদের লিখার অভ্যাস নেই, অংকও কষতে জানি না আমরা"।

পক্ষান্তরে অজ্ঞতা বলতে বুঝায় যার জ্ঞান নেই; তথা মূর্খ। কিন্তু মহানবী (স.) নিরক্ষর হলেও তিনি অবশ্যই অজ্ঞ ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী। অর্থাৎ গোটা মানবগোষ্ঠীর শিক্ষক। তাঁকে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে জ্ঞানের আলো ছড়ানোর জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে পবিত্র আল-কুরআন, হাদীছ ও ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে। যেমন-

(ক) আল-কুরআনে হযরত ইবরাহিম (আ.) এর দোয়া প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

অর্থাৎ "প্রভু হে! আপনি তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজনকে রাসূলরূপে প্রেরণ করুন, যিনি তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন। আর তাদেরকে আল-কিতাব এর জ্ঞান দান করবেন এবং হিকমত শিক্ষা দেবেন; আর তাদেরকে (সমস্ত পঙ্কিলতা হতে) পবিত্র করে ছাড়বেন এবং তারা যেসব বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী ছিলনা তার জ্ঞানও প্রদান করবেন"। বস্তুতঃ হযরত ইবরাহিম (আ.) এর দোয়া আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন এবং ঐ দোয়া করার দীর্ঘ আড়াই হাজার বছর পরে আরবের বুকে হযরত ইসমাঈল (আ.) এর বংশধারা থেকে একমাত্র এবং সর্বশেষ নবীরূপে হযরত মুহাম্মদ (স.)কে প্রেরণ করেন। এর প্রতি ইঙ্গিত করতঃ আল্লাহ নিজেই এরশাদ করেন -

لقدمن الله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولا منهم يتلوعليهم اياته ويزكيهم

ويعلمهم الكتب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلل مبين-

বলাবাহুল্য এখানেই একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রেরণ মূলতঃ হযরত ইবরাহিম (আ.) এর প্রার্থনার উত্তর। তবে হযরত ইবরাহিম (আ.) তাঁর দোয়ার মধ্যে يتلوعليهم اياتك এর পরে ويعلمهم الكتب والحكمة এর উল্লেখ করেছিলেন এবং ويزكيهم এর উল্লেখ ছিল সর্বশেষ। আর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ (সু.ও.তা) ইবরাহিম (আ.) এর প্রার্থনার ক্রমধারা (Sequence) সংশোধন করতঃ ويزكيهم কথাটির উল্লেখ এগিয়ে নিয়ে আসেন এবং আরও একটি কথা যোগ করেন তথা - ويعلمهم مالم يكونوايعلمون অন্য একটি আয়াতে আছে - وان كانوا من قبل لفى ضلل مبين

উক্ত আয়াতে বিধৃত পাঁচটি মৌলিক শব্দের (Key Words) এর প্রতি একবার লক্ষ্য করতঃ একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন। আপনার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে এর প্রত্যেকটিই বিশেষ জ্ঞানের দাবি রাখে। যেমন-

(১) يتلو عليهم آياتة (২) يعلمهم الكتب (৩) والحكمة

(৪) ويزكيهم (৫) ويعلمهم مالم يكونوايعلمون

(১) আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানোর জন্য আল-কিতাবের জ্ঞান থাকা পূর্বশর্ত। তথা সকলপ্রকার সন্দেহ-সংশয়মুক্ত আল-কিতাবের জ্ঞান না থাকলে তা অন্যদের কাছে পাঠ করা ও তাদেরকে এর শিক্ষা গ্রহণের দাওয়াত দেয়া অসম্ভব।

(২) يعلمهم الكتب এখানে সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, সেই রাসূল লোকদেরকে আল-কিতাবের জ্ঞান দান করবেন। এ মহৎ কাজটি কখনও সম্ভব নয় যতক্ষণ না তিনি প্রভুত জ্ঞানের অধিকারী হবেন। আল্লাহর রাসূল নিজেই বলেছেন - أوتيت علم الأولين والأخرين আমাকে সৃষ্টি জগতের পূর্বাপর সবজ্ঞানেই ভূষিত করা হয়েছে।

(৩) الحكمة অর্থাৎ তিনি তাদেরকে শুধু যে কিতাবের জ্ঞান দান করেন তা নয় বরং তিনি তাদেরকে الحكمة বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে 'জীবনের উদ্দেশ্য' বা তিনটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর, তথা - (ক) আমি কে এবং কোত্থেকে এসেছি। (খ) কি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য। (গ) কোথায় আমার চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল এবং তার জন্য কি কি পাথেয় আমাকে সাথে নিয়ে যেতে হবে?

বলাবাহুল্য মহানবী (স.) এ তিনটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবেই আপন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কার্যতঃ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দিয়ে গেছেন।

(৪) চতুর্থতঃ ويعلمهم مالم يكونوايعلمون অর্থাৎ 'তাদেরকে ঐ সবকিছুর জ্ঞান দান করবেন তিনি যে ব্যাপারে তারা কোনোই জ্ঞান রাখতো না'। এ উক্তিটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক, আর এটাই মহানবী (স.) এর শিক্ষাব্যবস্থার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। বলাবাহুল্য তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে কিছু কিতাবী তথা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের মধ্যে তার কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং তিনি তাদেরকে দিয়ে গিয়েছিলেন মানব জীবনের সকল দিক ও বিষয় সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা।

মহানবী (স.) এর শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপকতার আঁচ করা যায় নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে। একদা এক ইহুদী জনৈক সাহাবীকে বিদ্রূপ সুরে ঠাট্টা করতে গিয়ে বলেছিল علمكم نبيكم حتى الخراءة তোমাদের নবী তোমাদেরকে এসব খুঁটিনাটি বিষয়ই শিক্ষা দিয়েছেন মাত্র। তখন সাহাবীটি উত্তরে বললেন হ্যাঁ। আমাদের নবী আমাদেরকে পায়খানা-প্রস্রাবের নিয়ম-কানুন থেকে নিয়ে জীবনের সকল বিষয়ই শিখিয়ে দিয়েছেন।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, মহানবী (স.) নিজে নিরক্ষর ছিলেন যদিও তিনি তাঁর উম্মতের জন্য স্বাক্ষরতার ব্যবস্থাসহ তৎকালে পরিচিত সবধরণের জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

অনেকের কাছে প্রশ্ন জাগে আল্লাহর রাসূল যিনি দাবি করছিলেন যে তাকে সৃষ্টিকূলের সর্বাধিক জ্ঞান দান করা হয়েছিল; তিনি নিরক্ষর থাকার পেছনে কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে? আসলে একটু চিন্তা করলেই বুঝতে কঠিন হবে না এর পেছনে প্রধান মাহার্ত্য কি ছিল। ভেবে দেখুন, পড়া-লেখা ও অক্ষরজ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক

পদ্ধতির প্রয়োজন, তথা একজনকে উস্তাদরূপে শিখাতে হবে। অন্যজনকে শিষ্যরূপে সে শিক্ষা নিতে হবে। কিন্তু আল্লাহ চাননি যাকে তিনি সমগ্রমানব জাতির জন্য শিক্ষকরূপে বিশ্ববাসীর কাছে পেশ করতে যাচ্ছেন তিনি কারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করুক। তাছাড়া মহানবী (স.)কে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী করতঃ একথার প্রমাণও করে দিয়েছেন যে আল্লাহ যাকে চান তাকে সবজ্ঞানের আধার করে দিতে পারেন; যদিও তিনি কারো কাছে গিয়ে একটি অক্ষরও পাঠ করা শিখেননি।

অন্যদিকে যারা স্বাক্ষরতা তথা অক্ষর জ্ঞানকে শিক্ষার একমাত্র পরিমাপ যন্ত্র বলে ধারণা করে থাকে এবং এর ভিত্তিতে কোনো জাতির শিক্ষিতের হার নির্ধারণ করে থাকে তাদের বিরুদ্ধে ইহা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ বটে। আমেরিকার মতো শতকরা ১০০ভাগ লোকের অক্ষর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো জনগোষ্ঠী সার্বিক গুণাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে দেওলিয়াপনায় আক্রান্ত হয় তখন তাদেরকে শিক্ষিত বলা হলেও বিচক্ষণতার বদৌলতে মরুচারী যাযাবর আরবদের মতো একটি নিরক্ষর জাতিকে যেভাবে সিকি শতাব্দীরও কম সময়ে একটি শুধু যে শিক্ষিত জাতিতে পরিণত করেছিলেন তা নয় বরং তাদেরকে সমাসীন করেছিলেন বিশ্ব শিক্ষকের মহা মর্যাদার আসনে।

আল্লামা ইকবাল এ ঐতিহাসিক সত্যটি খুব সুন্দরভাবেই তুলে ধরেছেন নিম্নোক্ত পংক্তিতে -

تمدن آفرین وخلاق آئین جہانداری ۔ وہ کیا تھے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ

অর্থাৎ 'বিশ্ব সভ্যতার ধারক, বিশ্ব শাসন তন্ত্রের স্রষ্টা, অথচ মূলতঃ তারা মরুচারী উষ্ট্র চালকের দল বৈ কিছুই ছিলনা'।

আমরা আগেই ইঙ্গিত করেছি যে, মহানবী (স.) নিজে অক্ষর জ্ঞান বিহীন ছিলেন এবং তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল একটি নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর প্রতি। মহানবী (স.) স্বপ্নতম সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধন করেছিলেন তার গুরুত্বকে ক্ষুণ্ন করার জন্য এক শ্রেণীর প্রাচ্যবীদ যাদের শীর্ষে রয়েছে প্রখ্যাত জার্মান গবেষক ও পন্ডিত গোল্ডযিহার (Goldziher) তিনি এ কথা প্রমাণ করার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন যে, আরবরা নবীজীর আগমনের প্রাক্কালে নিরক্ষর ছিলনা। বরং তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক লেখা-পড়ায় পারদর্শী ছিল। মক্কার বুকেই কয়েকটি পাঠশালা চালু থাকার কথা তিনি উল্লেখ করতঃ তাদেরকে নিরক্ষর ছিল বলে দাবি করা কিছুতেই সঙ্গত হবে না। তিনি তার দাবি প্রমাণ করতে গিয়ে আল-কুরআনের বিধৃত আরবের লোকদের বিশেষণ হিসেবে الأمّيين এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে أمى শব্দটি নিরক্ষরতার সমার্থক নয় বরং তা الجهل তথা ঐশিজ্ঞান শূন্য অর্থেই প্রযোজ্য। কিন্তু তিনি বিপাকে পড়ে যান নবীজীর বিশেষণরূপে উল্লেখিত আল-কুরআনের النبى الامى এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। শেষতক তিনি এ বলে এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ লাভের অপপ্রয়াস চালিয়েছিলেন যে, এখানে নবীর বিশেষণরূপে الامى শব্দের ব্যবহারের তাৎপর্য হচ্ছে النبى المبعوث الى الاميين তথা ঐশীজ্ঞান বিবর্জিত জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রেরিত নবী। আরও উল্লেখ্য যে এসব প্রাচ্যবিদরা বুহীরা নামক প্রাদ্রীকে যার সাথে কৈশোরে ক্ষণিকের জন্য নবীজীর সাক্ষাৎ ঘটেছিল, মহানবীর গুরু ছিলেন বলে আবিস্কার করারও অপপ্রাস চালিয়েছিলেন। আসলে মহানবী (স.) এর আগমনের প্রাক্কালে আরবের যে কিছু কিছু লোক লেখা-পড়া জানতো সে কথা স্বীকার করলেও তাদেরকে আল-কুরআনে যে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীরূপে আখ্যায়িত করেছে তার বাস্তবতা আদৌ ক্ষুণ্ন হয় না। কারণ যারা লেখা-পড়া জানতো তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য ছিল যে তা নিরক্ষরদের তুলনায় কোনো অনুপাতে পড়ে না। উদাহরণ স্বরূপ যদি ধরা যায় মক্কা নগীরর লোক সংখ্যা সে সময়ে দশ হাজার ছিল; আর তাদের পঞ্চাশ থেকে ১০০ জনও যদি লেখা-পড়া জানা লোক ছিল তাহলে তাদের অনুপাত ১% এর (শতকরা একজনের) কম ছিল। এমতাবস্থায় ঐ জনগোষ্ঠীকে কেউ অক্ষর জ্ঞান বিশিষ্ট জাতি বলে আখ্যায়িত করবে না। কাজেই Goldziher দের দাবির অসারতাই সুস্পষ্ট।

আসুন আমরা এবার মূল আলোচনার দিকে অগ্রসর হই। "অর্থাৎ মহানবী (স.) এর যুগে শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও রূপরেখা কি ছিল"।

আমার দৃষ্টিতে মহানবী (স.) এর প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। পঠন-পাঠন ও লিখন শিক্ষাদানের বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ। তথা স্বাক্ষরতার প্রতি যথাযথ গুরুত্বদান।

২। আল্লাহর প্রতি ঈমানকে লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিতকরণ।

৩। শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সীমিত না রেখে বাস্তব জীবনে তার চর্চা করানোর বিশেষ কর্মপন্থা গ্রহণ তথা

علم ও عمل এর সমন্বয় সাধন।

৪। অর্জিত জ্ঞানকে নিজের জীবনে শুধু বাস্তবায়ন নয় বরং সমাজের সর্বস্তরের লোকদের কাছে তা ছড়িয়ে দেয়াকে একটি দ্বীনি দায়িত্ব তথা জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করা।

এবার আমি উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রত্যেকটির ওপর একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

১। পঠন-পাঠন ও লিখন শিক্ষাদানের বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ ঃ

হেরার গুহায় প্রথম ওহী লাভের সময় থেকেই মহানবী (স.) এমন কিছু লোকের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন যারা লিখতে পড়তে তথা লিখন চর্চা করতে জানে। কারণ প্রথমতঃ আল-কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ ওহীকেই আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলকে আহবান জানিয়েছেন পঠন-পাঠনের চর্চা করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে এবং এ কাজে কলমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করতঃ তা আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।

কার্যতঃ আল-কুরআনের প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছুদিন বিরতি দিয়ে যখন নিয়মিতরূপে আল-কুরআনের পরবর্তী আয়াতসমূহ নাযিল হওয়া শুরু হলো তখন থেকে তিনি কিছু লেখকের প্রয়োজনীয়তা খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করছিলেন। তাঁর মক্কায় অবস্থানকালে নবীজী নওমুসলিমদের লেখা-পড়া শেখানোর ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেয়ার সুযোগ না পেলেও তাদের মধ্য হতে যারা লেখা-পড়া জানতেন তাদেরকে ওহী লিখনের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। এদের মধ্যে হযরত ওসমান ও আলী (রাঃ) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু হিজরতের পর তিনি মদিনাবাসীদের জন্য লিখন-পঠনের ব্যবস্থা করার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হিজরী ২য় সনে সংঘটিত বদর যুদ্ধে কাফেররা পরাজিত হয়ে ৭০ জন মক্কাবাসী কাফের মুসলিমদের হাতে বন্দী হলে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কুরাইশ বংশীয় লেখা-পড়া জানা লোকও ছিলেন। নবীজী ঘোষণা করলেন যারা মদিনার দশ জন শিশু কিশোরকে লেখা-পড়া শিখাবে তাকে বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হবে। এ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই মদীনার শতাধিক শিশু স্বাক্ষরতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। মসজিদে নববীর পাশাপাশি মদিনায় নবীজীর যুগে বিদ্যমান নয়টি মসজিদ শিশু-কিশোরদের পঠন-পাঠন প্রশিক্ষণ দান ও সাধারণ মুসলিমদের জন্য জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

২। আল্লাহর প্রতি ঈমানকে লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিতকরণ ঃ

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার এটাই প্রধানতম বৈশিষ্ট্য যে এ ব্যবস্থায় জ্ঞানকে ঈমান থেকে আলাদা করে দেখার কোনোই সুযোগ নেই। রাসূল (স.) এর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর প্রথম আয়াতেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে " পড় সেই প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। কাজেই সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতঃ কোনো জ্ঞানই ইসলামী জ্ঞান নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বজ্ঞান অর্জন এবাদত বলে গণ্য; যা মানুষকে স্রষ্টার পরিচয়ে সহায়তা করে এবং স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত করতে সাহায্য করে। মহানবী (স.) এর শিক্ষাব্যবস্থার মূলেই ছিল মানুষকে সৃষ্টির গোলামী থেকে মুক্তি দিয়ে স্রষ্টার দাসত্বের পথে পরিচালিত করা। মহানবী (স.) এর সকল প্রচেষ্টা ও শ্রম, সকল প্রকার অত্যাচার নিপীড়ন ধৈর্য সহকারে সহ্য করা, প্রিয় মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করতঃ নির্দিধায় হিযরত করা ও সকলপ্রকার প্রলোভনকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। সবকিছুর মূলে ছিল আল্লাহর প্রতি ঈমানকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দেয়া।

একদা আবু তালিবের নিকট আবু জাহল, আবু লাহাব প্রমুখ কোরাইশ বংশীয় নেতৃবৃন্দ মহানবী (স.) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি নবীজীকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, কি ব্যাপার ভাইপো! তোমার বিরুদ্ধে এদের এত অভিযোগ কেন? তখন নবীজী উত্তরে বললেন, "আমি তাদেরকে এমন এক কথার প্রতি আহবান জানাচ্ছি যা মানলে সমগ্র আরব তাদের পদানত হতে এবং সমগ্র অনারব তাদেরকে কর দানে বাধ্য হবে"। তিনি জিজ্ঞেস করলেন "কি তা?" রাসূল (স.) বললেন- كلمة لا اله إلا الله তখন সকলে ব্যর্থ মনোরথে উঠে দাড়ালো। কারণ তাদের জানা ছিল যে, ঐ কালিমার অর্থ হচ্ছে সমাজে প্রতিষ্ঠিত তাদের অন্যায় নেতৃত্বের অবসান।

মহানবী (স.) প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে আল-কিতাব তথা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যা মানুষকে ভ্রষ্টতার তিমির হতে মুক্তি দান করতঃ নিয়ে আসতে পারে হিদায়াতের আলোর দিকে। يخرجهم من الظلمات الى النور

যেহেতু আল-কিতাব সরাসরি আল্লাহর বাণী তাই আল্লাহর প্রতি ঈমান ব্যতিরেকে এ কিতাব থেকে জ্ঞান লাভ ও তা হতে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। মহানবী (স.) এর পুরো শিক্ষাব্যবস্থায়ই ছিল ঈমানলব্ধ জ্ঞান ও জ্ঞানলব্ধ ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে যারা মহানবী (স.) এর হাতে এ শিক্ষা পেয়েছিলেন তাদের হাতে সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব। এ বিপ্লবের পুরো প্রাসাদই প্রতিষ্ঠিত ছিল ঈমান ও জ্ঞানের ভিত্তিমূলের ওপর।

৩। এবার মহানবী (স.) এর আমলের শিক্ষাব্যবস্থার তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর সামান্য আলোকপাত করা যাক। তা হচ্ছে - "শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সীমিত না রেখে বাস্তব জীবনে তার চর্চা করানোর বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ, তথা علم وعمل এর মধ্যে বিশেষ সমন্বয় সাধন"।

বলাবাহুল্য এ বৈশিষ্ট্যটি ছিল নবীজীর শিক্ষাব্যবস্থার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য যা ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাকে অন্যান্য সকল প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ভিন্নতা দান করে থাক। এ পদ্ধতির নাম হচ্ছে আল-কুরআনের ভাষায় পরিশুদ্ধকরণ। যদিও নবীজীর আমলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের কেন্দ্র হিসেবে মসজিদে নববী একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করেছিল, যেখানে নবীজী সাহাবায়ে কেরামকে নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ে তালিম তথা তাত্ত্বিক শিক্ষা ও তরবিয়ত তথা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দান করতেন। আর নবীজীর কাছে এ শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্তে তথায় সর্বদা সার্বক্ষণিক (Full Time) ও খন্ডকালীন (Part Time) শিক্ষার্থীদের ভিড় থাকতো। সীরাত গ্রন্থসমূহ পাঠে জানা যায় যে, মসজিদে নববীতে সার্বক্ষণিক ছাত্রদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন। এর নিজেদের পরিবার-পরিজন ও সকলপ্রকার বৈষয়িক কাজকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে সার্বক্ষণিকভাবে মসজিদে নববীতে উপস্থিত থেকে জ্ঞান লাভ করতেন ও সবসময়ে নবীজীর সান্নিধ্যে থেকে লব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ লক্ষ্য করতেন এবং নিজেরাও তার প্রায়োগিক চর্চা করতেন। এরা আছহাবে ছুফ্ফা নামে অভিহিত ছিলেন এবং হযরত আবু হুরায়রা ছিলেন এদের মনিটর عريف اهل الصفة। ছাহাবাদের মধ্যে যারা বিভিন্ন কাজে তথা সাংসারিক, প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক কাজে লিপ্ত ছিলেন তারা অবসর পেলেই নবীজীর খেদমতে হাজির হতেন ও জ্ঞান চর্চার মজলিশে বসে যেতেন। মহানবী (স.) এর নিকট থেকে সরাসরি জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে ছাহাবাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দু'জন বা তিনজন মিলে একটি রুটিন করে নিতেন নিজেদের মধ্যে, যাতে করে তারা পর্যায়ক্রমে পালা করে নবীজীর মজলিশে হাজির হওয়ার সুযোগ পান। প্রত্যেকে এ সুযোগ যা জানতে পারতেন তা অন্য ভাইয়ের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন। তাছাড়াও সাধারণ ছাহাবাদের রীতি ছিল যে, তারা পরস্পরে সাক্ষাত হলে সর্বপ্রথম যা বলতেন তা হলো; আপনাদের কেউ নবীজীর নিকট থেকে কিছু জ্ঞানের কথা শুনে থাকলে আমাকে জানান'। এভাবে গোটা মদিনাবাসী এমনকি পুরো মুসলিম সমাজ নবীজীর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত কিংবা অনিয়মিত ছাত্র ছিলেন।

৪। নবীজীর আমলের শিক্ষাব্যবস্থার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য তথা 'অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ'।

বলাবাহুল্য ইহাই নবীজীর শিক্ষাব্যবস্থার অনন্য বৈশিষ্ট্য। মহানবী (স.) যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশ পেয়ে থাকতেন তখনই তিনি নিজে তদনুযায়ী আমল করতেন এবং ছাহাবাদেরকেও তা বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য আহবান জানাতেন। ছাহাবারা যথার্থই বিশ্বাস করতেন যে মহানবী (স.) তাদেরকে যে বিষয়টি শিক্ষা দিতেন তা বাস্তবে প্রয়োগ না করা পর্যন্ত কেউ নবীজীর প্রতি ঈমানের দাবিতে উত্তীর্ণ হতে পারে না। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে যে,

وماكان لمؤمن ولامؤمنة اذاقضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة فى أمرهم

অর্থাৎ 'কোনো বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ঘোষণা আসার পর ঈমানের দাবিদার কোনো পুরুষ কিংবা মহিলার নিজস্ব পছন্দ অপছন্দের কোনো অবকাশ নেই"। কার্যতঃ রাসূলের ছাহাবাগণ যখনই কোনো ব্যাপারে ঘোষণার কথা জানতে পারতেন তখনই তার প্রতি মাথা নত করে দিতেন। এ ব্যাপারে একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখই যথার্থ মনে করছি।

আরবরা প্রাচীনকাল থেকেই মদ্য পানে অভ্যস্থ ছিলেন। আরবী সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মদ্যকে কেন্দ্র করে রচিত। হিযরতের পূর্বে মদ্যপানকে অবৈধ ঘোষনা করতঃ কোনো নির্দেশই নাযিল হয়নি। কিন্তু হিযরতের পর যখন মদ্যপান হারাম হওয়ার বিধান সম্বলিত আয়াতটি নাযিল হলো তখন মদিনার ঘরে ঘরে পাত্র

পূর্ণ মদ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ছাহাবাগণ যখনই ঘোষণাকারীর ঘোষণা শুনতে পেলেন যে, 'জেনে রাখুন মদ্যপান হারাম করা হলো' তখন থেকে তারা মদ্যপান থেকে শুধু যে বিরত থেকেছিলেন তা নয় বরং প্রত্যেকে যার যার মদের পাত্র বাহিরের নালায় ডেলে দিয়ে খালি করে নিলেন। ইহা ছিল মহানবী (স.) এর অনন্য আদর্শেরই ফলশ্রুতি। মহানবী (স.) লোকদেরকে যা শিক্ষা দিতেন বাস্তবে ছিলেন তার মূর্ত প্রতীক। তাই তাঁর শিক্ষার ছিল এত স্থায়ী প্রভাব।

বর্তমানকালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে অনেক নীতিকথা শিক্ষা দেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে না শিক্ষকবৃন্দ তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করেন; আর না শিক্ষার্থীদের তদানুযায়ী আমল করার কোনো প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। মহানবী এ বাস্তব শিক্ষানীতি অনুসরণের ফলেই তিনি অত্যন্ত স্বল্প সময়েই একটি দেশের পুরো জনশক্তিকেই শুধু জ্ঞানের আলোতে আলোকিত করে ছাড়েননি বরং তা এত যুগান্তকারী প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছিল যে, মহানবী (স.) এর পর মাত্র অর্ধ শতাব্দীকালের মধ্যেই মুসলমানদেরকে অর্ধ পৃথিবীর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে দেয় এবং সুদীর্ঘ এক হাজার বছর ধরে ইসলামী সভ্যতা বিশ্বের বুকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতারূপে চিহ্নিত থাকে।

আজকের দিনের নব্য জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে আমাদেরকে নবীজীর প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণ বাস্তবায়ন ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। অন্যথায় আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থায়ই করি না কেন তাতে আমরা হয়তো বা কিছু পন্ডিত ও চিন্তাবিদ সৃষ্টি করতে পারবো বটে, কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থা যে তিমিরে নিমজ্জিত রয়েছে সেই তিমিরেই থেকে যাবে।

.....

প্রবন্ধকার ঃ প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

সভ্যতার অভিভাবক

অধ্যাপক মফিজুর রহমান

ভূমিকা ঃ

শিক্ষকদের নিয়ে কথা বলা এক সুকঠিন বিষয়। কারা শিক্ষক? যারা শিক্ষাদানে ব্রত গ্রহণ করেছেন। শিক্ষকতার মহান পেশায় যাঁরা নিয়োজিত। পৃথিবীর সভ্যতা, কৃষ্টি, তামাদ্দুন সৃষ্টিতে যাঁদের অবদান অনেক বেশি। এ শিক্ষক সম্প্রদায় এ সভ্যতার অন্যতম অভিভাবক। এরা একটি জাতির জীবনতুল্য, এঁদেরকে অবহেলা করলে কোন জাতি বেঁচে থাকতে পারবে না। এরা একটি জাতির জীবনতুল্য জাতীয় প্রজন্ম তৈরিতে, জাতীয় দুর্যোগে পথনির্দেশ প্রদানে এবং বিপন্ন জাতির জীবন সঞ্জীবনী দিতে শিক্ষক শ্রেণীর অবদান অনেক বেশি।

শিক্ষকের অনুপম বৈশিষ্ট্য ঃ

যে বৈশিষ্ট্যসমূহ সকল শিক্ষকের মধ্যে প্রাথমিকভাবে থাকা উচিত এবং ধীরে ধীরে উহার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষককে সারা জীবন নিরন্তর সাধনা করতে হবে তা হলো-

বিষয়ের ক্ষেত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ঃ

যে শিক্ষক যে বিষয়ে পাঠদান করবেন সে বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনা ও জ্ঞানের গভীরতা থাকতে হবে। জ্ঞানের স্বল্পতা ও অস্পষ্টতা নিয়ে সবকিছু হওয়া গেলেও শিক্ষক হওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে এখানে কোন গোঁজামিলের সুযোগ নেই। সারা জীবন তাকে জ্ঞান অন্বেষণে ব্যস্ত থাকতে হবে। পরিবর্তনশীল বিশ্বের কোথাও দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগ নেই। "আর জ্ঞান হচ্ছে সে সাগরের নাম যে সাগরের কোন তলদেশ নেই"। আল্লামা সুয়ূতী আরও বলেন- "জ্ঞান হচ্ছে সে পাহাড় যার চূড়া কেউ দেখেনি"। কোন বিষয়ের চূড়ান্ত জ্ঞান কোন মানুষের নিকট নেই, আর থাকা সম্ভব নয়। কুরআনে কথাটি এভাবে রয়েছে- "প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর জ্ঞানী রয়েছে"। শিক্ষককে জ্ঞানে সীমাহীন ও বিস্তৃত বিষয়ের মধ্যে অন্ততঃ নিজ পাঠদানের নির্ধারিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অন্বেষণে নিরন্তর ব্যস্ত থাকতে হবে।

শিক্ষকতা শিক্ষকের পেশা নয় ঃ

ইহাকে জীবনোদ্দেশ্য বানাতে হবে Lighted Candle যেমন- আলো বিতরণ করতে করতে নিঃশেষ হয়ে যায়। শিক্ষকের জীবন উহার সাথে তুলনীয়। অর্থ-বিত্ত, আরাম-আয়েশ, বৈভব-প্রাচুর্য যাদের জীবনের মূল লক্ষ্য তাদের জন্যে কামার হওয়া, ভালো আড়ৎদার হওয়া লক্ষ্যে পৌঁছার উপায় হতে পারে। কিন্তু শিক্ষতার পেশার সাথে রয়েছে এর আজন্ম শত্রুতা। আমি একথা বলবো না শিক্ষকদের নিজেদের ও তাঁদের পরিবার-পরিজনদের বেঁচে থাকার জন্যে অর্থ-বিত্তের কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে তবে তা হবে প্রয়োজনের মধ্যে সীমিত। আর মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন তা সবসময়ে পরিমিত ও সামান্য। আমরা অপ্রয়োজনকে প্রয়োজন বানিয়েছি। Comforts and Luxaries কে Necessary for life বানিয়েছি। যা পৃথিবীর কোন জ্ঞানীরা কোনো কালে জীবনের অপরিহার্য বিষয় বানাননি। কোন নবী-রাসূলেরা Bare Necessaries এর বাইরে দৃষ্টি দেননি। তাঁদের দৃষ্টি মানুষের চিত্তের অন্ধকার দূরীকরণে নিয়োজিত ছিল। শিক্ষকদের নিকট শহরের সবচেয়ে উঁচু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দালানে কে থাকেন, রকমারী খাদ্যের পসরা বিছিয়ে কে রসনা তৃপ্তি করেন, বেহায়পনার পাশবিক উল্লাসে Night Club এ কারা নিশি যাপন করে তাদের জীবন আদর্শ নয়, আলোচনায়ও আসতে পারে না। তাদের নিকট থাকে The wise man of all time socrates এর জীবন, যিনি সমগ্র জীবন শিক্ষকই ছিলেন। বাজারের রকমারী পণ্যের দৃষ্টিনন্দন সামগ্রী দেখে তিনি বলতেন "How many things I can do without?" "কত জিনিস ছাড়াই স্বচ্ছন্দে আমার জীবন চলছে?"

সততা ও নৈতিকতা ঃ

শিক্ষকতার পেশার সাথে উহা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত; যদিও সকল পেশার সাথে উহার সম্পৃক্ততা রয়েছে। তবে অসৎ ও নীতি-নৈতিকতাহীন ব্যক্তি যত বড় পণ্ডিত হোক শিক্ষতার মূল চরিত্রই তার নিকট অনুপস্থিত। সর্পের মাথায় মণি থাকলে কি হবে; উহা যে বিপদজনক! সততা ও নৈতিকতা বিবর্জিত, যৌনাচার ও ভোগবাদের জীবাণু বহনকারীদের হাতে কোনোক্রমেই জাতির আগামী দিনের প্রজন্মকে তুলে দেয়া যায় না। এ বিষয়ে আপোষের কোনো সুযোগ নেই। দূর্ভাগ্য যে আমাদের জাতির শিক্ষকদের একটি বড় অংশ সততা ও নৈতিকতার মানে উত্তীর্ণ নয়। এরা জাতির জন্যে ভয়াবহ বিপদের সাইরেন। এরা চরিত্রহীনতার, অনৈকিতার ও নাস্তিক্যতার জীবাণু আমাদের নিষ্পাপ প্রজন্মের বিশুদ্ধ রক্তে সংক্রমিত করছে। এদের নিকট ছাত্র হয়ে জ্ঞানার্জন করার চেয়ে অজ্ঞতার তিমিরে থাকা ভালো। অনৈতিক শিক্ষক যেন AIDS এর ভয়ানক চিকিৎসার অযোগ্য রোগে আক্রান্ত। এ দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্তদের নিকট জাতির আগামীর সম্ভাবনাকে ধ্বংস হতে দেয়া যায় না।

আপাদমস্তক শিক্ষক ঃ

একজন শিক্ষক কোনো সময় শিক্ষকতা হতে অবসর নিতে পারে না। শেখার ইচ্ছা ও শেখাবার ইচ্ছা শিক্ষকের অস্তিত্বের সাথে মিশে থাকবে। তার মুখের প্রতিটি শব্দ, চোখের প্রতিটি চাহনি, এমনকি শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন তথা প্রতিটি আচরণে তাকে হতে হবে শিক্ষক এবং শিক্ষক। সে যেন একটি জীবন্ত ও চলমান গ্রন্থ। মহানবী (স.) বলেন- "তোমরা আমাকে যখন যে অবস্থায় দেখ তাই নিঃসংকোচে বর্ণনা কর, আমি সর্বাবস্থায় তোমাদের জন্য রাসূল, তোমাদের জন্যে আদর্শ"।

শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষক ঃ

আমি বলতে চাই একজন শিক্ষক জীবনের সকল অবস্থায় শিক্ষক ছাড়া আর কিছু নয়। এবার শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই। জলচরেরা পানিতে যেমন স্বাভাবিক থাকে তেমনি শিক্ষক এর পাঠদানের সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা শ্রেণীকক্ষ। একজন শিক্ষক তার যোগ্যতা বিকাশের ও প্রকাশের উপযুক্ত স্থান শ্রেণীকক্ষ। এখানে শিক্ষক যেন সম্রাট; শ্রেণীটি তার সাম্রাজ্য। আর ছাত্র-ছাত্রীরা তার সাম্রাজ্যের নিষ্পাপ সদস্য। রাষ্ট্রনায়ক তার নিজদেশে আইন শৃঙ্খলা, জনগণের কল্যাণ সাধন করে কতটুকু যোগ্য শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো ইহা যেমন বিবেচ্য; অনুরূপ একজন শিক্ষকের যোগ্যতা বিচার এর মানদণ্ড হলো শ্রেণীকক্ষ।

শ্রেণীকক্ষটি ঃ

উহা হবে পরিচ্ছন্ন। আলো বাতাসে থাকবে পরিপূর্ণ। টেবিল চেয়ার গুছানো ও সারিবদ্ধ, মধ্যখানে চলাচলের খোলা জায়গা, প্রতিটি ছাত্রকে শিক্ষক যেন নাগালের মধ্যে পান। দেওয়ালে শিক্ষার উপকরণ ও চার্ট থাকতে পারে। গোটা শ্রেণীকক্ষটি যেন আলোয় জ্বলমল, তকতকে ও ঝকঝকে। শিক্ষায় সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টিতে ইহার সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা যেন এক দৃষ্টান্ত। একটি মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ অপরিহার্য।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের আগমন ঃ

শিক্ষক যথাসময়ে পরিপাটি, আকর্ষণীয় ও মার্জিত পোশাকে শ্রেণীতে প্রবেশ করবেন। সাথে সাথে প্রয়োজনীয় উপকরণ। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী তাদের শিক্ষককে যেন বেশি ভালবাসেন, সবচেয়ে জ্ঞানী মনে করেন। শিক্ষক সালাম দিয়ে সহাস্য বদনে শ্রেণীতে প্রবেশ করবেন। সকলকে সমান ভালবাসবেন। প্রত্যেকটি ছাত্রের নাম মুখস্থ থাকলে ভালো। কোন অবস্থায় ছাত্রদের নাম বিকৃত করে ডাকা যাবে না, উত্তম নামে ডাকতে হবে। শিক্ষক কখনও একটি মোটা বেত বা শাস্তিদানের যন্ত্রপাতি নিয়ে শ্রেণীতে প্রবেশ করবে না। এক মিনিট দেরিতে আসবেন না। অপ্রস্তুত ও অসুন্দরভাবে শ্রেণীতে আসবেন না।

শ্রেণীতে শিক্ষকের করণীয় ঃ

শিক্ষকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি শ্রেণীকক্ষে সম্পাদন করতে হয়। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষককে যে তিনটি কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করতে হয় তা হলো নিম্নরূপ -

(ক) Planning / পরিকল্পনা ঃ

পাঠ পরিকল্পনা উন্নত পাঠদানের জন্য অপরিহার্য। শিক্ষক এক সেমিস্টারের জন্য যা পড়াবেন তাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে সপ্তাহে ও দিনে কি কি পড়াবেন তার একটি কাগুজে পরিকল্পনা তৈরি করে নেবেন। এ পাঠ পরিকল্পনা ছাড়া যে শিক্ষক বছরের পর বছর পাঠদান করছেন তিনি শিক্ষকতার পেশার সাথে প্রতারণাই করছেন। দুর্ভাগ্য যে, অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তিও এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেখবর রয়েছেণ। অথচ কোনো কাগুজে পরিকল্পনা ছাড়া শিক্ষকের শ্রেণীতে পাঠদান শিক্ষার আইনে অপরাধ। এটি কোনো কঠিন ও জটিল বিষয় নয়। একটি পরিকল্পনা তৈরির জন্যে থাকবে কি পড়াবো? কিভাবে পড়াবো? কেন পড়াবো? এবং কত দিনে উহা সম্পাদন করবো।

(খ) Performance / কার্যসম্পাদন ঃ

শ্রেণী পাঠদানের মূল কাজটি এর সাথে সম্পর্কিত। পাঠ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য Executive সববিষয় এর অন্তর্ভূক্ত। শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করেই গড়গড় করে যারা পাঠদান শুরু করে তাদের Performance যথার্থ ও মানের নয়। প্রথমে ছাত্রদেরকে সাজিয়ে নেবেন। বড়দেরকে পিছনের দিকে আবার দুর্বলদেরকে সামনে নিয়ে এনে শ্রেণীকে বিন্যাস করে নেবেন। শিক্ষার উপকরণ, চক-ডাস্টার ইত্যাদিসহ আকর্ষণীয়ভাবে পাঠ ঘোষণা করা, গোটা শ্রেণীকে পাঠ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা ও মনোযোগ আকর্ষণের যোগ্যতা থাকা অপরিহার্য। শিক্ষক শ্রেণীতে যেন একজন যোগ্য অভিনেতা, ৪৫ মিঃ সময়ে তার বসার ও সময় অপচয় করার কোনো সুযোগ নেই; তিনি একাই পরিবেশটাকে জীবন্ত করে তুলবেন। সামনে পিছনে Move করবেন। প্রতিটি ছাত্রকে তাকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে Touch করতে হবে। সকলের খাতায় আজকের পাঠের চিহ্ন থাকতে হবে। পাঠদানের সময় শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ও প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। পাঠদানকে গ্রহণীয় ও Effective করার জন্যে শিক্ষক মহোদয় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করবেন। মানচিত্র ছাড়া ভূগোলের ক্লাস, কম্পাস, স্কেল, চক-ডাস্টার ছাড়া জ্যামিতি পাঠদান একটি প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। শিক্ষকের ভাষা হবে বিশুদ্ধ, আঞ্চলিকতার দোষে দুষ্ট নয়, কোনো অসুন্দর অশালীন শব্দ ও বাক্য শিক্ষক ভুলেও উচ্চারণ করবেন না। আজকের প্রযুক্তির দুনিয়ায় শিক্ষা শিক্ষাদানেও প্রযুক্তির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক মহোদয় প্রযুক্তির সম্ভাব্য ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদানকে সজীব করে তুলতে পারেন।

(গ) Perception / প্রত্যক্ষণ ঃ

It is the process by which we become aware of changes of mental development of our students through the senses of sight, hearing and reasoning.

প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক মহোদয় জানার চেষ্টা করবেন; বুঝার উপায় উদ্ভাবন করবেন যে তার পাঠদান ছাত্রদের মধ্যে কি কি পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। কত সংখ্যক ছাত্র তার পাঠদান থেকে পাঠ গ্রহণে সক্ষম হয়েছে। এ Evaluation ছাড়া একটি ভালো পাঠদানও সুফল বয়ে আনতে পারে না। নিতে পারে না শিক্ষার্থীদেরকে একটি কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে। মূল্যায়ন ছাড়া পাঠদান "ফলহীন বৃক্ষ আর বৃষ্টিহীন মেঘের মতো"। মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি, শ্রেণীকক্ষে কিছু লিখতে দেয়া, বাড়ির কাজ ও পাঠের ওপর পরীক্ষা নেয়া ও পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। এগুলো হবে আন্তরিকতা সহকারেও নিবিড় যত্নের সাথে। লালকালি ব্যবহার করা যেতে পারে পরীক্ষণের জন্যে; একের খাতা অন্যকে দিয়ে পর্যবেক্ষণ করানো ইত্যাদি।

তবে কোনো অবস্থায় ছাত্রদেরকে পড়া না বুঝার জন্য শাস্তি দেয়া যাবে না। শিক্ষকের কাছ থেকে রাখালের আচরণ কোনো সময় কাম্য নয়। অবশ্য নৈতিক অবক্ষয়, চুরি, নিষিদ্ধ কিছু বহন ও গ্রহণ করার অপরাধে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের বাইরে পরিমিত ও প্রয়োজন মতো শারীরিক শাস্তি প্রদানে নিষেধ নেই। একটি বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে যে, কোনো অবস্থায় ভুলের ওপর টিক চিহ্ন দিয়ে স্বাক্ষর করা যাবে না। ভুলকে নির্ভুল বলার চেয়ে বড় অপরাধ শিক্ষকের জন্যে আর কিছু হতে পারে না। সাবধান থাকতে হবে শাস্তি প্রদানে অতিরিক্ত রাগের বশবর্তী হয়ে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। রক্তাক্ত করা, কানে ও চোখের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে আঘাত করা শিক্ষকের জন্য অপরাধ।

(ঘ) শ্রেণীকক্ষ থেকে শিক্ষকের প্রস্থান ঃ

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষকের পাঠদান শেষ কতে হবে। শ্রেণীতে আগমন ও নির্গমনে শিক্ষককে অবশ্যই Punctual হতে হবে। ঘণ্টা বাজার পর বিলম্বে ক্লাসে যাওয়া, আবার সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ক্লাসে অবস্থান করা একটি গুরুতর অপরাধ। যেভাবে শিক্ষকের শ্রেণীতে আগমন ছিল কিছুটা নাটকীয়, আবার বিদায়টাও হবে Touchy। আসার সময় থাকবে অভিবাদন। আর Black Board টির সম্পূর্ণ লেখা মুছে দিতে হবে যেন পরবর্তী শিক্ষক এসে কালোবোর্ডটি কালো অবস্থায় পান। শিক্ষকদেরকে শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করার সময় আগামী ক্লাসের পাঠ প্রস্তুতির আহ্বান ও Motivation থাকবে; আর যাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন তাদেরকে আদর করে ব্যথা ভুলিয়ে দিতে হবে।

শিক্ষকের স্বীয় যোগ্যতা ঃ

যোগ্যতার কোনো শেষ সীমা নেই। ইহা অর্জনে প্রয়োজনে অবিরত প্রচেষ্টা। এক এক ফোঁটা পানির পতন যদি অব্যাহতভাবে হয় তবে উহা একদিন পাথর ছিদ্র করবে নিশ্চয়ই। যদিও মনে হয় ইহা অবিশ্বাস্য কিন্তু এক্ষুদ্র জলকণার অবিরত পতন ও অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। কি করে একজন শিক্ষক শিক্ষাদানে অত্যন্ত পারদর্শী ও অসাধারণ হতে পারে? হ্যাঁ, উহার জন্যে প্রয়োজন ধৈর্য ও অধ্যবসায় ও প্রশিক্ষণ। তিনি যদি কঠিনভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন; এ পথে সফল হবেন। তবে সবকিছু সম্ভব হয়ে উঠবে ধীরে ধীরে। নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও প্রচেষ্টার সাথে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ ও সহযোগিতা একজন সাধারণ শিক্ষককে শিক্ষাদানে অসাধারণ ও পারদর্শী করে গড়ে তুলতে পারে। এ প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন শিক্ষকের জ্ঞানের দিগন্তকে করবে প্রসারিত, তার সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলবে, দায়িত্ব ও কর্তব্যের চেতনাকে শাণিত করবে, তাকে করে তুলবে উদ্যোগী ও প্রত্যয়ী।

পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি ঃ

পাঠ্য পুস্তকের নির্দিষ্ট সিলেবাস এর গণ্ডির বাইরেও জ্ঞান বিকাশের রয়েছে বিস্তৃত ও সীমাহীন নীলিমা। এক একটি ছাত্র যেন এক একটি সম্ভাবনার পৃথিবী। শিক্ষকের জন্য প্রয়োজন সম্ভাবনার এ বিচিকে মাটি, আলো, পানির পরশে জাগরিত, অঙ্কুরিত ও বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়া। ক্লাসে রীতিমতো পড়া শিখে আসতে পারে না এমন ছেলেটি আবার খেলার মাঠে সবাইকে মুগ্ধ করে; আবার বক্তৃতা খৈ ফুটাতে পারে না কিন্তু নীরবে শব্দের রকমারী পুষ্প দিয়ে নিপুণ হাতে রচনা করে কাব্যের মালা। খেলার মাঠে সবাই যখন ব্যস্ত তখন ঐ ছেলেটি ক্লাসের এক কোণে বসে বসে আপন মনে এঁকে চলছে আল্পনা। কেউ কি ভেবে ছিল এর মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে শিল্পাচার্য জয়নুল। শিক্ষককে বই-পুস্তক পড়ার সাথে এ জীবন্ত বিশ্বকোষগুলো অধ্যয়ন করতে হবে; তাকে আবিষ্কার করতে হবে, বের করতে হবে কার মধ্যে সম্ভাবনার কি স্বর্ণ, হিরা ও গ্যাসের খনি লুকিয়ে আছে। তাই পাঠ্যবইয়ের সাথে সাথে খেলাধূলা, শিল্প, অংকন, চারু-কারুসহ সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশের সমস্ত দরজা অবারিত করতে হবে। আমাদের সমাজের শত শত প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার শিক্ষক এগুলোকে বাড়তি ঝামেলা মনে করেন। তাদের এ অবহেলা ও অনাদর লাখ লাখ সম্ভাবনার সোনালী সন্তানদের বিকাশের পথ চিরতরে হয়তো রুদ্ধ করে দিয়েছে। এ অপচয় রোধে আমাদেরকে আজ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আত্মসমালোচনা ঃ

দায়িত্ব পালনে প্রত্যেকের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক। কিন্তু ভুলের ওপর সারাজীবন প্রতিষ্ঠিত থাকা যে স্বাভাবিক নয় ও সঠিক নয় এর সাথে কারো ভিন্নমত থাকার সুযোগ নেই। আবার শিক্ষকদের মধ্যে সবাই যে শিক্ষকতার পেশাকে জীবনের ব্রত হিসেবে নেয়নি এ কথাটিও অসত্য নয়। যা হোক আমরা যারা যেকোনভাবে শিক্ষকতার পেশায় সম্পৃক্ত হয়েছি, চিন্তা ও চেতনার অসঙ্গতি রেখে দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়া কোনো রকমের হলেও; এ দায়সারা গোচের শিক্ষক আমাদের সন্তানদের জন্যে কোনো সোনালী ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে পারবে না। শিক্ষকের চিন্তা ও মনের অসঙ্গতি বিধানে আত্মসমালোচনা, আত্মবিশ্লেষণে এর কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষকের মনের মধ্যে চিন্তা ও চেতনায় আত্মজিজ্ঞাসার দায় সৃষ্টি করতে হবে। অতি প্রত্যুষে দিনের কর্ম শুরুর শুরুতে ধ্যানমগ্ন সাধকের মতো নিজেকে প্রশ্ন করতে অভ্যস্ত হতে হবে। কারণ আগেই বলেছি শিক্ষকতা একটি চাকুরি নয়; ইহা একটি নৈতিক নেশা, একটি মহান পেশা, ইহা একটি ব্রত।

আত্মজিজ্ঞাসায় তিনি ভাববেন ও নিজেকে প্রশ্ন করবেন;

- আমি কি আমার মহান পেশার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছি?
- আমি কি শ্রেণীকক্ষে যাওয়ার পূর্বে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করেছি?
- আমি কি ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানের পিপাসা জাগ্রত করেছি?
- ছাত্ররা আমাকে কি আপনজন মনে করে খুলে বলে সবকিছু?
- আমি কি ছাত্রদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করি?
- আমার ছাত্রদের মধ্যে দুর্বলদের প্রতি কি আমি যত্নশীল?
- আমি কি প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলি?
- আমি সহকর্মীদের সাথে সুন্দর আচরণ করি?
- আমার পেশাগত মান উন্নয়নে আমি কি যত্নশীল?
- আমি কি স্রষ্টার বিধান লঙ্ঘন করেছি, আঘাত করেছি কি কোনো সৃষ্টিকে?

ইত্যকার প্রশ্নগুলোর মধ্যে রয়েছে একজন শিক্ষককে তার মহান পেশার জন্য মহান হওয়ার প্রেরণা। অনেক প্রশ্নের জবাব হয়তো সন্তোষজনক নয়; আবার শপথ নিন, আবার শুরু হোক পথচলা; এ প্রক্রিয়া চলবে ততদিন যতদিন আমাদের চলার শক্তি থাকবে। এ প্রক্রিয়ায় একদিন সে শিক্ষক 'A+' না হলেও 'A' মানে পৌঁছবেন সন্দেহ নেই।

উপসংহার ঃ

আমি নিবন্ধে একজন শিক্ষকের পেশাগত মর্যাদা ও তার পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। যদিও এ সকল বিষয়ে পণ্ডিতেরা বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বিষয়ের গভীরে যেতে হলে সেসকল কিতাবের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি বুলাতে হবে।

আমরা সবাই স্বীকার করবো জাতি গঠনে সকল পেশার লোক নিজ স্থানে থেকে অবদান রাখছেন এবং উহার গুরুত্ব অনেক। কিন্তু সকল শ্রেণীর মানুষ- ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, সাহিত্যিক, শিল্পপতি ইত্যাদি যারা সমাজে উন্নয়নের নিয়ামক শক্তি তাদের সকলের ব্যাপারে বলা যায় শিক্ষক সমাজ তাদেরকে যোগ্য করে গড়েছেন বলে তারা ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়েছেন। গোটা জাতির সকল শ্রেণীর মানুষ শিক্ষকদের নিকট ঋণী হয়ে আছেন। শিক্ষকদের এ ঋণ জাতি কোনো দিন শোধ করতে পারবে না। কোনো অর্থ সম্পদ এর বিকল্প হতে পারে না।

প্রবন্ধে শিক্ষকদের করণীয় কর্তব্য পালনে তারা আরও কিভাবে যোগ্য হতে পারেন; মানব সম্পদ উন্নয়নে এ মহান পেশায় নিয়োজিত শিক্ষক সমাজ আরও কত শাণিত ও বর্ণাঢ্য অবদান রাখতে পারেন। তাই আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশেষে বলতে চাই, জাতির কি দায়িত্ব রয়েছে এ মানব গড়ার কারিগরদের প্রতি। পৃথিবীর উন্নত জাতিরা শিক্ষকদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে বৃটেন ও ভারতের নাম উল্লেখ করা যায়। তারা শিক্ষকদেরকে জাতির সবচেয়ে মর্যাদাবান মানুষ মনে করেন ও বেশি বেতন দেন এবং সম্মানের চোখে দেখেন। বার বার আমাদের বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ ঘোষণা করা হলেও সে অর্থ শিক্ষকদের জন্যে থাকে সামান্য; বাকি সবটুকু অবকাঠামো ও বিদেশ ভ্রমণে শেষ হয়ে যায়। শিক্ষকদের অবহেলা করে, তাদেরকে অনাহারে রেখে যারা সামরিক ও অন্যান্য খাতে বেশি বরাদ্ধ দেন তারা সুশীল শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হতে পারেনি। সে জাতি যে সভ্যতার আলো থেকে আজও দূরে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সমগ্র শিক্ষা জাতীয়করণ করা, তাদের জন্যে আলাদা সর্বোচ্চ বেতন কাঠামো ঘোষণা করা। জাতির সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠির আদর্শ প্রতিফলন হয় এমন আদর্শিক, সার্বজনীন, বাস্তবমুখী ও প্রগতিশীল শিক্ষানীতির জন্যে আর কতকাল জাতিকে অপেক্ষা করতে হবে আর কত ত্যাগ দিতে হবে জানিনে। যে দেশের শিক্ষক সমাজ খেয়ে পরে বাঁচার ন্যূনতম দাবি নিয়ে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় তালাবদ্ধ করে রাজপথে মিছিল করতে হয়। আমাদের সন্তানদের ও জাতির আগামী প্রজন্মদের গড়ার দায়িত্ব যে মহান মানুষরা নিজের কাঁধে নিয়েছেন গোটা জাতিকে তাদের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কিছু বিভ্রান্ত ও শিক্ষক নামের অযোগ্যদের নগন্য দৃষ্টান্ত দিয়ে গোটা শিক্ষক সমাজকে দায়ী করলে বড় ধরনের অবিচার হবে। শিক্ষকদের সম্মান করা ও মর্যাদা দেয়া এমনি গুরুত্বপূর্ণ যেমন আমাদের পিতামাতাকে সম্মান করা গুরুত্বপূর্ণ। অবহেলিত শিক্ষক সমাজ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হোক আর তারা মহিয়ান পেশায় নিজেরা ভাস্কর হয়ে জ্বলে উঠুক ইহা আমাদের প্রত্যাশা।

.....

প্রবন্ধকার ঃ সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, এস.আই.ডিগ্রি কলেজ ও সেক্রেটারী, দারুল ইরফান ট্রাস্ট
খতিব, বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, সাগরিকা, চট্টগ্রাম।

আগামী দিনের সংকট মাদ্রাসা শিক্ষিতদের করণীয়

আ.জ.ম. ওবায়দুল্লাহ

বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই আগামী দিনে কতিপয় সুস্পষ্ট সংকট দেখা দিতে যাচ্ছে। এ সংকটগুলো প্রায় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষতায় সৃষ্টি হচ্ছে কিংবা রাষ্ট্র সে ক্ষেত্রে নির্বিকার ভূমিকা পালন করছে। এসব সংকট আমাদের দিকে টর্নেডোর গতিতে, সাইক্লোনের ভয়াবহতা নিয়ে ধেয়ে আসছে। যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি- "Prevention is Better Than Cure" রোগমুক্তির চেয়ে প্রতিরোধই শ্রেয়। সেহেতু সে সংকট ঘনীভূত হওয়ার আগেই সর্বাত্মক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া উত্তম।

সংকটসমূহ ঃ

মুসলমানদের হাতে পরাজিত ইহুদী, খ্রীস্টান ও মুশরিকগণ সম্মিলিতভাবে ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সশস্ত্র লড়াই যেহেতু একটি জাতিকে সমূলে নির্মূল করতে পারেনা; সেহেতু তারা তুলে নিয়েছে সাংস্কৃতিক মারনাস্ত্র।

সেসব সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে এরা অঘোষিত 'ক্রুসেড' এ লিপ্ত হয়েছে সেগুলোকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

(১) আক্বিদাগত সংকট (২) পরিচয় সংকট (৩) শিক্ষার সংকট (৪) কর্মীর সংকট

আক্বিদাগত সংকট (Crisis of Beliefs) ঃ

বর্তমানে এক শ্রেণীর মুসলমান তৈরি হচ্ছে যারা নামে মুসলমান, না হিন্দু, না খ্রীস্টান তাও বুঝা দায়। তারপরও তারা মুসলিম বলে দাবি করেন। কিন্তু মুসলমানের যে আক্বিদা বিশ্বাস থাকা দরকার তা তাদের নেই। তারা ঈমানের সাতটি বিষয় সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন না । কালেমাসমূহ তাদের জানা নেই। তাওহীদ ও শিরক এর পার্থক্য তারা বুঝে না। তাকদির ও তাকলিদ সম্পর্কে তাদের ধারণা আরও অস্পষ্ট। শাফায়াত সংক্রান্ত ধারণা এত অস্বচ্ছ যে তারা অনবরত আকণ্ঠ অন্যায়ে নিমজ্জিত থেকেও রাসূলের (স.) শাফায়াতের ব্যাপারে অতিমাত্রায় আশাবাদী এবং যাকে তাকেই তাদের শাফায়াতের অছিলা হিসেবে চিন্তা করেন।

উপমহাদেশে এ সংকটের সূচনা করেন অবিবেচক শাসকগোষ্ঠী। অনেক মুসলিম শাসক হিন্দু না শিখ রমণীদের নামকাওয়াস্তে মুসলমান বানিয়ে হেরমের রাণী করে নিয়েছেন সেসব নারীগণ শাসকদের সন্তানের জননী হিসেবে সাথে বয়ে আনা মুশরেকী আক্বিদার সাথে তাদেরকে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। ফলে পরবর্তীতে এ অদ্ভুত মিথ্যা আক্বিদার জন্ম হয়েছে। হেরেম এর এ আক্বিদাই কালক্রমে জনগণের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। এসব আক্বিদার বিরোধিতা করতে গিয়ে নিগৃহীত হতে হয়েছে মোজাদ্দেদ আলফেসানীর মতো তৌহিদের ধারক ও বাহকদের।

আজ শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, তাবিজ-তুমার, নানা সংস্কার এর যে ছড়াছড়ি এগুলো সে আক্বিদাবিচ্যুতির ধারাবাহিকতা মাত্র।

ইংরেজ আমলের মতো বাধার মুখেও ফরায়েজী আন্দোলন শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরলভীর আন্দোলন ও বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহ এ আক্বিদা-বিশ্বাসের হেফাজতের জন্য যে দীনী শিক্ষার প্রচলন করেন কালক্রমে তা হয়ে পড়ে দূর্বল, সেখানেও দেখা দেয় কতিপয় বিচ্যুতি।

শিরক আজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে কোনো কোনো পীরের ওরশ শরীফে সকল ধর্মের নর-নারী অবাধ মেলামেশা করে একই সাথে নর্তন-কুর্দনের মাধ্যমে পীরের ও পীরের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির (?) জন্য যেসব গান-বাদ্য করে তা সুস্থ বিবেকে ভাবতেও কষ্ট হয়। এসময় নামায এর বালাইও থাকেনা তাদের। আক্বিদাগত এ সংকট ক্রমশঃ মুসলমানদের চেতনাকে দুর্বল করে তুলছে।

ইমামগণ দেখেও এসব না দেখার ভান করছেন। চাকরি ঠিক রাখছেন কিংবা এর পক্ষে কথা বলেছেন- ঈমানের দূর্বলতম দাবি হিসেবে এ ব্যাপারে মনে মনে ঘৃণা পোষণও যেন তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। হাত বা মুখে প্রতিরোধ করাতো দূরের কথা।

পরিচয় সংকট (Identity Crisis) ঃ

প্রত্যেক জাতির একটি পরিচয় থাকে, পরিচিতির কতিপয় চিহ্ন বা প্রকাশ থাকে। এ প্রকাশ ঘটে তার নামে, পোশাকে-আশাকে, কথায়-কাজে, গ্রহণ-বর্জনে, সর্বোপরি তার 'মানব' সমগ্রে কেউ কেউ বলেন নামে কি আসে

যায়! তারা কি কোনো হিন্দুকে আব্দুল্লাহ, আসলাম, কালাম নাম গ্রহণ করতে দেখেছেন। তারা কি দেখেছেন কোনো খ্রীস্টানকে এ ধরণের নাম নিতে? কিংবা কোনো শিখকে? দেখেননি। দেখা অসম্ভব। কেবল আমরা মুসলমানরা হীনমন্যতার শিকার হয়ে ইসলামী নাম রাখতে, রাখলেও তা বলতে দ্বিধাগ্রস্থ হই। ভিনদেশী ভাষা হিসেবে আরবী জানলেও না জানার, শিখে থাকলে ভুলে যাবার প্রয়াস পেতেও দেখা যায় কাউকে কাউকে। আল্লাহর ভাষা, রাসূলের ভাষা, বেহেশতের ভাষা, কোরআনের ভাষা সর্বোপরি সারা দুনিয়ার আনাচে-কানাচে নানা ভাষার নানা রংয়ের, নানা সংস্কৃতির প্রায় ১২৫ কোটি মুসলমানের জাতীয় ভাষা (Lingue Franka) আরবী থেকে বিমুখ করে তাদের একজাতি। পরিচর্যায় ভুলিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চলছে সর্বত্র। এ চেষ্টা করেছেন কামাল আতাতুর্ক তার তথাকথিত 'সেকুলার" রাষ্ট্র তুরস্কে। আজ তুরস্কের মুসলমান এক তীব্র পরিচয় সংকটে ভুগছে।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে 'ছতর' ঢাকা যে ইসলামী পরিচয়ের একটি অংশ তা ভুলে ছতর লঙ্ঘন শরীর প্রদর্শনের এক তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। পোশাক দেখে বুঝবারই কায়দা নেই লোকটি মুসলিম নাকি অন্য কিছু। 'পর্দা' সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ধারণার অভাব সর্বত্র। পর্দা প্রথাকে অনেকেই মনে করেন প্রগতি ও উন্নতির অন্তরায়।

'হালাল' ও 'হারামের' ব্যাপারটিও আজ অনেকাংশে উপেক্ষিত। হালাল ও হারাম কি? মোবাহই বা কি? হালাল-হারামের বিধানসমূহ কি? আধুনিক সমাজে হালাল-হারাম বেছেও মেনে চলার উপায় কি? এসব প্রশ্নের জবাব আজকের দুনিয়ায় একটি বড় ফ্যাক্টর।

সুদ ও ঘুষের কারবার ভারী রেখে যিনি নামায পড়ছেন, মিলাদ পড়াচ্ছেন, হাজী সাজছেন, দাতা বলছেন তার ব্যাপারে তার নিজের যেমন অনুভূতি নেই; নেই আলেম সমাজের কোনো বক্তব্যও। এদেরকেও যখন আল্লাহর খাঁটি বান্দা আল্লাহ ওয়ালা বলে ধন্য ধন্য করা হয় তখনই বুঝতে বাকি থাকেনা আমরা কোথায় আছি।

এ যে আমাদের আত্মপরিচয় হীনতা, এখান থেকে বাঁচা দরকার।

দাঁড়ি, টুপি, পায়জামা-পাঞ্জাবী আর নামায-রোযা নিয়ে প্রচার মাধ্যম এমন সব ব্যঙ্গ-কৌতুক করা হয় যে লোকে এখন মুসলিম পরিচয় প্রকাশিত হবে বলে এগুলো থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চায়। যতই তারা এ দূরত্ব বাড়াচ্ছে ততই তারা দিন দিন পরিচয়হীনতার শিকার হচ্ছে। অথচ নামায মুসলমানের প্রথম পরিচয়।

শিক্ষার সংকট (Crisis of Education) ঃ

শিক্ষার হার একটি জাতির উন্নয়নের মাপকাঠি। আজ ইহুদী, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের শিক্ষার হার অনেক কম। অথচ একটি সময় ছিল মুসলমানরাই পৃথিবীকে শিক্ষায়, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানে সর্বত্র নেতৃত্ব দিয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পর ঝিমিয়ে পড়া, গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ মুসলমান সমাজ ধীরে ধীরে শিক্ষায়-সংস্কৃতিতেও পিছিয়ে পড়তে থাকে।

তারা তাদের স্বকীয়তা ভুলে যেতে লাগলো। মুসলমানদের কিতাব আল-কুরআনই একমাত্র কিতাব যার প্রথম বাণী 'ইকরা'! পড়! আর ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)ই প্রথম মানুষকে জানালেন- 'প্রত্যেক মুসলমানের (যেই হোক) ওপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয'। জ্ঞানে-গরিমায় এ জন্যই মুসলামনরা এগিয়ে ছিল। আজ আর নেই।

এ সীমাবদ্ধতার মাঝেও, এ অচেতনতার পরেও যেটুকু শিক্ষার আলো মুসলিম সমাজের ঘরের আঙ্গিনা আলোকিত করছে আজ সংকট সে শিক্ষাকে নিয়ে। কেবলমাত্র লেখাপড়া জানতো মুসলমানরা। তার জন্য প্রয়োজন দেহ-মন-আত্মাকে বিকশিত করার শিক্ষা। আল্লাহর কাছে আত্ম সমর্পিত একদল লোক তৈরি হবে সে শিক্ষার উদ্দেশ্য।

দূর্ভাগ্যক্রমে আজ অধিকাংশ মুসলিম দেশে ঔপনিবেশিক আমলে 'ঔপনিবেশিক প্রভুদের' গোলাম ও কেরানী তৈরির যে শিক্ষাব্যবস্থা চলেছিল তারই প্রচলন রয়ে গেছে। স্বাধীন, সার্বভৌম, মুসলিম জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে কোনো পরিবর্তিত, পারিমার্জিত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি। বাংলাদেশেও তাই চলছে। লর্ড ম্যাকলে প্রবর্তিত দ্বিধাবিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থা আজো আমাদের ঘাড়ে চাপানো রয়েছে।

আমাদের যত সংকট তার সবগুলোরই মূল হচ্ছে শিক্ষা সংকট। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা 'ডিগ্রিধারী' মানুষ তৈরিতে সফল হলেও শিক্ষিত মানুষ তৈরিতে ব্যর্থ। ব্যর্থ ভালো মুসলিম তৈরির ক্ষেত্রেও। এ ব্যবস্থায় 'ইসলামের ইতিহাস' কিংবা 'ইসলামী শিক্ষায় ডিগ্রি অর্জন করেও অনেককে ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক হতে দেখা যায়। এতে শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে সুষ্ঠু ও সঠিক জ্ঞান প্রদানের কোনো ব্যবস্থা নেই।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা অসম্পূর্ণ ও মিশ্র ধারণা লাভ করে থাকে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়ে কোরআন, হাদীস, ফেকাহ্‌র প্রয়োজনীয় জ্ঞান কেবল যে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতরা লাভ করছেন না তা নয় বরং মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতারও থাকছেন বঞ্চিত। 'আলেমে দীন' হিসেবে গড়ে ওঠার প্রবণতা কমে গেছে। সমাজ স্বীকৃত 'আলেমে দীন' আজ তারাই যারা 'দীন'কে অন্যান্য ধর্মের মতো নিছক মন্ত্র-তন্ত্রের ধর্ম হিসেবে জানছে ও মানছে। এসব আলেমগণ রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সম্পর্কে বে-খেয়াল। জুমাআর খুতবা, মাহফিলের ওয়াজ আর মজলিশের আলোচনার কোথাও তারা সমাজ-রাষ্ট্রের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে মুখ খোলেন না। তারা রাজনীতিকে হারাম ধরে নিয়ে ইসলাম প্রিয় মানুষদেরকে বৈরাগ্য সাধনের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার তালিম দিয়ে বেড়াচ্ছেন। গ্রামের দিকে মাসজিদ, মক্তব, এবতেদায়ী মাদ্‌রাসার মাধ্যমে ছেলে-মেয়েদের কোরআন শেখানোর ব্যবস্থা থাকলেও শহরের মা-বাবারা তাদের সন্তানদের কোরআন শেখানোর ক্ষেত্রে না আগ্রহী, না সেখানে এ ধরণের কোনো ব্যবস্থা রয়েছে। ঘরে ঘরে শিশু সন্তানদেরকে ছোট বেলা থেকে কলেমা, নামায, আদব-কায়দা, দৈনন্দিন কাজে বিভিন্ন দোয়া- এ সমস্ত কিছুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার যে চেষ্টা আগের বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী করতেন আজকাল তা অনুপস্থিত। অর্থাৎ আমরা শিক্ষা সংকটের কারণে ভালো মুসলমান পাওয়ার সংকটে ভুগছি। শিক্ষার মাধ্যমেই আমাদের আগামী প্রজন্মকে মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার সামগ্রিক ব্যবস্থা থাকা দরকার।

কর্মীর সংকট (Crisis of Action) ঃ

বার্নার্ডশ'কে কিছু লোক জিজ্ঞেস কলেছিল - 'আপনি ইসলামের ব্যাপারে এত ভূয়সী প্রশংসা করছেন তো মুসলামান হচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন- 'বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানদের দেখে আমি মুসলমান না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি'।

আজকের মুসলমানদের দেখে বার্নার্ডশ'র মতো অনেক লোকই এ ধারণা বা মন্তব্য করে থাকেন। কেন আজ আমাদের এ অবস্থা? এর প্রধান কারণ-

- আমরা যা হবার কথা তা আমরা হতে পারিনি, পারছি না।
- আবার আমরা যা বলি তা আমরা করি না।
- আমাদের কথা ও কাজ প্রায় সময়ই বিপরীত ধর্মী।

আজ আমাদের বড় সংকট কর্মীর সংকট। এককালের মুসলামনদের দেখে লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্ধকার ছেড়ে আলোর পথে এসেছিল। তাদের চারিত্রিক সৌন্দর্য ও অনুপম মানবিক আচরণে মুগ্ধ হয়ে রোম, পারস্যের নিগৃহীত জনগণ, উপমহাদেশের নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ দলে দলে স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করেছিল। আজ তা হয়না।

আজ আমরা অতুলনীয় আদর্শ, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব উপহার দিতে ব্যর্থ হওয়াতে এমনটি ঘটছে। কিতাবের আদর্শ নির্জীব, কর্মীর আদর্শ সজীব, কিতাবের আদর্শ কখনও অনুপ্রাণিত করে, ধর্মীয় আদর্শ সবসময়ই অনুপ্রেরণা ও আকর্ষণ সৃষ্টির উৎস। পেশা, দলমত নির্বিশেষে আমরা মুসলমানরা নিজেরা অন্যের আদর্শ বা অনুপ্রেরণা হিসেবে বিবেচিত হওয়ার অবকাশ কোথায়! আমরাই তো শতধা বিভক্ত। এ বিভক্তি অন্যদের ঐক্যকে জোরদার করেছে; আমাদের ক্রমশঃ দুর্বল করে তুলেছে। আজ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ হয় কিন্তু মুসলমানদের হয়না। এ অনৈক্য কি আমাদের জন্য সংকট নয়? 'এখতেলাফী মাসয়ালা'কে কেন্দ্র করে আমাদের ঐক্যের দেয়াল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। 'কেয়াম' করা হবে কি হবে না এ নিয়ে রক্তারক্তি হচ্ছে, দাঁড়ি-টুপির সাইজ আর ডিজাইন নিয়ে বহস হচ্ছে। এসব কি আদৌ আমাদের ঈমান-আক্বিদা বা আমলী জিন্দেগীর মূখ্য বিষয়?

ইহুদী, খ্রিস্টান বা আহলে কিতাবগণ এ জাতীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে করতে নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ থেকেও সরিয়ে নিয়েছে আর পৃথিবীর পথে পথে নিগৃহী হয়েছে। আমরা মুসলমানরাও আজ তাদের পথ ধরেই যেন এগুচ্ছি। কে আমাদেরকে এ সংকট থেকে উদ্ধার করবে যদি না আমরা নিজেদের যত্ন নিজেরা না নেই।

মাদ্‌রাসা শিক্ষিতদের দায়িত্ব ঃ

একটি প্রশ্ন পাঠক মনে দেখা দেয়াটা খুবই স্বাভাবিক। মুসলিম মুসলিমই; তিনি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বা মাদরাসা যেখান থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করেন না কেন। প্রতিটি মুসলমানকে ব্যক্তি হিসেবে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে, ব্যক্তি হিসেবেই তিনি মানুষের কাছে প্রথম মূল্যায়ন পেয়ে থাকেন। তাহলে কেন মাদ্‌রাসা শিক্ষিতদের বিষয়টি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে? হ্যাঁ, তাদেরকে আলাদা করে ভাবতে হচ্ছে, আলাদা করেই ভাবা হতো, ভবিষ্যতেও হয়তোবা এ ধারাই জারি থাকবে। এর কতিপয় সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। যেহেতু

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘদিন পর্যন্ত দুটো ধারায় বহমান- সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা। সেহেতু দু'টি ধারা শিক্ষিত মানুষকে আমরা দুই ভিন্ন চোখে দেখে থাকি। আগে মাদ্‌রাসায় কেবলমাত্র কোরআন, হাদীস, ফেকাহ ও যৎসামান্য অন্যান্য বিষয় পড়ানো হতো। মাদ্‌রাসা পড়ুয়ারা মাদ্‌রাসা মুদাররেসী স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষক, মসজিদের ইমাম। আর মক্তবের শিক্ষক হিসেবেই নিজেদের তৈরি করতেন অধিক মাত্রায়। তাদের এ পেশাগত অবস্থানটাই এখন যে লোকেরা তাদেরকে খ্রিস্টানদের পাদ্রী, আর হিন্দুদের পুরোহিতদের মতো ধরে নিয়েছে। তাদের আদর ছিল বেশি। ধর্মীয় বিষয়ে, দীনের ব্যাপারে তাদেরকেই লোকেরা মেনে চলতো। এখনও তাই চলছে।

সময়ের অনেক বিবর্তন হয়েছে। এখন মাদ্‌রাসা পড়ুয়া ছাত্ররা আলিমের পর অনার্স সাবজেক্ট পড়ছে, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিংএও যাচ্ছে। সেখান থেকেও এখন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পেশায় (প্রশাসন, বিচার বিভাগ, তথ্য বিভাগ সহ) লোক যাচ্ছে। সর্বনাশ হচ্ছে একটি জায়গায়- এইসব তরুণরা যারা অনেকেই মাদ্‌রাসায় নামায পড়তো, এখানে এসে ছেড়ে দিচ্ছে। আগে দাড়ি রাখতো এখন সেটা ছেঁটে ফেলছে, পাঞ্জাবী পায়জামা পড়তো এখন তা দেখে শুধু প্যান্ট শার্ট নয় একেবারে বডিটাইট জিন্সের প্যান্ট আর গেঞ্জি পড়ছে। এদের দেখে কে বলবে এরা মাদ্‌রাসায় পড়েছে। কে বলবে এরা 'দ্বীন' জানে বা বুঝে। এক্ষেত্রে মাদ্‌রাসা শিক্ষিতদের কি কিছুই করার নেই? তারা কি বিষয়টি ভেবে দেখবেন না?

করণীয় এক. মাদ্‌রাসায় যারা পড়বেন তাদেরকে সীমিত সিলেবাস পড়ে কেবল ডিগ্রী নিলে চলবে না। অধিকতর পড়ালেখা করে পাক্কা 'আলেমেদ্বীন' এ পরিণত হতে হবে। কোরআন, হাদীস, ফেকাহ শাস্ত্রে তাদের ঈর্ষণীয় বুৎপত্তি অর্জন করতে হবে। লোকেরা যেন তাদের কাছে দীনের বিভিন্ন বিষয় জানতে এসে হতাশ না হয়।

দুই. অর্জিত জ্ঞান কেবল পন্ডিত হবার জন্য নয়। মাদ্‌রাসা থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত এইসব ভাইবোনকে অর্জিত জ্ঞানের আলোকে তাদের আমল দুরস্ত করে নিতে হবে। সাধারণ শিক্ষিত লোক ঘুষ খেলে, সুদ খেলে বা দিলে, কোন অন্যায় কাছ করলে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবে নেয়। আল্লাহর অশেষ রহমত যে, তারা মাদ্‌রাসা শিক্ষিতদের কাজ থেকে এইসব কামনা করে না।

আজো মাদ্‌রাসাগুলোতে 'নকল', মাদ্‌রাসা বোর্ডে প্রতিটি কাজে মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপালদের 'ঘুষ' প্রদান, আলেমদের কর্তৃক নির্বিচারে অন্যায় হারাম অর্থ থেকে হাদিয়া গ্রহণ, কোনো ব্যাপারই যেন নয়। এ বিষয়টি আজ মাদ্‌রাসার ভাইদের ভালো করে ভাবতে হবে।

তিন. মাদ্‌রাসাগুলোকে কি দীনের সঠিক প্রচার প্রসার ও সত্যিকার ইলম আমল ও জযাবসম্পন্ন মুজাহিদ তৈরির কারখানা হিসেবে গড়ে তোলা যায় না? সকল রক্ত চক্ষু ও বিরোধীতাকে উপেক্ষা করে এমন কারখানা গড়ার কাজ যত বাড়বে ততই আমাদের বুকে স্বস্তি নেমে আসবে।

চার. মাদ্‌রাসা শিক্ষিত ভাই-বোনদেরকে প্রকৃত 'দায়ী ইলাল্লাহ'র ভূমিকায় এগিয়ে আসতে হবে।

পাঁচ. ইখতেলাফী বিষয়গুলোকে কমিয়ে এনে সর্বস্তরের আলেম-ওলামা, ইমাম-মুয়াজ্জিন, মাদ্‌রাসার মুহতামিম মোদাররেস সহ সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ঐক্য ছাড়া ভবিষ্যত অন্ধকার। আলেমদেরকে বিষয়টি খুব মনোযোগ দিয়ে, আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করতে হবে।

শেষ কথা ঃ

কেউ পছন্দ করুক আর না করুক একটি কথা খুবই খাঁটি যে মাদ্‌রাসাগুলোতে এখনও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সন্ত্রাসের আস্তানা আর সন্ত্রাসী তৈরির কারখানায় পরিণত হয়নি। মাদ্‌রাসার বুকে এখনও কোরআন, হাদিসের চর্চা হয়, ফেকাহর গবেষণা হয়, সেখানে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের একটি সম্মানজনক অবস্থান রয়েছে, পোশাকে-আশাকে শালীনতা ও সৌন্দর্য বজায় থাকে, অনুষ্ঠানমালায় শরিয়তের সীমা লঙ্ঘন হওয়ার অবকাশ নেই, সহশিক্ষার কুপ্রভাব নেই। আর এ কারণেই সেখানে একটা কিছু খারাপ হলেই তা নিয়ে খুব তোলপাড় হয়, মানুষ সমালোচনা মুখর হয়, লোকেরা নিন্দা করে। এটাতো একটা বড় নেয়ামত । মাদ্‌রাসা শিক্ষিতদের এই নেয়ামতের শোকর আদায় করা দরকার।

মাদ্‌রাসা শিক্ষিত ভাই-বোনদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক, অনেক বেশি আমাদের চাওয়া-পাওয়া। আশা করি হতাশার এই মরুবিয়ানে তারা একটি ভাষা ও কল্যাণের মরুদ্যান তৈরি করে গোটা জাতিকে আসন্ন সংকটের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

.....

প্রবন্ধকার ঃ অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

সন্তানের সফলতায় অভিভাবক তথা পিতা-মাতা

শামসুদ্দিন শিশির

শিশুরা আমাদের স্বপ্ন। এই শিশুদের সুনাগরিক তথা আদর্শ মানুষ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব পিতা-মাতা বা অভিভাবকের। কারণ শিশু পিতামাতার আদর্শেই বেড়ে ওঠে। গৃহেই শুরু হয় তার প্রথম শিক্ষা এবং পিতা-মাতাই তার প্রথম শিক্ষক। একজন সুশিক্ষিতা মাতা একটি শিশুর সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনে সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখতে পারেন। একটি সুন্দর পরিবেশই শিশুর পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশ ও সফলতার জন্য উপযুক্ত স্থান। তার গৃহকোণই হোক আর পারিপার্শ্বিক পরিবেশই হোক- পরিবারের শিক্ষার ভিত্তি যদি সুদৃঢ় হয় তবে পারিপার্শ্বিকতার খারাপ দিকগুলো তারা বুঝতে পারে এবং তা এড়িয়ে চলতে পারে।

শিশু জন্ম নেয় তার সকল সহজাত প্রতিভা নিয়েই। পরিবার ও পিতা-মাতার প্রভাব শিশু জন্মের পর থেকে বাল্যকাল, কৈশোর ও বয়ঃসন্ধিকাল অর্থাৎ যৌবনে পদার্পণ পর্যন্ত বিস্তার করে। তার সুকুমার বৃত্তির বিকাশ সাধনের দায়িত্ব তার বাবা-মায়ের। যার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তুলতে পারে এবং সমাজে ন্যায় নিষ্ঠা ও সততা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা ও সন্তানের সফলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবারে পিতার আয় থাকে সীমিত এবং এই সীমিত আয়ের মধ্য দিয়েই খুব চিন্তা করে পরিকল্পিতভাবে সংসার চালাতে হয়। পিতার আয় যদি অবৈধ হয়, সন্তান যদি তা বুঝতে পারে, তবে সেই সন্তানের চাহিদা ও অন্যায় আবদার বেড়ে যাবে এবং দিনে-দিনে সে বে-হিসাবী হয়ে ওঠবে। এই রকম পরিবারের ছেলেরা নীতির প্রতি, আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে না। এরা সাধারণত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে থাকে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই খারাপ অভ্যাসে অভ্যস্থ হয়ে উঠতে পারে। অপর দিকে সন্তান যদি দেখে তার পিতা কষ্ট করে হালালভাবে অর্থ উপার্জন করেন ও মাতা সেই অর্থে কষ্ট করে সংসার চালান, তবে সেই সন্তান পিতার সততা, নিষ্ঠা ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে, পিতাকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে এবং এই সততা ও নিষ্ঠাকে নিজের জীবনে গ্রহণ করার দীক্ষা নিবে।

সন্তানের চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা একান্ত অপরিহার্য। পিতা-মাতা উভয়কেই উভয়ের প্রশংসা করতে হবে। সন্তানের সামনে নিজেদের মধ্যকার মধুর সম্পর্কের প্রকাশ থাকতে হবে, এতে সন্তান পিতা-মাতা উভয়কেই ভালবাসতে শিখবে, শ্রদ্ধা করতে শিখবে ও নিজেদের জীবনকেও ঠিক ঐ রকমভাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে শিখবে। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার শাসন ও সোহাগ থাকতে হবে পরিসীমিত। আদর যদি অত্যন্ত বেশি হয়, তার সকল আবদারকেই যদি মেনে নেয়া হয় তবে সন্তান ভাবতে শিখবে তারাই পরিবারের সর্বেসর্বা। সবকিছু পাবার অধিকার শুধু তাদেরই আছে। তাই কখনও কোনো কিছু না পেলে তারা হয়ে উঠবে জেদী ও বদ মেজাজী। অপর দিকে অতিরিক্ত শাসনও সমান ক্ষতিকর। শুধু শাসনের মধ্যে থাকলে সন্তান মানসিকভাবে বাধাগ্রস্থ হয় ও তাদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকশিত হতে পারে না। তাই সন্তানকে পরিমিত শাসন ও সোহাগ দিয়ে মানুষ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব একমাত্র পিতা-মাতারই।

অনেক সময় সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কটুক্তি তাকে অপরাধপ্রবণ করে তুলতে পারে। যেমন সন্তানের কোনো দোষ-ত্রুটি নিয়ে বাইরের লোক বা আত্মীয় স্বজনের কাছে সমালোচনা করা বা তাদের অমঙ্গল কামনা করা ইত্যাদি। পিতা-মাতার এ ধরণের আচরণে সন্তান তাদের ওপর বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়ে ফেলে। নিজেদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে হীনমন্যতায় ভূগতে থাকে। পরিণতিতে সন্তান অপরাধপ্রবণ ও মিথ্যাবাদী হতে পারে। তাই সন্তানের যে কোন ধরণের ব্যর্থতায় তাকে বকাবকি বা সমালোচনা না করে কিভাবে ব্যর্থতা সারিয়ে তোলা যায় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। সন্তানকে লেখা-পড়ায় ও খেলাধুলায় উৎসাহিত করতে হবে। তবেই সে দৃঢ় আত্ম প্রত্যয় নিয়ে সেই বিশেষ বিষয়ে বা ক্ষেত্রে সাফল্যের পথে ধাপে-ধাপে এগিয়ে যাবে।

বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করতে গিয়ে সে আরো দশটি পরিবারের সন্তানের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে থাকে। এই বন্ধুত্বটা শিক্ষা জীবনের প্রথম থেকে শেষ ধাপ পর্যন্ত থাকে। এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে লক্ষ্য রাখতে হবে সে কোন ধরণের বন্ধুদেরকে মাঝে-মাঝে বাসায় ডাকা ও আদর-আপ্যায়ন করা উচিৎ। এতে তার বন্ধু ও বন্ধুরা পিতা-মাতা সম্পর্কে জানা যায় এবং পিতা-মাতা ও বুঝতে পারেন তাদের সন্তানের বন্ধুরা কেমন। পিতা-মাতা সন্তানের বন্ধুদের চিনতে পারলে খারাপ স্বভাবের বন্ধুদের সংস্পর্শে ত্যাগ করতে বলবেন এবং ভালো স্বভাবের

ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দিবেন-এতে সন্তান কুসংসর্গে নষ্ট হবার সম্ভবনা অনেকাংশে কমে যাবে। তাই বলে খারাপ স্বভাবের বন্ধুরা কি খারাপ থেকে যাবে? তা কিন্তু নয়। তাদের ভালো পথে ফিরিয়ে আনার জন্য যতটা ব্যবস্থা নেয়া যায় ততটাই আপনাকে করতে হবে। কারণ এটা আপনার নৈতিক দায়িত্ব। আরো খেয়াল রাখতে হবে সন্তান কখন বিদ্যালয়ে গেল, কখন ফিরল আবার কখন কোচিং সেন্টার অথবা শিক্ষকের বাসায় পড়তে গেল, কখন ফিরলো সব খোঁজ খবরই অভিভাবক হিসেবে অথবা পিতা-মাতা হিসেবে অবশ্যই আপনাকে নিতে হবে।

পিতা-মাতাকে সন্তানের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে দিনের অবসর সময়টা তাদের সাথেই কাটাতে হবে। ফলে সন্তানেরা যেকোনো কাজে পিতা-মাতার সহযোগিতা ও উৎসাহ পাবার পথটা সুগম হয়। সন্তান পিতা-মাতার কাছে সহজ হতে শিখে। সন্তানের ব্যর্থতায় পিতা-মাতাকেই শান্তনা দিতে হবে; যাতে তাদের মানসিক বিপর্যয় কম হয় ও কম হতাশায় ভোগে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল কাজে, প্রতিটি বিষয়েই সন্তান পিতা-মাতার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এই শিক্ষা তারা নেয় কখনও প্রত্যক্ষভাবে, আবার কখনও পরোক্ষভাবে। পিতা-মাতার দৃঢ় নৈতিক চরিত্র সন্তানের নৈতিক চরিত্রগঠনে সাহায্য করে থাকে। পিতা-মাতার ধর্ম ভীরুতা, ধর্মের প্রতি আস্থা সন্তানকে ধর্মের প্রতি আস্থাশীল করে। সন্তানের সামনে পরনিন্দা, পর চর্চা থেকে বিরত থাকতে হবে। দুঃস্থের প্রতি সহানুভূতি সন্তানকে আদর্শ গুণাবলী শেখাবে। অহেতুক মেজাজ করা, চাকর-বাকরের সাথে দুর্ব্যবহার প্রভৃতি সন্তানকে এসব খারাপ অভ্যাসে অভ্যস্ত করবে।

অভিভাবকদের করণীয় ঃ

* বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন পড়া প্রস্তুতের ব্যাপারে অভিভাবকদের নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখতে হবে।
* গৃহে শিক্ষার্থীর শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
* প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগান দিতে হবে।
* পড়াশুনার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দিতে হবে।
* বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
* বিদ্যালয়ের যেকোনো ধরণের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেলে অংশগ্রহণ করতে হবে।

সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা সকল পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। যাতে তারা দেশ ও জাতির জন্যে আর্শীবাদ হয়ে সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। পর মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

.....

প্রবন্ধকার ঃ অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বি এড কলেজ, চট্টগ্রাম।

প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত ও ইহার ভবিষ্যৎ ঃ

দারুল ইরফান একাডেমি

মুহাম্মদ সাহাব উদ্দিন

জাহেলিয়াতের অন্ধকার যখন সারা জাহানকে করেছিলো গ্রাস, অমানিসার তিমিরে যখন মানবতা ডুকরে কাঁদছিলো সমাজের নিরাপত্তার জন্য মানবতার মুক্তির দূত মহানবী (সঃ) যখন হেরার গুহায় সুন্দর পথের সন্ধানে আল্লাহর ধ্যানে ছিলেন মগ্ন; ঠিক তখনই আসমান থেকে মুক্তির বার্তা নিয়ে এলো প্রথম অহি "পাঠ করো! তোমার মহান প্রতিপালকের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন"। কোরআনের প্রথম আয়াতে জ্ঞানার্জনের তাকিদ দেওয়াতে সহজেই বুঝা যায় জ্ঞানার্জন কতটা প্রয়োজনীয়। 'বলো, যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কি সমান?" কখনো নয়, জানে তো তারা যারা পড়েছে, আল কোরআনের এই ঘোষণায় সারা বিশ্বের মানুষ ও জ্বিন জাতিকে এ কথাই বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, জানতে হলে পড়তে হবে। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড, জ্ঞানহীন জাতি কখনোই তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনবেনা। ফলে জ্ঞানহীন ব্যক্তি তার সৃষ্টি সম্পর্কে থাকবে বেখবর। যার কারণে তার কোনো সফলতা আসবেনা, সে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন মূল্যায়ন করতে হবে ব্যর্থ। তাই মানবতার মূক্তির মহান দূত রাসুলে করিম (স.) ঘোষণা করেন- 'মুসলমান নর-নারী উভয়ের ওপর জ্ঞানার্জন করা ফরয'।

রাসুল (স.) এর যুগে শিক্ষা দেওয়া হতো মসজিদে নববীতে। আজকাল বিদ্যার্জনের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়। এমন একটি প্রতিষ্ঠান করেছি আমরা ক'জন মিলে। প্রায় সময় দেখতে যাই প্রিয় এই প্রতিষ্ঠানটি। ২০০০ সালের দিকে একদিন জুতার ফিতা লাগিয়ে দাওনা বলে ৪/৫ বৎসরের এক শিশু পা বাড়িয়ে দিলো আমাকে দেখে। শিশুটির হাত ধরা অভিভাবিকা শরম শরম বলে বাঁধা দিচ্ছিলো ছেলেটাকে। বল্লাম না বাঁধা দিবেন না। ছোট বাচ্চাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছি এই খেদমত করতে না পারলে প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখবো কিভাবে? বলে জুতার ফিতা বেঁধে দিলাম শক্ত করে। সেই থেকে অদ্যাবধি লেগে আছি দারুল ইরফানের সাথে। আল্হামদু লিল্লাহ! দারুল ইরফান অনেক সময় পার করেছে- ১৫/১৬ বৎসর এখন তার বয়স। জন্ম হয়েছে সেই ১৯৯৬ ইং সালে। ক্লাস শুরু হয়েছিলো ১৯৯৭ ইং থেকে চান্দগাঁও আবাসিক এলাকার ৮নং রোডে। আমাদের সাথী নিউ মদিনা হোটেলের সম্মানিত মালিক আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ সাহেবের বদান্যতায় পেয়েছিলাম বি-ব্লকে ৮নং রোডে ঐ বাড়িটা। ঐ বাড়ীতে ভাড়া থাকতেন জনাবের মেজ ভাই নূরুল আবছার চৌধুরী । তারই সহযোগিতায় আমাদেরকে নিয়ে দিয়েছিলেন ঐ বাড়িটি। শুধু কি তাই! ৬ মাস পর্যন্ত বাড়িটির ভাড়া তিনি একা চালিয়ে গিয়েছেন প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখার স্বার্থে। প্রতিষ্ঠানটি শুরু করার সময় ক্লাস রুমের জন্য যত চেয়ার টেবিল প্রয়োজন হয়েছিল তার সবই তিনি নিজ বাড়িতে তৈরি করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানে। আজ উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম ম্যাগাজিন প্রকাশকালে ইহার জন্ম ও ভবিষ্যত রূপরেখা সম্পর্কে জানা কথাগুলোর যা মনে আছে লিখে রাখার জন্য কলম নিয়েছি হাতে।

সবেমাত্র প্রখ্যাত বয়ানুল কুরআন অধ্যাপক মফিজুর রহমান সাহেবের সাথে হজ্ব করে এসেছি ১৯৯৬ সালে। ধর্মীয় কাজের ব্যাপারে মন এখনো অনেক নরম। এমনই সময়ে ঐ সালের শেষের দিকে একটি লিফলেট এলো হাতে। তাতে লেখা ছিল দেশে দুই ধরণের মাদ্রাসা চালু থাকলেও দেশ পরিচালনার জন্য যোগ্য আলেম তৈরি করতে পারে এমন একটি মাদ্রাসা নেই আমাদের দেশে। সমাজ আজ বড়ই অভাব অনুভব করছে এই ধরণের একটি মাদ্রাসার। সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এগিয়ে আসবেন এই ধাঁচের একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এটা এখন সময়ের দাবি। সম্ভবতঃ অনেকের মতো অধ্যাপক মফিজুর রহমান সাহেবের হাতেও পড়েছিল এই লিফলেটটি। তিনি একদিন আমাদের কয়েকজনকে ডেকে হাজির করেছিলেন আওলাদে রাসূল (স.) সৈয়্যদ আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবেরি আল্ মাদানী সাহেবের শাহী জামে মসজিদের হুজরা খানায়। হুজুরের ঐ কামরায় সেইদিন যারা হাজির ছিলেন তাঁরা হলেন আওলাদে রাসূল (স.) সৈয়্যদ আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবেরি আল্ মাদানী, অধ্যাপক মফিজুর রহমান, আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ, মাওলানা মমতাজুর রহমান, মাস্টার নুরুল ইসলাম, মাওলানা খায়রুল বাশার, জনাব মানছুর আহম্মদ এবং আমি সহ উক্ত বৈঠকে আরও এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন যাঁর নাম আমার জানা নেই। যাঁকে দেখিনি সেদিনের পরে আর কখনো। তাঁরই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো দারুল ইরফান একাডেমি।

অধ্যাপক মফিজ সাহেব খতিব সাহেবের জামে মসজিদের হুজরায় আওলাদে রাসূল (স.) সৈয়্যদ আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবেরি আল মাদানী সাহেবের নেতৃত্বে বৈঠক পরিচালনা করছিলেন। ভূমিকায় তিনি বললেন- রাসুল (স.) বলেছেন, 'মুসলমান নর-নারী উভয়ের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করা ফরয'। রাসুল (স.) এর যুগে শিক্ষার্থীরা সমবেত হতেন মসজিদে নববীতে আর সাহাবীরা দিতেন শিক্ষা। আজকের যুগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। তাই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। এরকম অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে আমাদের দেশে। চলছে তালিম। কিন্তু এলেম তলবকারীরা গড়ে উঠছেন না মান মতো। দেশে আজ রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যআলেম প্রয়োজন। কিভাবে তৈরি হবে এই আলেম? সরকারি ও বেসরকারি দুই ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেশে চালু রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে যদিও রয়েছে আধুনিক সিলেবাস। কিন্তু এখানেও মানসম্মত শিক্ষার অভাব রয়েছে। তদুপরি শিক্ষক প্রশিক্ষণের নেই কোনো সুব্যবস্থা। এমন পরিবেশে যোগ্যআলেম তৈরি করা অনেক কঠিন। অপর দিকে বেসরকারি মাদ্‌রাসা গুলোতে লেখা-পড়ার মান যদিও কিছুটা আছে। কিন্তু সেখানে নেই আধুনিক সিলেবাস। সনাতন ধাঁচের লেখাপড়াই চলছে ঐ মাদ্‌রাসা গুলোতে। সমাজের চাহিদা কি? দেশের চাহিদা কি? বিজ্ঞান কি বলে? এগুলোর তারা ধার ধারে না। অতএব রাষ্ট্র, সমাজ, আধুনিক চিকিৎসা ইত্যাদি পরিচালনার জন্য যোগ্যআলেম তৈরি করা এখানেও সম্ভব নয়। উপস্থিত সমাজসেবক ব্যক্তিদের নিকট আমি সবিনয়ে একটা কথা আরজ করতে চাই। আসুন! যুগের চাহিদা পূরণের জন্য আমরা তৃতীয় ধাঁচের একটি মাদ্‌রাসা তৈরি করার কর্মসূচী হাতে নিই। অসংখ্য মাদ্‌রাসার মিছিলের মধ্যে আর একটি মাদ্‌রাসা নয়; সম্পুর্ণ আলাদা ধাঁচের একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করি। যেখানে থাকবে কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস, অংক, বিজ্ঞান, ইংরেজি ও বাংলা। অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ থাকবে সুশৃঙ্খল, মান থাকবে কঠোর নিয়ন্ত্রিত। এখানকার শিক্ষার্থীরা দ্বীনী শিক্ষার সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষায়ও হবে শিক্ষিত। এরা মাদ্‌রাসায় করবে ওস্তাদি, বিজ্ঞানাগারেও করবে গবেষণা, হাসপাতালে ডাক্তারি, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, দেশ পরিচালনাসহ এমন কোনো বিভাগ থাকবেনা যেখানে এখানকার শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব দেবেনা। কেউ মনে করতে পারেন আমরা মাত্র কয়জন! কি আমাদের সাধ্য! আমরা কি এত বড় একটা কিছু আঞ্জাম দিতে পারবো? অধ্যাপক সাহেব বললেন- আপনি বা আমি কেউ পারবো না- করবেন তিনি যিনি সবকিছু করেন। আমরা শুরু করবো মাত্র। বটবৃক্ষের ছোট্ট বিচি যারা বপন করে তারাই কি বিশাল বটবৃক্ষ তৈরি করে? না, তারা শুরু করেছিল মাত্র। আমরা ঠিক ছোট্ট বিচির মতো একটি মানসম্পন্ন মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করবো। আর একমাত্র আল্লাহর কাছে তৌফিক চাইবো- তিনি যেন এটাকে বটবৃক্ষের মতো বড় করেন। এর মান যেন হয় বিশ্বজোড়া। এর থাকেনা যেন কোনো অভাব। এরপর উপস্থিতিকে লক্ষ্য করে অধ্যাপক মফিজুর রহমান সাহেব বললেন, এমন একটি প্রতিষ্ঠান করার প্রয়োজন আছে কিনা? থাকলে আপনারা করবেন কি কোনো সহযোগিতা? আমি আপনাদের নিকট জানতে চাই। এক ভাই উঠে বললেন, মাদ্‌রাসার মিছিলের মধ্যে আর একটি মাদ্‌রাসা নয়, খোমেনির মতো যোগ্যআলেম তৈরি করতে পারে এমন মাদ্‌রাসা সৃষ্টি করতে পারলে ঐ মাদ্‌রাসার প্রয়োজন আছে। আর এমন মাদ্‌রাসা সৃষ্টি করতে চাইলে সমাজ আপনাকে সহযোগিতা করবে। অধ্যাপক মফিজুর রহমান বললেন, আমি প্রথমে বলেছি মাদ্‌রাসার মিছিলের মধ্যে আর মাদ্‌রাসা নয়। দ্বীনী ও দুনিয়াবী শিক্ষার সমন্বয়ে একটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তখন দ্বিতীয় জন বলে উঠলেন, তৃতীয় ধাঁচের মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা সমাজ অনুভব করেছে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে খোমেনির মতো যোগ্য নেতা তৈরি করতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই কোনো মাদ্‌রাসা কি ইচ্ছা করলে খোমেনির মতো নেতা তৈরি করতে পারে? খোমেনীরা তো জন্মসূত্রে মেধাবী। সমাজ যদি মাদ্‌রাসাতে মেধাবীদের পড়াতে দেয়, তখন মাদ্‌রাসা দায়িত্ব নিয়ে এমন যোগ্য নেতা তৈরি করতে পারে। আমাদের সমাজ মাদ্‌রাসায় মেধাবীদের দেয় না, তারা তাদের মেধাবী সন্তানদের স্কুলে দিয়ে ডাক্তার বানাতে চায়। সমাজকে বলুননা মেধাবীদের মাদ্‌রাসায় দিক। তাহলে মাদ্‌রাসা দায়িত্ব নিতে পারে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করার। তৃতীয় বক্তা বলে উঠলেন, কথা এসে গেছে তৃতীয় ধাঁচের একটি মাদ্‌রাসার প্রয়োজনীয়তা অনুভত হয়েছে। সমাজ মেধাবীদের মাদ্‌রাসায় দিলে যোগ্য করে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়েছে। আসুন আমরা গবেষণা করে দেখি, সমাজ কেন মেধাবীদের মাদ্‌রাসায় ভর্তি করায় না? আমার মতে, তারা মনে করে মাদ্‌রাসার ছাত্ররা ছুটেনা, খেলেনা। তারা হয় নরম, জুব্বা সর্বস্ব, হুজুরি ধাঁচের। নিজেকে সীমিত কাজের মধ্যে আবদ্ধ রাখে। কোনো কিছুতে পারদর্শী হয় না। তাই আমাদের উচিত এমন একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করার, যেখানে ছাত্ররা সতর

ঢেকে রেখে বৈধ খেলাধুলা করবে, দৌড়াবে, দ্বীনী শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা অর্জন করবে এবং ভালো ফলাফল করে সমাজে তাক লাগিয়ে দিবে। তাহলে সমাজ মাদ্‌রাসাতে তাদের মেধাবী সন্তানদেরকে ভর্তি করাবে; আর তখনই আমাদের সম্ভব হবে মেধাবীদের সান দিয়ে যোগ্যলোক তৈরি করা। উপস্থিত সকলে বলে উঠলেন, ঠিক! ঠিক!। সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো দ্বীনী ও দুনিয়াবী শিক্ষার সমন্বয়ে চট্টগ্রামের বুকে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হবে। এখানে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে খেলাধুলা, সতর ঢেকে রেখে যে খেলাগুলো খেলতে শরীয়ত অনুমতি দেয়। এখানে থাকবে অংকন, বিজ্ঞান ও কম্পিউটার ল্যাব। এখানে দ্বীনী সংস্কৃতির চর্চা হবে প্রতিযোগিতামূলকভাবে। আওলাদে রাসুল (স.) সৈয়্যদ আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবেরি আল মাদানী আল্লাহর নিকট তাওফিক চেয়ে দোয়া করলেন। আমরা সকলে বল্‌লাম- আমিন! ছুম্মা আমিন!!।

আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের হুজরাতে ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে ১ম বৈঠকেই প্রতিষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত হয়। কিছুদিন পরে ২য় একটি বৈঠকও হয় আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের হুজরাতে। এই বৈঠকে প্রতিষ্ঠানের নাম "দারুল ইরফান একাডেমি" ও একটি আহ্বায়ক কমিটি তৈরি করা হয়, যেখানে ছিলেন সৈয়দ আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবেরি আল মাদানী, অধ্যাপক মফিজুর রহমান, জনাব আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ, মাওলানা মমতাজুর রহমান, মাওলানা খাইরুল বাশার, জনাব মনছুর আহমদ, জনাব মাষ্টার নুরুল ইসলাম ও আমি নিজে। ২য় বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩য় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় চন্দনপুরাস্থ ওফা ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন- অধ্যাপক মফিজুর রহমান, আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ, মাওলানা মমতাজুর রহমান, মাওলানা খাইরুল বাশার, জনাব মনছুর আহমদ ও আমি নিজে। আলোচ্য বিষয় ছিল- স্থান নির্বাচন, অর্থ ও উপকরণ সংগ্রহ। আন্দরকিল্লা, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম কলেজ এলাকা, চকবাজার, বহদ্দারহাট, চান্দগাঁও, সিডিএ আবাসিক এলাকায় বার বার ঘুরে ফিরে আসছিল আলোচনায়। বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথা বিবেচনা করে স্থির হয় চান্দগাঁও আবাসিক এলাকাতেই হবে "দারুল ইরফান একাডেমি' নামক দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত ব্যতিক্রমধর্মী এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। অর্থ সংগ্রহ করার জন্য একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট এ সমমনা দাতাদের নিয়ে একটি ভোজসভা করার কথাও পাকাপাকি হয় এই বৈঠকে, আরও সিদ্ধান্ত হয় ক্লাস শুরু হবে জানুয়ারি ১৯৯৭ ইংরেজি থেকে আমি বাঁধা দিয়ে বললাম, ইতঃপূর্বে আমি একটা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জড়িত ছিলাম। আমি দেখেছি একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো কি কষ্ট! আমাদের যদি এক বস্তা টাকা থাকে, যেখান থেকে আমরা প্রয়োজন মতো খরচ করতে পারবো, আমাদের অর্থনৈতিক কোনো অসুবিধা হবে না। আর যদি পাওয়া যায় একজন লোক যিনি মরিয়া হয়ে খাটবেন প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য, তিনি ভাববেন না তার কাপড়ের কথা, দেখবেন না জুতার তলা আছে কি গেছে? তবেই সম্ভব অক্টোবর ১৯৯৬ইং সিদ্ধান্ত নিয়ে জানুয়ারির ১৯৯৭ইং থেকে প্রতিষ্ঠান শুরু করা, না হলে নয়। আমার কথাকে মেনে নিয়েই উপস্থিতির মধ্যে একজন বলে ওঠলেন একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য প্রয়োজন একটি ঘরের। তার পরে প্রয়োজন কিছু টুল টেবিল, তারপর ছাত্র-ছাত্রী। আপনারা ছাত্র-ছাত্রীর দায়িত্ব নেন, আমি ঘর ও চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা করে দেব। উপস্থিতিদের মধ্যে কেহ একজন বলে ওঠলেন প্রয়োজন কিছু নগদ অর্থেরও। কারণ প্রতি মাসে ঘরের ভাড়া ও শিক্ষকদের বেতন দিতে হবে। চেয়ার টেবিলের দাতা বলে ওঠলেন ঘরটির ছয়মাসের ভাড়াও আমি চালিয়ে নিব ইন্‌শাআল্লাহ। আপনারা ব্যবস্থা নেন। উপস্থিত ২য় ব্যক্তি বলে ওঠলেন যতদিন প্রতিষ্ঠানটি নিজ পায়ে না দাঁড়ায় ততদিন আমি প্রতি মাসে ১০,০০০/= করে টাকা দিয়ে যাবো। আমাদের মধ্যে যাদের বাচ্চা আছে তারা সকলেই বলে উঠলেন- আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে নাম-যশহীন নবপ্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে দিয়ে দিব। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্ততঃ দুইজন বলে ওঠলেন আমরা প্রতিদিন কয়টা করে ক্লাসও নিব। আওলাদে রাসুল (স.) সৈয়দ আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবেরি আল মাদানী, খতীব শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, জনাব অধ্যাপক মুফিজুর রহমান, ইংরেজি প্রভাষক- এস. আই. ডিগ্রী কলেজ, বোয়ালখালী, আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ-মালিক, নিউ মদিনা গ্রুপ, মাওলানা মমতাজুর রহমান- শিক্ষক, সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়, আলহাজ্ব মুহাম্মদ হোসেন- মালিক, ডায়মন্ড সুইট্‌স, মনছুর আহমদ, মাওলানা খাইরুল বাশার তারা সকলে তাদের স্কুল বয়সী সকল বাচ্চাদেরকে এ প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দিলেন। আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ সাহেবের বড় ভাই জনাব আফছার সাহেবের চান্দগাঁও আবাসিক এলাকার ৮নং রোডে অবস্থিত ভাড়া বাড়ির কিছু জায়গা খালি করে নিয়ে ক্লাস করার ব্যবস্থা করে দিলেন। জন্ম নিলো এক উজ্জ্বল নক্ষত্র " দারুল ইরফান একাডেমি"।

সিদ্ধান্তনুযায়ী অর্থ সংগ্রহ করার জন্য তুং ফং নামক চাইনিজ রেস্টুরেন্ট-এ সমমনা দাতাদের নিয়ে একটি ভোজসভা করে অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্টাও করেছিলাম আমরা। সেদিন কথাদিয়ে যাঁরা ঐ সময় থেকে নিয়মিত টাকা দিয়ে আমাদের সহয়োগিতা করেছিলেন তাদের মধ্যে এডভোকেট সামশুদ্দিন আহমেদ মির্জা- সাবেক বার সভাপতি; মোহাম্মদ হোসেন- মালিক, ডায়মন্ড সুইটস; সফিকুল ইসলাম- মালিক, নিজাম ব্রাদার্স। উক্ত বৈঠকে উল্লিখিত দাতাদের সাথে জনাব শওকত হোসেন, ড. দ্বীন মুহাম্মদ, ডাঃ ফজলুল হক, ডাঃ আবু নাসের সাহেবদের নিয়ে পূর্বে গঠিত আহবায়ক কমিটিকে পরিবর্তন করে একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

ছাত্রছাত্রী জোগাড় করার জন্য আওলাদে রাসুল (স.) ও অধ্যাপক মফিজুর রহমান সাহেব আমাদের নিয়ে চাঁদগাও আবাসিক এলাকার প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রী চাইলেন। যাদের স্কুল বয়সী বাচ্চা ছিলো তারা সকলেই হুজুরকে ওয়াদা করলো বাচ্চা দিবে আমাদের প্রতিষ্ঠানে। মাত্র ৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে দারুল ইরফান একাডেমি। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম একদল সৎ, দক্ষ ও চরিত্রবান নাগরিক তৈরির এক মহান লক্ষ্যে দারুল ইরফান একাডেমি সাহসী যাত্রা করেছিলো শুরু। দ্বীনি ও আধুনিক বিষয়ের সমন্বয়ে একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষাব্যবস্থার মডেল তৈরি করাও ছিলো এই একাডেমি প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে জনাব আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও মাওলানা আবদুল জব্বার, পীরসাহেব, বায়তুশ শরফ, এদের উপদেশে শহরের নাম করা দ্বীনদার আলেম আবু বক্কর রফিক, প্রো-ভিসি, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; মাওলানা সাইয়্যেদ আবু নোমান, প্রিন্সিপ্যাল, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা; এদের ন্যায় যোগ্য লোকদের নিয়ে দ্বীনী ও আধুনিক বিষয়ের সমন্বয়ে যুগোপযোগী কারিকুলাম, আধুনিক ও সহজ পাঠদান পদ্ধতি এবং বিজ্ঞানসম্মত সিলেবাস ইত্যাদি তৈরি করলাম। দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও গবেষকগণের সমন্বয়ে গঠিত কারিকুলাম কমিটির নিরলস প্রচেষ্টার নির্যাস হিসেবে এ পাঠ্যসূচি প্রণীত। আরও সিদ্ধান্ত নিলাম আরবী ও ইসলামী শিক্ষার জন্য বিদেশের ও মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডের পাঠ্যসূচি, ইংরেজি ও অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও বিদেশের বিভিন্ন পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হবে। এছাড়াও সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী ও আমল-আখলাকের জন্যে প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলীর প্রণীত স্ক্রিপ্ট পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত থাকবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর যত্ন নেওয়ার সুবিধার জন্য প্রতি শ্রেণিতে ২৫ জনের ওপর শিার্থী না বসানোর সিদ্ধান্ত হয়। ফলে অতি অল্প সময়ে এ প্রতিষ্ঠান সচেতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান আল্লাহ পাকের অসীম মেহেরবানীতে লক্ষ্য হাসিলে মনযিলে মাক্‌সুদ পানে সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের প্রতি অভিভাবকদের বিপুল আগ্রহ উদ্যোক্তা ও পরিচালনা কমিটির মাঝে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

কেজি নার্সারীসহ ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া শুরু হয় প্রথম অবস্থায়। ধীরে ধীরে ছাত্রছাত্রী ও শ্রেণি বৃদ্ধি হতে থাকে। একসময় অনুদানের এ ঘরটি এই নব প্রতিষ্ঠানটি ধরে রাখতে অসমর্থ হয়। আমরা বৃহত্তর কল্যাণের জন্য খোঁজাখোঁজি করতে শুরু করলাম একটি নতুন ঠিকানা। অবশেষে ১৪নং রোড়ের শেষ মাথায় একটা বাড়ি এই নবপ্রতিষ্ঠানটিকে জায়গা করে দিল। আলহামদুলিল্লাহ! দারুল ইরফানের শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়েই চলছে। অল্প সময়ের মধ্যে এ বিশাল বাড়িটিও সাধ্য হারাল দারুল ইরফানকে ধরে রাখার। অবশেষে এ-ব্লকের ২নং রোড়ের এক মমতাময়ী মহিয়ষী নারী কোমলমতি শিশুর এ বাগানটির জন্য তার প্রায় সম্পূর্ণ ৫ তলা বিশিষ্ট বাড়িটি ভাড়া দিয়ে দিলেন। আমরা চান্দগাঁও আবাসিকের ৮ ও ১৪ নং হয়ে এ-ব্লকের ২নং রোড়ে সেই বাড়িটিতেই এসে বর্তমান পর্যন্ত স্থির আছি। প্রতিষ্ঠানটি চলছে উর্ধ্ব গতিতে বেশ সুনাম কুড়িয়ে। ৫ম শ্রেণির সরকারি বৃত্তির চান্দগাঁও থানার সবকটি কোটা দারুল ইরফান একাই নিয়ে আসছে বেশ ক'বছর ধরে। ছেলে ও মেয়ে উভয়ে পড়ছে দারুল ইরফান একাডেমিতে। এমন রমরমা সময়ে প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপ্যাল খায়রুল বাশার গ্রেপ্তার হলেন সরকারের হাতে ছাত্রজীবনের রাজনৈতিক ছুঁতো ধরে। ধাবমান ঝর্ণার মধ্যে বিশাল পাহাড়ের একটা ধস পড়লো, ঝর্ণার গতি হতে যচ্ছিলো শ্লথ। কিন্তু না, প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি প্রতিদিন প্রতিষ্ঠানটিকে যত্ন নিতে শুরু করলেন ঠিক প্রিন্সিপ্যালের ন্যায়। প্রতিষ্ঠান তার আপন গতিতে চলতে লাগলো। কমিটির সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিলেন এই সেক্রেটারি, সবাই ছিলো জনাবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রত্যেক ভালো কাজের পিছনে নাকি শয়তান লেগে থাকে। আমাদেরও বা ছাড়বে কেন? চলার পথে আমাদেরকে অনেক বাঁধার পাহাড় মাড়িয়ে ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেতে হয়েছে সামনে। এমনকি

আমাদের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল ও প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারিকে আমাদের হারাতে হয়েছে অনিয়মের বেদনাদায়ক কারণে।

এছাড়াও কিছু সম্মানিত শিক্ষকের অশিক্ষকসূলভ আচরণ, উচ্চাভিলাষী ধ্যান-ধারণা ও শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকান্ডের কারণে আমাদেরকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে নিতে হয়েছিল কঠোর সিদ্ধান্ত। প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল, প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি এবং স্বার্থপর ও উচ্চাভিলাসী ঐ শিক্ষকগণ পর পর তিন বছর তিনটি আলাদা প্রতিষ্ঠান করলেন। এদের হটকারিতার কারণে আমাদের অনেক ছাত্র কমে গেল। ফলে সাময়িকভাবে আমরা বাঁধাগ্রস্থ হয়েছি আর্থিক ও মানসিকভাবে। ঐ আর্থিক দৈন্যতা কাটাতে আমাদেরকে চরম হিমশিম খেতে হয়েছে। পরিচালনা কমিটির মেম্বারগণ হাওলাত দিয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন এ সময়। এমনকি আওলাদে রাসুল (স.) পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানকে হাওলাত দিতে বাধ্য হলেন। আমরা ছাত্র জোগাড় করার জন্য আওলাদে রাসুল (স.) ও অধ্যাপক মফিজুর রহমান সাহেবকে নিয়ে আবার বের হলাম। কলোনী কলোনী, পাড়ায় পাড়ায় ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষার্থী চাইতে লাগলাম। বেশ সাড়া পেলাম এসময় নিজেদের জন্ম দেওয়া বিপদগ্রস্থ এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমাদের দরদও বেশ বেড়ে গেল। অধ্যাপক মফিজুর রহমান, মাওলানা মমতাজুর রহমান, আমি, জনাব নুর মুহাম্মদ ও জনাব মুহাম্মদ হোসেন নিত্য দিন পালা করে প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত শুরু করলাম। আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করলাম ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠানে আসা-যাওয়ার সময়, শিক্ষকদের শ্রেণিতে যাওয়ার সময় ও পাঠদান মূল্যায়ন। এমনকি আমরা কয়জন বিভক্ত হয়ে প্রতিটি শ্রেণিতে ছাত্রদের সাথে ক্লাসে বসে যাচাই করতে থাকলাম শিক্ষকদের পাঠদানের দক্ষতা। তারপর এর ওপর তৈরি করলাম রিপোর্ট, রিপোর্টের নিরিখে চিহ্নিত দুর্বল শিক্ষকদের ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করে নিলাম। ফলে আমাদের প্রতিষ্ঠানের মান অনেক বৃদ্ধি পেল। খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চা ও শিক্ষা সফর শুরু করলাম নিয়মিত। ফলে অভিভাবক মহলে যেমন আমাদের সুনাম বৃদ্ধি পেল তেমনি ফলাফলও হতে থাকলো ভালো। এমন সময়ও আমাদের গিয়েছে কোনো সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার আমরা একাই এনেছিলাম। ৫ম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষায় থানার পূর্ণ কোটাতো আমরা পেয়ে আসছি আমাদের জন্ম থেকেই। দাখিল পরীক্ষায়ও আমাদের ফল গোল্ডেন এ+ সহ ১০০%। আল্লাহর মেহেরবানিতে আমাদের এখান থেকে দাখিল পাশ করার পর অনেক ছাত্রছাত্রী দেশের নাম করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পেরে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে। আজ আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা দেশসেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বুয়েট, নেভাল একাডেমি, এশিয়ান উইমেনস ইউনিভারসিটি, ইস্পাহানী কলেজ ও চট্টগ্রাম কলেজের মতো নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়া করে আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে চলছে।

একনজরে দাখিল পরীক্ষার্থী ও ফলাফল বিবরণী

সাল	পরীক্ষার্থী	গোল্ডেন এ +	এ +	পাসের হার
২০০৪ ইংরেজি	০৩ জন	০৩ জন		১০০%
২০০৫ ইংরেজি	০৩ জন	০২ জন	০১ জন	১০০%
২০০৬ ইংরেজি	০৪ জন	০৪ জন		১০০%
২০০৭ ইংরেজি	২১ জন	১০ জন	১১ জন	১০০%
২০০৮ ইংরেজি	১৬ জন	১০ জন	০৬ জন	১০০%
২০০৯ ইংরেজি	৮ জন	০৭ জন	০১ জন	১০০%

এক নজরে পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষার্থী ও ফলাফল বিবরণী

সাল	পরীক্ষার্থী	টেলেন্টপুল বৃত্তি	পাসের হার
২০০২ ইংরেজি	০২ জন	০২ জন	১০০%
২০০৩ ইংরেজি	০২ জন	০২ জন	১০০%
২০০৪ ইংরেজি	০৩ জন	০৩ জন	১০০%
২০০৫ ইংরেজি	০৪ জন	০৪ জন	১০০%
২০০৬ ইংরেজি	০২ জন	০২ জন	১০০%
২০০৭ ইংরেজি	০৩ জন	০৩ জন	১০০%
২০০৮ ইংরেজি	০৩ জন	০৩ জন	১০০%
২০০৯ ইংরেজি	০৪ জন	০৪ জন	১০০%

এ রকম ভালো ফলাফল করা পিছনে ছিলো কিছু ভালো শিক্ষিত, কঠোর পরিশ্রমী ও ত্যাগী আদর্শ শিক্ষক। এমন শিক্ষক পাওয়ার মূলে পাওয়ার মূলে ছিলো আমাদের শ্রদ্ধেয় সেক্রেটারি অধ্যাপক মফিজুর রহমান সাহেবের শিক্ষক নির্বাচন প্রক্রিয়া। তিনি সবসময় ভালো শিক্ষক নিতেন। শিক্ষক নেওয়ার সময় তিনি কোনো সুপারিশ গ্রাহ্য করতেন না। এমনকি সভাপতি সাহেবের সুপারিশও তিনি রাখেননি। ভালো শিক্ষক আবার অল্প দিন পরে চলে যায় তাই আমরা সেক্রেটারি সাহেবেকে দৃষ্টি আর্কষণ করলে তিনি বলেন, ''ভালো শিক্ষক যদি ১ মাসও পড়ান তবুও ভালো শিক্ষক নিব, চলে গেলে আর একজন ভালো শিক্ষক তালাশ করবো। অদক্ষ শিক্ষক জনম জনম থাকলে আমাদের কি লাভ''। এসব শিক্ষকগণ শুধু লেখাপড়ায় ভালো নয়, তারা আচার আচারণেও ভালো। তাদের চেষ্টায় আমাদের শিশুগণ সবসময় ভালো ফলাফল করেছে। তাদের যত্নে আমরা সবাই মুগ্ধ। কোনো কোনো শিক্ষক এতই প্রিয় ছিলেন যে, তাদের চলে যাওয়ার ৫/৭ বৎসর পরেও আমরা কেউ তাদের ভুলতে পারছিনা। এদের মধ্যে কয়েক জন শিক্ষক কর্মচারী শুধু লেখাপড়া হিসাব কিতাব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন না; তারা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক সাইট পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময় গাইড লাইন তৈরি করে প্রিন্সিপ্যালের মাধ্যমে কার্যকর করাতেন। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় দারুল ইরফান আজ শিক্ষাঙ্গনে এক প্রিয় নাম। দ্বীনদারদের সমাজে দারুল ইরফানের বেশ কদর। শিক্ষকদের মধ্যে কয়েকজন এমন ছিলেন যে, মাতা-পিতার ন্যায় ছাত্র-ছাত্রীদের আদর করে পড়াতেন। শিক্ষা সফরে গিয়ে আমি নিজে স্বচক্ষে দেখেছি শিক্ষকদের ছাত্র প্রীতি। ছোট ছোট বাচ্চারা যখন বাস থেকে নামতে পারছে না তখন শিক্ষকগণ দরজায় দাঁড়িয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের কোলে করে নামাচ্ছেন। এই যেন ঠিক পিতার স্নেহ। শিক্ষকগণের এরকম আদর যত্নের কারণে ছাত্রছাত্রীগণ প্রতিদিন প্রতিষ্ঠানে আসার জন্য ব্যাকুল থাকতো। এর আরও প্রমাণ পাওয়া যায় তখন, যখন কিছু শিক্ষক বিদায় নিচ্ছিলেন। এখানে তাদের জন্য রয়েছে আপ্যায়নের সামান্য আয়োজন। দেরি দেখে আমি উঠলাম ৪র্থ তলায়, দেখি অবাক কাণ্ড। কিছু ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষককে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন আপনি যাবেন না স্যার! আপনি যাবেন না। স্যার ৪ তলা থেকে নেমে ২য় তলায় আসলেন। ছাত্র-ছাত্রীরা কয়েকজন শিক্ষককে জড়িয়ে ধরে কান্না করছে। আমি নিচে নামিয়ে আনতে চাইলে তারা শিক্ষকদের হাত ধরে টানাটানি শুরু করলো, স্যার আপনি যাবেন না। এই ধরাধরি ও কান্নাকাটির মধ্যে স্যার ২য় তালায় নেমে এলেন। এখানে স্যারের যে হাত বাচ্চারা ধরে রেখেছিলো তা বাচ্চাদের চোখের পানিতে ভিজে একাকার। কি এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! আমি অবাক হয়ে গেলাম। আনন্দে অলক্ষ্যে হয়তো সে মুহূর্তে আমারও চোখ বেয়ে এসেছিলো আনন্দাশ্রু। এমন শিক্ষক ও আমাদের প্রতিষ্ঠানে ছিলো; যিনি যত্ন করে বাচ্চাদের হাতের লেখা শিখাতেন। অন্ততঃ এমন একজন শিক্ষক আমি দেখেছি; যার ইংরেজি হাতের লেখা ছিল খুব সুন্দর। তিনি কষ্ট করে ক্লাসের সব বাচ্চাদের হাতের লেখা একই রকম করে শিখিয়েছিলেন। একজন শিক্ষক ছুটির পরে সপ্তাহে ১ দিন সাধারণ জ্ঞানের ক্লাস নিতেন। বাচ্চারা ছুটির পর বাড়ি না গিয়ে ঐ স্যারের ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করতেন। স্বউদ্যোগে বাচ্চাদের লেখক তৈরি করার মানসিকতাসম্পন্ন একজন শিক্ষক বাচ্চাদের থেকে লেখা নিয়ে সুন্দর করে দেয়ালিকা বের করতেন। যার মাধ্যমে বাচ্চাদের মাঝে লেখক হওয়ার আগ্রহ জন্ম নিতো। আমাদের প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন শিক্ষকতো এমন আছেন যে, তারা অনেক গুণমানসম্পন্ন। অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের উচ্চ বেতনে, উচ্চাসনে নিতে চাইছে তাদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দানের জন্য। এরা যাচ্ছেননা আদর্শের টানে। এখানে পড়ে রয়েছেন দীর্ঘ ১২/১৩ বছর ধরে।

আল্লাহর মেহেরবাণীতে দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিদেশে পর্যন্ত সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে দারুল ইরফান একাডেমির। বিদেশী ও দূরের অভিভাবকদের অনবরত চাহিদার কারণে আমাদের সাধ্য না থাকার পরও আমরা বাধ্য হলাম হোস্টেল খুলতে। এই সময় হোস্টেলের জন্য প্রয়োজনীয় ক্রোকারিজ, খাট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের টাকা দিয়ে কিনলেও ছাত্রদের একসাথে বসে পড়ার জন্য বড় টেবিলগুলো পাঠিয়ে দিলেন আমাদের ভাই নুর মোহাম্মদ সাহেব। জ্ঞানপিপাসু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লাইব্রেরি করার প্রয়োজন দেখা দিলে অনেকে আমাদের বই দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু বই রাখার জন্য বড় আলমিরাটিও তিনিই দিয়েছিলেন। বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের জন্য জেনারেটর, কম্পিউটার ল্যাবের জন্য কম্পিউটার, হেফজখানার জন্য ফ্রিজ ইত্যাদি প্রদান ছোট্ট বীচিকে বিশাল মহীরোহে পরিণত করার জন্য নুর মোহাম্মদ সাহেবের অবিরাম সাধনারই পরিচয় বহন করে। ছাত্র-ছাত্রী পরিবহনের জন্য গাড়ি ক্রয় করার সময় একজন বিশিষ্ট শিল্পপতির অনুদানের সাথে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে এগিয়ে এসেছিলেন শিক্ষানুরাগী আলহাজ্ব নুর মোহাম্মদ ও আর এক হৃদয়বান আলহাজ্ব মোহাম্মদ হোসেন

সাহেব। জনাব হোসেন সাহেবের রয়েছে মিষ্টির দোকান। প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকদের যখনই আপ্যায়নের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তখনই তিনি এগিয়ে এসেছেন সহযোগিতার হাত নিয়ে।

একটা মানসম্পন্ন হেফজখানা তৈরি করার বড়বেশি আরজু ছিলো আমাদের সম্মানিত সভাপতি আওলাদে রাসুল সৈয়্যদ আনোয়ার হোসেন তাহের জাবেরী আল মাদানী সাহেবের। আমরা শুরুও করেছিলাম ঘটা করে। ঐ সময় আমাদেরকে অর্থ, কার্পেট, ডেস্কটেবিল ইত্যাদি দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন জনাব আলহাজ্ব নাজিম উদ্দিন, জনাব আলহাজ্ব নুর আহাম্মদ সহ আরো অনেকে। অল্প সময়ের ব্যবধানে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায় বিভিন্ন কারণে। আমরা অদম্য জজবা নিয়ে পুনঃ শুরু করলাম সভাপতি সাহেবের আগ্রহের এই প্রতিষ্ঠানটি। এইবার আমাদের সাথে যোগ দিলেন দুই দ্বীনদার শিক্ষাবিদ জনাব অধ্যাপক সফিউদ্দিন মাদানী ও জনাব অধ্যাপক আলী হোসেন সাহেব। তাঁরা হেফজখানাটাকে ভিন্নরূপ দিয়ে সাজালেন। সমাজে হেফজখানা মোটামুটি কম নাই। কিন্তু মানসম্পন্ন আছে একেবারে নামমাত্র; যেখানে সমাজের বিত্তশালী পরিবারগুলো তাদের আদরের সন্তানদের পড়তে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। এইখানে খাদ্যমান রাখা হয়েছে কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণে, বেত্র শাসন একেবারেই নাই। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে পড়ার রুম কার্পেট ও এসি দিয়ে করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন ও আরামদায়ক। বিনোদনের জন্য খেলাধুলা সহ মাঝে মাঝে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হাফেজদেরকে হেফজের সাথে সাথে বাংলা, ইংরেজি, অংক ও কম্পিউটার শিক্ষায় পারদর্শি করে তোলা হচ্ছে; যাতে তারা হেফজ শেষে সাধারণ ছাত্রদের সাথে পাল্লা দিয়ে ৭ম শ্রেণিতে লেখাপড়া করতে পারে।

সহশিক্ষা জাতির জন্য একটা বড় সমস্যা; এর অভিশাপ থেকে দারুল ইরফানকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিলাম এর জন্ম থেকেই। কিন্তু নানা কারণে পেরে উঠতে পারিনি। ছাত্রী সংখ্যা এত কম যেকোনো মতে ক্লাস জমেনা। অপরদিকে অর্থনৈতিক বিশাল ঘাটতি সইবার মতোও ছিলোনা আমাদের। ছাত্র-ছাত্রী আলাদা করে একই সময়ে ভিন্ন কক্ষে পাঠদান শুরু করেছিলাম ২০০১ সাল থেকে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাচ্ছিল না। অভিযোগ পাচ্ছিলাম অনবরত। এমন সময় আমাদের সম্মানিত সদস্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিক্ষানুরাগী আলহাজ্ব শওকত হোসেন সাহেব এই কথা জানার পর এক দিন অফিসে এসে বৈঠক করলেন। বৈঠকে শওকত হোসেন সাহেব বললেন সহশিক্ষা জাতিকে ক্ষতি ছাড়া কিছুই দিতে পারবেনা। উন্নত জাতি গড়ার জন্য যদি মাদ্‌রাসা শিক্ষা চালু রাখতে চান তবে সহশিক্ষা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। আপনারা সিপ্ট আলাদা করে মহিলা মাদ্‌রাসা নাম দিয়ে পুরোপুরি আলাদাভাবে মহিলা শিক্ষাব্যবস্থা চালিয়ে যান। আলাদা মহিলা শিক্ষার কারণে যদি বৎসরে ৬ লক্ষ টাকাও ঘাটতি যায় আল্লাহ আপনাদের সাথে থাকবেন। তার বলিষ্ঠ সাহসে আমরা ঘুরে দাঁড়ালাম। ছাত্র-ছাত্রী আলাদা করে পাঠদান ও একটি হেফজ মাদ্‌রাসা চালু করার কথা ঘোষণা দেওয়ার জন্য ২০০৭ সালে সাফা আর্কেডে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করেছিলাম। কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদানের জন্য ২০০৮ সনে মাদ্‌রাসা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব অধ্যাপক ড. ইউসুফ সাহেবকে প্রধান মেহমান করে এখানে মেজবান সহকারে একটি সুধী সমাবেশও করেছিলাম। এখানে মেহমান হয়ে এসেছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সমাজের বড় বড় আলেম ওলামা, অভিভাবক ও বহু সুধিজন।

প্রতিষ্ঠানের একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন, না হলে প্রতিষ্ঠানটি সরকারি স্বীকৃতি পাচেছনা। অন্ততঃ স্বনামে পরীক্ষা দিতে গেলেও শহরে ১০ গণ্ডা জায়গা প্রয়োজন। আমরা ছুটাছুটি শুরু করলাম একখণ্ড জায়গার জন্য। অধ্যাপক মফিজুর রহমান সাহেব আমাদেরকে সাথে নিয়ে চষে বেড়ালেন চট্টগ্রাম শহর। হাটহাজারী থেকে আনোয়ারা, পটিয়া, কোনো জায়গা বাকী রাখলেন না। বাকলিয়ার প্রত্যেক গল্লিতে গল্লিতে খোঁজা হলো একখণ্ড জায়গা। যত পরিচিত ও বন্ধু কাউকে বাদ দেওয়া হলোনা। অনেক চেষ্টায় আল্লাহর মেহেরবাণীতে একখণ্ড জায়গা হালি শহরে আমাদের দান করলেন আল্লাহর এক বান্দা আলহাজ্ব নূরুল আবছার সাহেব। এসময় চট্টগ্রাম শহরের ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে দারুল ইরফান ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করলাম। দাতা জায়গা রেজিস্ট্রি করে দিলেন এই ট্রাস্টকে। তথাপি অনুদানের এই জায়গা নিতে গিয়ে সামান্য ভুল বুঝাবুঝির কারণে প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবক এবং অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠানের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন সময় দানকারী অধ্যাপক মফিজুর রহমান সাহেবের সারা জীবনের অর্জিত সমস্ত সুনাম দিতে হয়েছে মূল্য হিসেবে। জনাবের অবস্থা এই ঘটনায় এতটা খারাপ হয়ে ছিলো যেকোনো সময় তিনি হার্ট ফেল করতে পারতেন, এই অবস্থায় আমাদের সম্মানিত এক সদস্য আলহাজ

মোহাম্মদ হোসেন সাহেব সব খরচ বহন করে তাঁকে নিয়ে গেলেন মক্কায় হজ্ব করার জন্য, হজ্ব করতে গিয়ে তিনি আল্লাহ ধ্যানে মগ্ন হয়ে ভূলে ছিলেন সেই ব্যাথা। জায়গা পেয়েছি এখন জায়গার উপর একখানা ঘর উঠাতে হবে। টাকার প্রয়োজন, চেষ্টা চলছে অনবরত। টাকা জোগাড় করার কোনো কিনারা করতে পারছিনা। আমাদের সাথী প্রতিষ্ঠানের অর্থ সম্পাদক মাওলানা মমতাজুর রহমান এসময় চেষ্টা করছিলেন বিরামহীনভাবে। তিনি সবসময় টাকা পয়সা সংগ্রহের ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার হাতে বরকত রেখেছেন। তিনি চেষ্টা করে বিদেশী একটা পার্টি নিয়ে এলেন যিনি এখানে একটা ঘর তোলার জন্য আমাদেরকে দেড়কোটি টাকা দিবেন। আমাদের সাথী প্রতিষ্ঠানের সহ সেক্রেটরি নুর মোহাম্মদ সাহেব এদের সকলকে আদর যত্ন করে খুব আপ্যায়ন করালেন। জায়গায় একটা অনুষ্ঠান করার জন্য আমরা অনেক আয়োজন করলাম। অনুষ্ঠানও হলো; পার্টির সকল লোকজন দেখতে এলেন; কিন্তু না জায়গা তাদের পছন্দ হলোনা। তারা ফিরে গেলেন। বলে গেলেন আসা-যাওয়ার রাস্তা ভালো নয়। এখানে প্রতিষ্ঠান জমবেনা। তারা এখানে টাকা দিবেন না। আমরা ব্যর্থ হলাম। পরে দেশের ভিতর নানা জায়গায় চেষ্টা চালাতে লাগলাম। কিন্তু না; এখানেও আল্লাহর মেহেরবানী হয়নি। বোর্ড থেকে অনুমোদন নেওয়ার জন্য আমাদের জায়গার উপর একটা ঘর খুব প্রয়োজন। অবশেষে আমরা নিজেদের চেষ্টায় কোনো রকমে জায়গার উপর একটা ঘর তুলে আমাদের ২য় ইউনিট চালু করে বোর্ড থেকে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতির চেষ্টায় রত রয়েছি। এখানে ঘর তোলার জন্য মাওলানা মমতাজুর রহমান ও জনাব মোহাম্মদ হোসেন সাহেবকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমাদের সেক্রেটারি সাহেব। মাওলানা মমতাজুর রহমান, জনাব হোসেন সাহেবকে নিয়ে প্রায় এক বৎসর অকান্ত পরিশ্রম করে হালিশহর বসুন্দরা আবাসিক এলাকায় একটা ঘর তৈরি করলেন। এই ঘরের জন্য প্রায় সব টাকা প্রতিষ্ঠান থেকে খরচ করলেও মাওলানা মমতাজুর রহমান একক চেষ্টায় কিছু টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। বর্তমানে হালিশহর বসুন্দরা আবাসিক এলাকায় আমাদের ২য় ইউনিট পূর্ণ উদ্যোমে চালু রয়েছে। মাওলানা মমতাজুর রহমানের চেষ্টায় সেখানে চালু হয়েছে একটি হেফজখানা ও এতিমখানা। মাওলানা রীতিমতো পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য আমরা স্থাপন করেছি প্রচুর বই সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, কম্পিউটার ল্যাব ও সমৃদ্ধ বিজ্ঞানগার। বর্তমানে দারুল ইরফানে দাখিল পর্যন্ত চালু রয়েছে। দাখিল পাশ করার পর বাচ্চাদের ছেড়ে দিলে তারা মাদ্‌রাসা থেকে ছিটকে যায়। তাই আমরা অভিভাবক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সর্বসাধারণের নিকট দোয়া চাই যাতে আল্লাহর মেহেরবানীতে আগামীতে আমরা আলীম খুলতে পারি। একই বিল্ডিংএ মেয়েদের জন্য দারুল ইরফান মহিলা মাদ্‌রাসা নামে সকালের যে শিফ্‌ট চালু রয়েছে আগামীতে আমরা মেয়েদের জন্য তা যেন আলাদা বিল্ডিং তৈরি করে দারুল ইরফান মহিলা মাদ্‌রাসা নামে চালু করতে পারি। হালিশহরে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জায়গায় টিনশেড ঘরে যে মাদ্‌রাসা ও হেফজখানা চলছে তাকে বহুতল ভবন করে মধ্যখানে মাঠ রেখে কামিল মাদ্‌রাসায় রূপ দেযার জন্য যে চেষ্টা করে যাচ্ছি অব্যাহতভাবে তা যেন সফল হয়। আমরা সকলের নিকট আরও দোয়া চাই যাতে দারুল ইরফানের চান্দগাঁও শাখায় মানসম্পন্ন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যে হেফজখানা চালু রয়েছে তাকে আলাদা বিল্ডিংয়ে নিয়ে অনেক বড় করে প্রতিষ্ঠা করতে পারি; যাতে অনেক বেশি শিশু তারতীলের সাথে কুরআন হেফ্‌জ করার পর কলেজ ও ইউনিভার্সিটি থেকে উচ্চডিগ্রি নিয়ে দেশ ও জাতির খেদমত করতে পারে।

প্রত্যেক চাষীর যেমন তার জমিতে সর্বোচ্চ, নিরংকুশ ও বিশুদ্ধ ফসল উৎপাদনের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কামনা থাকে, তেমনি এই প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে আমারও রয়েছে অনেক উচ্চাশা, রয়েছে নিজস্ব একটা মত। এটাকে করতে হবে অনেক বড়; যাতে ১০০% ছাত্র ও শিক্ষক থাকতে পারে এখানে। ছাত্রগণ থাকবে এক রুমে, খাবে অন্য রুমে, পড়বে শুধুমাত্র বিদ্যালয় কক্ষে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীগণ দু'বার বিদ্যালয়ে যাবে। ১ম বার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত, ২য় বার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত। ছাত্রগণ যখনই পডবে ওস্তাদদের সামনেই পড়বে। ওস্তাদগণ পড়া দিবেন, পড়া শিখাবেন, পড়া নিবেন। ঘন্টাগুলো হবে দীর্ঘ যে কারণে বিদ্যালয় বসবে দু'বেলা। এতে করে তাদের জন্য প্রাইভেট শিক্ষক যেমন প্রয়োজন হবেনা; তেমনি প্রয়োজন হবেনা মাতাপিতার অস্থিরতার। এই প্রক্রিয়ায় ফজরের নামাজের পর থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত। আবার দুপুর ১টার পর থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তাদের হাতে থাকবে কর্মহীন সময়। এই সময়টাতে তারা করবে শারীরিক কসরতের ক্লাস, খেলাধুলার ক্লাস। কোনো কোনো দিন কোনো সময়ে ইসলামি সংগীত ও আমল-আখলাকের চর্চা,

কম্পিউটার গেইমের মাধ্যমে আনন্দ দান, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, কাপড় ধোয়া, খানা পাকানো, ঘর সাজানো; এককথায় জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের দিবে শিক্ষা, যাতে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা কোনো কাজ করতে অনীহা না করে, ঠেকেনা কোনো কাজে। আশা করা যায় এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীগণ হয়ে উঠবেন স্বনির্ভর, জাতিকে সঠিক ইসলামি নেতৃত্ব দানে সক্ষম। এখান থেকে বের হয়ে আসবে ওমর, হামজা, খালিদ, শহীদ মালেক, ফাতেমা ও আয়েশা (রাঃ)এর যোগ্য উত্তরসুরী। সম্মানীত অভিভাবক, অভিভাবিকা ও সকল আপনজনের নিকট এই মনোবাঞ্ছনা পূরণের দোয়া চেয়ে এখানেই শেষ করছি। পরিশেষে মাফ চাচ্ছি তাদের নিকট শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্মরণের অভাবে যাদের অবদান এখানে লিখে রাখতে পারলাম না। আর তারাও আশাকরি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমার এ লেখাকে; সত্য ইতিহাস লিখতে গিয়ে যদি দিয়ে থাকি কারও হৃদয়ে সামান্যতম ব্যাথা। হে মহান আল্লাহ! আমাদের সকল দূর্বলতা মাফ করে আমাদেরকে মনজিলে মাকছুদে পৌছার তাওফিক দিন। আমীন।

পরিচালনা কমিটির বর্তমান সদস্যরা হলেন -

সভাপতি - সৈয়দ আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবেরি আল মাদানী
খতীব- শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

সহ সভাপতি - মুহাম্মদ নূরুল আবছার, মালিক - অনির্বাণ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
(যিনি হালিশহর ক্যাম্পাসের জন্য ১০ গণ্ডা জায়গা দান করেছেন)

সেক্রেটারি - অধ্যাপক মফিজুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক- ইংরেজি বিভাগ, এস. আই. ডিগ্রি কলেজ।

সহ সেক্রেটারি - নূর মোহম্মদ, মালিক - নিউ মদিনা গ্রুপ

সহ সেক্রেটারি - মুহাম্মদ সাহাব উদ্দীন, মালিক - সারমান কম্পিউটার।

অর্থ সম্পাদক - মাওলানা মমতাজুর রহমান, প্রধান মাওলানা, সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়।

সহ অর্থ সম্পাদক - মুহাম্মদ হোসেন, মালিক - ডায়মন্ড সুইট্স।

সদস্য - এডভোকেট সামশুদ্দিন আহমেদ মির্জা, সাবেক বার সভাপতি, চট্টগ্রাম।

সদস্য - মাস্টার নূরুল ইসলাম, সিনিয়র শিক্ষক - সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়।

সদস্য - ডা. ফজলুল হক, ম্যানেজিং ডিরেক্টর - মেট্রোপলিটন হাসপাতাল, চট্টগ্রাম।

সদস্য - ডা. আবু নাসের, ডাইরেক্টর - ন্যাশনাল হাসপাতাল, চট্টগ্রাম।

সদস্য - মুহাম্মদ শওকত হোসাইন, মালিক - অটোম্যাক্স, চট্টগ্রাম।

সদস্য - অধ্যাপক ড. শাফী উদ্দিন মাদানী, ডীন - কোরআনিক সাইন্স বিভাগ, আন্তঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

সদস্য - মুহাম্মদ আলী হোসেন, সহকারী অধ্যাপক - আন্তঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

- ❖ প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৯৭ সাল।
- ❖ প্রথম প্রিন্সিপ্যাল - মাওলানা খাইরুল বাশার ১৯৯৭- থেকে ৩০-০৮-২০০১ পর্যন্ত
  ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল - বেলায়েত হোসেন ০১-০৯-২০০১ থেকে ০১-১২-২০০১ পর্যন্ত
  ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল - মুহিবুল্লাহিল বাকী নদভী ০২-১২-২০০১ থেকে ৩০-০৯-২০০২ পর্যন্ত
  দ্বিতীয় প্রিন্সিপ্যাল - জনাব আব্দুল হাই ০১-১০-২০০২ থেকে ৩০-০৯-২০০৫ পর্যন্ত
  ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল - বেলায়েত হোসেন ০১-১০-২০০৫ থেকে ১৬-০৫-২০০৬ পর্যন্ত
  তৃতীয় প্রিন্সিপ্যাল - হাফেজ মাওঃ ছাবের আহমদ ১৬-০৫-২০০৬ থেকে ৩০-০৫-২০১০ পর্যন্ত
  ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল - নুর নবী ০১-০৬-২০১০ থেকে ৩০-০৪-২০১১ পর্যন্ত
  ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল - মিসেস হাসিনা ইয়াসমিন ০১-০৫-২০১১ থেকে
- ❖ শুরুতে ছাত্র-ছাত্রী ছিল - ৪৫ জন, বর্তমানে- ৫০০ জন
- ❖ প্রতিষ্ঠান - চান্দগাঁও আবাসিক এলাকাতে - বালক শাখা ও বালিকা শাখা
  হেফজখানা ও আলাদা হোস্টেল
  হালিশহরে মাদ্‌রাসা ও হেফজখানা
  নিজস্ব যানবাহন সমৃদ্ধ

.....

লেখক ঃ সহ-সেক্রেটারী, দারুল ইরফান ট্রাস্ট।

আল-কুরআনে রসায়ন

- হাসিনা ইয়াসমিন

বিজ্ঞানময় জীবনবিধান মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানবজাতির জন্য এক সমুজ্জল জ্যোতি। এ বাণী সত্য-চিরসত্য. এতে ভুল ত্রুটির কোনো অবকাশ নেই। এ চ্যালেঞ্জ আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন- "ইহা সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই"। [আল-বাকারা ঃ ২]

এ গ্রন্থ শুধু ধর্মগ্রন্থই নয়, প্রাচুর্যপূর্ণ বিজ্ঞানের এক মহা উৎসও।

আল্লাহ বলেছেন- "ইয়া-সীন। বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ"। [সূরা ইয়াসিন ঃ ১-২]

"কুরআন আল্লাহ পাকের কালাম"- এ কথার সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, " আল কুরআন একটি মহাবিজ্ঞানময় গ্রন্থ। বিজ্ঞানীগণ যে সকল মন্তব্য করেছেন আল কুরআন সম্পর্কে তা নিশ্চয় বিবিধ প্রমাণাদির ওপর প্রতিষ্ঠিত, কোনো কল্পনা বা ভাবাবেগ তাড়িত নয়। এ ধরণের গবেষণাধর্মী ও চিন্তাশীল লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন-

"নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির ব্যাপারে, রাত ও দিনের আবর্তনে সেসব জ্ঞানী লোকদের জন্য রয়েছে বহুতর নিদর্শন, যারা উঠতে বসতে এবং শু'তে সকল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি ও সংগঠন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে (তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠে) হে আমাদের রব! এসব কিছু তুমি অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করোনি। তুমি উদ্দেশ্যহীন কাজের বাতুলতা হতে সম্পূর্ণ পবিত্র"। [আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১]

বিজ্ঞানের প্রধান শাখাসমূহের মধ্যে রসায়নশাস্ত্র একটি অন্যতম শাখা। এই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের রসায়নবিদ নামে আখ্যায়িত করা হয়। ৮ম শতাব্দীর শেষ দিকে বাগদাদে 'জাবির ইবনে হাইয়ান' নামক একজন প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম রসায়ন শাস্ত্র উদ্ভাবন করেন। তিনি তাঁর "কিতাবুল তাজ"-এ পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, "রসায়নবিদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাজ হলো হাতে-কলমে পরীক্ষা চালানো। যে হাতে-কলমে কিংবা পরীক্ষামূলক কাজ করে না, তার পক্ষে সামান্যতম পারদর্শিতা লাভ করাও সম্ভব নয়"।

জাবির ইবনে হাইয়ানের অবদান মৌলিক। তিনি বস্তুজগতকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করেন।

প্রথম ভাগে স্পিরিট, দ্বিতীয় ভাগে ধাতু এবং তৃতীয় ভাগে যৌগিক পদার্থ। তাঁর এই আবিষ্কারের ওপর নির্ভর করেই পরবর্তী বিজ্ঞানীরা বস্তুজগতকে বাষ্পীয়, পদার্থ ও পদার্থ বহির্ভূত এই ৩ ভাগে ভাগ করেন। জাবিরই সর্বপ্রথম নাইট্রিক এসিড এবং হাইড্রোক্লোরিক এডিসের সংমিশ্রণে "একোয়া রিজিয়া" (স্বর্ণ গলানোর পদার্থ) আবিষ্কার করেন।

পাতন, ঊর্ধ্বপাতন, পরিস্রাবণ, দ্রবণ, কেলাসন, ভস্মীকরণ, গলন, বাষ্পীভবন ইত্যাদির রাসায়নিক সংশ্লেষণের রূপান্তর ও ফলাফল বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি চামড়া ও কাপড়ে রং করার প্রণালী, ইস্পাত প্রস্তুত করার পদ্ধতি, তামা, রূপা, ওয়াটার প্রুফ কাপড়ে বার্নিশ করার উপায়, সোনার জলে পুস্তকে নাম লেখার জন্যে লৌহের ব্যবহার ইত্যাদি আবিষ্কার করেন। তিনি স্বর্ণ ও পরশ পাথর তৈরি করতে পারতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা দুই হাজারেরও বেশি।

১৪০০ শতাব্দীর পূর্বে রসায়ন বিজ্ঞান সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের তেমন বড় একটা ধারণা ছিল না। ১৪০০ শতাব্দীর পরেই রবার্ট বয়েল, জে.এ.সি. চার্লস, বার্জেলিয়াস লেমেরী, ল্যাভয়েঁসিয়ে, ফ্লেডারিক উইলার গে-লুসাক, জন ডালটন, অ্যাভোগেড্রো, সেন্ডেলিফ, মাইকেল ফ্যারাডে, আরহেনিয়াস, লুই প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ নানা প্রকার তত্ত্বে রসায়ন শাস্ত্রকে প্রাণবন্ত করে তুলেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপারে হচ্ছে, উন্নতবিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানীগণ যে সকল তত্ত্ব পরিবেশন করছেন, এসবের অনেকগুলির সাথে আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে হেরা পর্বতের গুহায় হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) এর ওপর নাযিলকৃত বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী আল কুরআনের অনেক আয়াতের সাথে মিল (সাদৃশ্য) আছে। নিম্নের কয়েকটি উদাহরণ থেকে এই তত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া যাবে।

পানি

পানি একটি তরল পদার্থ, পানি আমাদের প্রস্তুত করতে হয় না। পানিকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়মেই পেয়ে থাকি। আমাদের পৃথিবী তিন চতুর্থাংশ পানি দ্বারা বেষ্টিত। পৃথিবীতে যত তরল পদার্থ আছে পানি এসব থেকে অনেকাংশে আলাদা। যেমন :

(ক) পানির কোনো স্বাদ, গন্ধ বা বর্ণ নেই।

(খ) পৃথিবীতে যত তরল দ্রাবক আছে, তার মধ্যে পানিই একমাত্র দ্রাবক যা অন্যান্য পদার্থকে অধিক পরিমাণে দ্রবীভূত করতে পারে। এই গুণের জন্যই আমাদের রক্তের মধ্যে পানির পরিমাণ শতকরা ৮০ভাগ।

(গ) পানি নিরপেক্ষতা বহন করে বলেই তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থসমূহ এর মধ্যে আয়নিত অবস্থায় থাকতে পারে।

(ঘ) অন্যান্য তরল পদার্থ অপেক্ষা পানির তাপ শোষণ করার ক্ষমতা অধিক, তাই আবহাওয়া ও তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে পানির অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনা।

(ঙ) পানিই একমাত্র তরল পদার্থ যা জমাট বাঁধার পর আয়তনে বৃদ্ধি পায়। এই কারণে অধিক শৈত্যে কেবল পানির উপরিভাগ বরফে পরিণত হয়ে পানির উপর ভাসে এবং পানির উপরিভাগে একটি আবরণের সৃষ্টি করে যার ফলে পানির তলদেশে অবস্থানকারী বিভিন্ন প্রকার প্রাণী অধিক শৈত্যের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে প্রাণে বেঁচে যায়।

(চ) পানির উপাদানসমূহের অনুপাত সর্বদা স্থির।

পানির যে গুণটি বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে, তা হচ্ছে রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তা। পানির নিষ্ক্রিয় মাধ্যম বিভিন্ন প্রকার কোষাণুদের বিবিধ ক্রিয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, পানি ছাড়া কোনো জীবন্ত কোষের সৃষ্টি হয় না। ভিন্ন কথায় পানির মধ্যে জীবকোষ গঠিত হয়। সুতরাং যে স্থানে পানি থাকবে না সেখানে জীবনের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায় না। এটিই বর্তমান বিজ্ঞানীদের মতামত। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই বিজ্ঞানীগণ সৌর জগতের বিভিন্ন গ্রহ ও উপগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজ করার পূর্বে পানির উপস্থিতি খোঁজ করা প্রয়োজন মনে করেন। তাই পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদে কোনো প্রাণ আছে কিনা তা কেবল চাঁদের মধ্যে পানির উপস্থিতিই বলে দেবে। এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য ১৯৬৯ সালের ২১ শে জুলাই এ্যাপেলো-১১ নামক নভোযানে চড়ে আমেরিকার নীল আর্মস্ট্রং, এডুইন অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স চাঁদে অবতরণ করে এক ফোঁটা পানির পরিবর্তে যখন বয়ে নিয়ে এলেন শুধু কতগুলো ধূলো তখন থেকেই চাঁদে প্রাণের অস্তিত্বের আশা বিজ্ঞানীদের ত্যাগ করতে হয়। এসব কথা বর্তমান উন্নত বিজ্ঞানের কথা যা ১৪০০ শতাব্দীর পূর্বে মানুষের নিকট এক প্রকার অজানা ছিল। অথচ নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা সেরা বিজ্ঞানী যাঁর সুনিপুণ কারুকার্যে পৃথিবী সৃষ্টি, তিনিই ১৪০০ বৎসর পূর্বে কুরআনে কারীমে তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পানি সম্পর্কে বিশ্বের বিজ্ঞানীগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সে সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামীনের ঘোষণা :

"সত্য অমান্যকারীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে। অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে, তবুও কি এরা বিশ্বাস করবে না"। [সুরা আম্বিয়া ঃ ৩৩]

"আমি বৃষ্টিপূর্ণ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করতে দেই, তার ভান্ডার তোমাদের নিকট নেই"। [আল-হিজর ঃ ২]

"তোমরা যে পানি পান করো সে সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? তোমরাই কি তা মেঘ হতে বর্ষাও, না আমি তা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছে করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না?" [সুরা ওয়াক্বিয়া ঃ ৬৮-৭০]

"তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা (জোড়ায় জোড়ায়) বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন"। [আত-ত্বা-হা ঃ ৫৩]

এছাড়াও পানি সম্পর্কিত আলোচনা যে সমস্ত আয়াতে এসেছে সেগুলো হলো : আল বাক্বারা ঃ ২২, ফাতির ঃ ৯, আল আনআম ঃ ৯৯, আল-আরাফ ঃ ৭, আন-নূর ঃ ৪৩, মূলক ঃ ৩০, আল জাসিয়া ঃ ৫, আন-নহল ঃ ১০-১১। আল-কুরআনের উক্ত ঘোষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহপাক পানি দিয়েই সকল প্রকার প্রাণের

অস্তিত্ব প্রদান করেছেন। অর্থাৎ জীবকোষ গঠনের জন্য পানি প্রয়োজন। এই কারণেই বিশ্বের বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই পানির মধ্যেই সকল জীবকোষকে গঠিত হতে দেখেছেন। আল-কুরআনের উক্ত ঘোষণা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের নিকট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থিরানুপাত সূত্র ঃ

রসায়ানবিদগণের মতে দুই বা ততধিক পদার্থের পরস্পর ক্রিয়ার ফলেই এক বা একাধিক নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং যে প্রক্রিয়ায় পদার্থসমূহ পরস্পর ক্রিয়া করে তাকে রাসায়নিক বিক্রিয়া ও সৃষ্ট পদার্থটিকে রাসায়নিক যৌগ বলে । উদাহরণস্বরূপ, লৌহের সহিত গন্ধক মিশ্রিত করে উত্তপ্ত করলে লৌহ এবং গন্ধক পরস্পর ক্রিয়া করে ফেরাস সালফাইড নামক রাসায়নিক যৌগ সৃষ্টি করে। লৌহ ও গন্ধকের এইরূপ ক্রিয়াকে নিম্নলিখিত বিক্রিয়া দ্বারা দেখানো যেতে পারে।

$$Fe + S = Fes$$

ফেরাস (লৌহ) সালফার (গন্ধক) ফেরাস সালফাইড

এখানে ফেরাস সালফাইড যৌগে লৌহ ও গন্ধকের পরমাণুর অনুপাত ১ ঃ ১। অর্থাৎ লৌহ ও গন্ধক পরিমাণ মতো পরস্পর সংযুক্ত হয়ে ফেরাস সালফাইড যৌগ গঠন করেছে। লৌহ ও গন্ধকের এই পরিমাণের অনুপাত সর্বদা স্থির। ভিন্ন কথায় ফেরাস সালফাইড যৌগ পৃথিবীর যেখানে যেভাবেই গঠিত হোক না কেন, তাতে লৌহ ও গন্ধকের পরমাণুর অনুপাত অবশ্যই ১ ঃ ১ থাকবে। আর একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হতে পারে।

আমরা জানি, পানি একটি রাসায়নিক যৌগ, এর সংকেত (H_2O)। এই সংকেত থেকে দেখা যাচ্ছে যে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি অক্সিজেন পরমাণুর সাথে সংযুক্ত হয়ে পানি গঠন করে। এই পানির মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর অনুপাত ২ ঃ ১

$$H_2 + O \rightarrow H_2O$$

অর্থাৎ পুকুর, নদী, সমুদ্র বা বৃষ্টি যেখান থেকে পানি পাওয়া যাক না কেন, তাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, পানির মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুর অনুপাত ২ ঃ ১ এবং এটি স্থির। ভিন্ন কথায় বলা যায়, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের নির্দিষ্ট পরিমাণ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে পানি গঠন করে।

এমনি আরও অনেক রাসায়নিক যৌগ পরীক্ষা করার পর প্রখ্যাত ফরাসী রসায়নবিদ প্রাউস্ট ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ঘোষণা করেন- "একই যৌগে (একটি) মৌলসমূহ নির্দিষ্ট ওজন অনুপাতে যুক্ত থাকে"।

উক্ত রাসায়নিক সংযোগ সূত্রটিকে রসায়ন বিজ্ঞানে স্থিরানুপাত সূত্র নামে অভিহিত করা হয়। এই সূত্রটি রসায়ন বিজ্ঞানে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। এটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য নির্ণায়ক একটি অন্যতম সূত্র। রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিভিন্ন মৌলসমূহ যে নির্দিষ্ট ওজন অনুপাতে পরস্পর সংযুক্ত হয় তা উক্ত সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। রাসায়নিক বিক্রিয়া পদার্থের গঠন বিশ্লেষণে সহায়ক হয়। অর্থাৎ একমাত্র রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা যেকোনো পদার্থের গঠন পন্থা নির্ণয় করা যায় এবং এর ফলেই রাসায়নবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তাই প্রাউস্টের উক্ত সূত্রটি রসায়ন বিজ্ঞানে একটি সম্মানজনক স্থান দখল করে সেই সাথে প্রাউস্টও অনেক যশ ও খ্যাতির অধিকারী হন। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, বিজ্ঞানী প্রাউস্ট যে সময়ে উক্ত স্থিরানুপাত সূত্রের ঘোষণা দেন তার প্রায় ১২০০ বৎসর পূর্বে বিশ্বে আবির্ভূত আল কোরআনে আল্লাহ তায়ালা উক্ত স্থিরানুপাত সূত্র সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেন।

পবিত্র কালামে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন-

" নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ) প্রত্যেক জিনিস বা বিষয় তার নির্দিষ্ট পরিমাণ দিয়ে সৃষ্টি করেছি"। [আল ক্বামার ঃ ৪৯]

"আমি পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি সুপরিমিতভাবে"। [আল হিজর ঃ ১৯]

উক্ত আল কোরআনের ঘোষণা ও বিজ্ঞানী প্রাউস্টের আবিষ্কার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যাবে উভয় ঘোষণা একই প্রকার অর্থ বহন করে। তবে পার্থক্য একটি আছে এবং সেটি হচ্ছে এই যে বিজ্ঞানে দুইটি বিষয় আছে। একটি তত্ত্বীয় জ্ঞান বা Theoretical Knowledge এবং অপরটি গবেষণালব্ধ জ্ঞান বা Practical Knowledge. বিজ্ঞানীর চিন্তা বা কল্পনা থেকে প্রথমে এর উৎপত্তি ঘটে। পরবর্তীকালে গবেষণালব্ধ ফলাফল

দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উক্ত Theoretical Knowledge এর সত্যতা যাচাই করা হয়। উক্ত Law of Definite Proportion বা স্থিরানুপাত সূত্রটির দুইটি দিক আছে। আল-কুরআনের ঘোষণাটি উক্ত সূত্র অর্থাৎ Theoretical Knowledge এবং ১২০০ বৎসর পর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে প্রাউস্ট কর্তৃক উক্ত সূত্রের নির্ভুলতা প্রমাণ করাকে পরীক্ষালব্ধ ফল বা Practical Knowledge বলে গণ্য করা যেতে পারে। Theoretical Knowledge বা তত্ত্বীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের বাহক এবং গবেষণাগার সকল কর্মকান্ডের মূল উৎস। এই দিক দিয়ে বিচার করলে উক্ত Law of Definite Proportion বা স্থিরানুপাত সূত্রটির মূল উৎস আল-কুরআনের নয় কি?

নাইট্রোজেন চক্র

পৃথিবীতে আমাদের চতুর্দিকে পদার্থসমূহের যে সকল প্রাকৃতিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, তা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হচ্ছে বলে বর্তমান রাসায়নবিদদের ধারণা। তাঁরা আরও মনে করছেন যে, এই প্রাকৃতিক পরিবর্তন নিশ্চয় চক্রাকারে ঘুরছে। তাহলে এই পৃথিবীতে প্রাণীসমূহের জীবনধারণের জন্য যে সকল পদার্থ আছে তা একদিন নিঃশেষ হয়ে যেত। কিন্তু তা না হয়ে হাজার হাজার বৎসর যাবৎ হাজার হাজার কোটি প্রাণী ঐ একই পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে একটি নির্দিষ্ট ব্যবধান পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করছে এবং মরছে, অথচ প্রাণীসমূহের জীবনধারণের দ্রব্যাদি নিঃশেষ হচ্ছে না। প্রাণীসমূহের এইরূপ জীবনধারণের রহস্য উদঘাটনের জন্য বিজ্ঞানীগণ সকল প্রাকৃতিক পরিবর্তকে রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

বায়ুমন্ডলের প্রধান দুইটি উপাদান অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নিজ নিজ ধর্ম অক্ষুণ্ন রেখে পাশাপাশি অবস্থান করছে। বজ্রবৃষ্টির সময় যখন বিদ্যুৎ ক্ষরণ হতে থাকে, তখন বিদ্যুৎ ক্ষরণের কাছাকাছি এলাকার অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরস্পর যুক্ত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করে যা পরক্ষণে অতিরিক্ত বায়ুর অক্সিজেনের সংস্পর্শে নাইট্রোজেন ডাই অক্সইডে পরিণত হয়।

$$N_2 + O_2 \rightarrow 2NO \xrightarrow{O_2} 2NO_2$$

উৎপন্ন নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড বৃষ্টির পানির সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রিক এসিড গঠন করে।

$$2NO_2 + H_2O \rightarrow HNO_3 + HNO_2$$

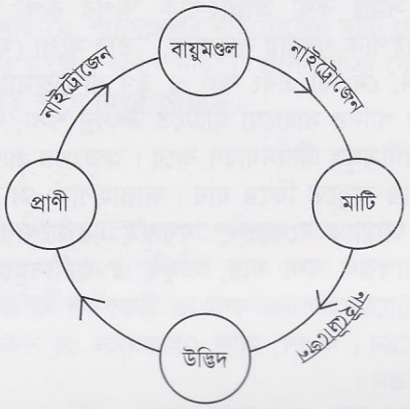

নাইট্রোজেন চক্র

উৎপন্ন নাইট্রিক এসিড বৃষ্টির পানির সাথে মাটির বুকে নেমে আসে এবং ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার যৌগের সাথে বিক্রিয়া করে। ফলে মাটির মধ্যে নানা প্রকার ধাতব নাইট্রেট গঠিত হয়। এই সকল ধাতব নাইট্রেট মাটির সাথে মিশ্রিত হয়ে উদ্ভিদের সারবস্তুতে পরিণত হয়। উদ্ভিদসমূহ তাদের শিকড়ের সাহায্যে মাটির সার বস্তু থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে এবং দেহে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গঠন করে। প্রাণীসমূহ উদ্ভিদ ভক্ষণ করে উক্ত প্রোটিন সংগ্রহ করে। কিন্তু মৃত্যুর পর ডিনাইট্রিফাইং জীবাণু দ্বারা দেহের পচন হলে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন পুনরায় বায়ুতে মিশে যায়। এইরূপে নাইট্রোজেন বৎসরের পর বৎসর বায়ুমন্ডল থেকে মাটি, মাটি থেকে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ থেকে প্রাণী এবং প্রাণী থেকে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। ফলে বায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেনের কোনো হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটছে না। পৃথিবীর শুরু থেকে একই পরিমাণ নাইট্রোজেন উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহের দেহের গঠনে অংশ নিচ্ছে কিন্তু পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে না বলেই খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষ হচ্ছে না।

প্রাণী সমূহের জীবনধারণের রহস্য সম্পর্কে এটাই হচ্ছে বর্তমান রসায়নবিদগণের মতামত।

নাইট্রোজেন চক্র একটি প্রাকৃতিক ঘটনা যা একই নিয়মে পৃথিবীর বুকে বৎসরের পর বৎসর ঘটে যাচ্ছে। অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হওয়ার আগে বিজ্ঞানীদের নিকট নাইট্রোজেন সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু আজ

থেকে ১৪০০ বৎসর পূর্বে বিশ্বের কল্যাণে আবির্ভূত আল-কুরআনে এই নাইট্রোজেন চক্রের কথা উল্লেখ আছে। মহান আল্লাহতায়ালা প্রাণীসমূহের জীবন রহস্য উদঘাটনের নিমিত্তে নাইট্রোজেন চক্রকে পরোক্ষভাবে ইংগিত করে আল কোরআনে বলেছেন -

"মানুষ যেন খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করে। আমি বিচিত্রভাবে পানি বর্ষণ করেছি তারপর অপূর্ব রূপে মাটিকে করেছি বিদীর্ণ। অবশেষে তার মধ্যে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, সবজি, জয়তুন, খেজুর, কুঞ্জ-কানন, মেওয়া এবং ফল ও তৃণ যা তোমাদের পশুপালন ও জীবিকার জন্য উপকারী "। [আবাসা ঃ ২৪ - ৩১]

"তিনি অবতীর্ণ করেছেন তোমাদের জন্য আকাশ হতে পানি। তাতে আছে তোমাদের পানীয়। তার সাহায্যে জন্মে থাকে গাছপালা। তাতে তোমরা পশু চরিয়ে থাক। তিনি তা দ্বারা উৎপাদন করে থাকেন শস্য, জয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর এবং প্রত্যেক রকমের ফল। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য আছে অনেক নিদর্শন"। [আন নহল- ১৯০-১৯১]

পৃথিবীতে প্রাণীসমূহের খাদ্য কেন নিঃশেষ হয় না, এটিই ছিল আলোচ্য বিষয়। তাই আল্লাহপাক উল্লিখিত সূরা "আবাসার" আয়াতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, "মানুষ যেন খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করে।" দ্বিতীয় আয়াতে বলেছেন "আমরা বিচিত্রভাবে পানি বর্ষণ করেছি।" সমুদ্রের পানি কিভাবে বাষ্পে পরিণত হয়ে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বৃষ্টিরূপে মাটিতে পড়ে এবং বজ্রবৃষ্টির সময় বিদ্যুৎ ক্ষরণ দ্বারা বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন নাইট্রিক এসিডরূপে বৃষ্টির পানির সাথে মাটিতে নেমে আসে তা আমরা উল্লিখিত নাইট্রোজেন চক্রে দেখেছি। এসব কথা আল্লাহপাক একত্রে 'বিচিত্র' শব্দ দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন। এখানে 'বিচিত্র' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেছেন, "অপূর্বরূপে মাটিকে করেছি বিদীর্ণ"। আমরা নাইট্রোজেন চক্রে দেখেছি বৃষ্টির পানির সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন নাইট্রিক এসিডরূপে মাটিতে নেমে এসে বিভিন্ন সার বস্তুতে পরিণত হয় এবং মাটির সঙ্গে মিশে মাটিকে এমনভাবে নরম করে দেয়, যার ফলে উদ্ভিদ তার শিকড়ের সাহায্যে অতি সহজেই মাটি থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে।

এই সমস্ত কথা আল্লাহপাক 'অপূর্ব রূপ' শব্দ দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন। ঐ একই আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহপাক পুনরায় বলেছেন, "তার মধ্যে (মাটিতে) উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, সবজি, জয়তুন, খেজুর, কুঞ্জ-কানন, মেওয়া এবং ফল ও তৃণ যা তোমাদের ও তোমাদের পশুপালনের জীবিকার জন্য উপকারী"। অর্থাৎ বৃষ্টির পানির সাহায্যে মাটিতে উৎপন্ন শস্য, আঙ্গুর, সবজি ও জয়তুন ইত্যাদি ফল ও তৃণ খেয়েই মনুষ্য সকল ও প্রাণীসমূহ জীবনধারণ করে। অতঃপর প্রাণীসমূহের মৃত্যুর পর দেহের পচন হলেই বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন পুনরায় বায়ুতে ফিরে যায়। আল্লাহপাক সে কথা সরাসরি উল্লেখ না করে পরোক্ষভাবে উল্লিখিত সূরা নহলের শেষ আয়াতে বলেছেন, "যথার্থই এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য আছে অনেক নির্দশন"। এই আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা যায়, মানুষ ও প্রাণীসমূহের জীবনধারণের রহস্য উদঘাটনের পিছনে রয়েছে অনুল্লিখিত নাইট্রোজেন চক্রের কথা যা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ঠিকই বুঝতে পারবে, সেই কথারই নিশ্চয়তা আল্লাহতায়ালা দিয়েছেন। কারণ, আল কোরআনে যে সকল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তা উপলব্ধি করার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন।

পুনর্জীবন লাভ

সবুজ বনে আচ্ছাদিত উদ্ভিদ, তুষারে আবৃত পাহাড়, বিশাল সমুদ্র জলরাশি সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা দ্বারা গড়ে উঠা বড় বড় শহর ও বন্দর, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, এবং নক্ষত্রে সুশোভিত আকাশমণ্ডল একদিন আল্লাহতায়ার নির্দেশে ধ্বংস হয়ে যাবে। থাকবে না কোনো কিছুর অস্তিত্ব। সবই মুহূর্তের মধ্যে শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে, কেবল মানুষের মৃতদেহ পুনরুজ্জীবিত হয়ে একত্রিত হবে রোজ কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ তায়ালার সামনে পাপ পুণ্যের হিসাব-নিকাশের জন্য। এই সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা আল কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন -

"যখন আকাশমণ্ডল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, তারকারাজি বিচ্ছিন্ন হবে এবং সমুদ্রসমূহ দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে আর কবরসমূহ খুলে দেয়া হবে তখন প্রত্যেক মানুষ তার আগের ও পরের কৃতকর্ম জানতে পারবে"। [আল ইনফিতর- ১-৫০] "তারা কি জানে না, কেমন করে আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টি করে থাকেন? পুনরায় তিনিই তাকে জীবিত করে তুলবেন। নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষে এ কাজ সহজ"। [আনকাবুত]

"এখন সে আমার ওপর দৃষ্টান্ত ও উপমা প্রয়োগ করে এবং নিজের জন্ম ও সৃষ্টির ব্যাপারটি ভুলে যায়। তারা বলে, কে এই অস্থিগুলিকে জীবন্ত করবে, যখন এটি জরাজীর্ণ (বিগলিত) হয়ে যাবে? বল! এগুলোকে তিনিই

জীবিত করবেন যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তো সৃষ্টির সব কাজই জানেন"। [ইয়াসীন-৭৮-৭৯]

পুনঃ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাপাকের ঘোষণা রয়েছে আরও বিভিন্ন আয়াতে- সূরা আল ওয়াক্বিয়া ঃ ৬০-৬১, আল আদিয়াত ঃ ৯-১১, আল হজ্ব ঃ ৫-৬, আল ক্বিয়ামাহ ঃ ৩৬-৪০, আল যিলযাল ঃ ৬-৮, আল হাদীদ ঃ ১৭, আস সাফফাত ঃ ১৬-২১, আল বাক্বারা ঃ ২৮।

সকল মানুষের মৃতদেহের পুনর্জীবন লাভ সম্পর্কে আল কোরআনের উক্ত আয়াতসমূহ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ মেনে নিলেও নাস্তিকগণ কিছুতেই মানতে চান না। তাদের মতে মৃত্যুর পর সবই অন্ধকার। মানুষের মরদেহ ধ্বংস হয়ে মাটিতে মিশে গিয়ে বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং ঐ সকল বিচ্ছিন্ন উপাদানের সংযোগ ঘটিয়ে পুনর্জীবন লাভ কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে যুগে যুগে লেনিন, কার্লমার্কসের মতো শত শত নাস্তিক ভুখা নাঙ্গা এবং অজ্ঞ কৃষক মজুরদের বিভ্রান্তির দিকে ডাক দিয়ে তাদের জনজীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। এই সকল নাস্তিকদের মতে মানুষ ইচ্ছা ও শক্তির সমন্বয়ে নিজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। এর ওপর তাকদীর বা আর কোনো শক্তি নেই। দুনিয়া কিংবা আখেরাতে আল্লাহ বলে কেহ নেই সুতরাং পাপ পুণ্যে বিশ্বাস করা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়।

নাস্তিকদের উক্ত মিথ্যা ধারণা ভুল প্রমাণিত করার জন্য ধর্মপ্রাণ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা করেছেন। কিন্তু এসব যুক্তি তর্ক তত্ত্বীয় জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বলেই অনেকের কাছে এগুলো তেমন কোনো রেখাপাত করতে পারেনি। তবে রসায়নশাস্ত্রের সাহায্যে রসায়নবিদগণ মানুষের মৃতদেহের পুনর্জীবন লাভের পক্ষে যে সকল প্রমাণাদি তুলে ধরেছেন, তা নাস্তিকদের মধ্যে যে শুধু আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা নয়, সেই সাথে আল কোরআনে ঘোষিত মানুষের মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করার মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। রসায়নবিদগণের মতে পদার্থ ধ্বংস হয় না। কেবল এক অবস্থা থেকে ভিন্ন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। পদার্থের এই রূপান্তর যে চক্রাকারে সংঘটিত হচ্ছে তার বহু উদাহরণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

১ম উদাহরণ ঃ উপরে আলোচিত নাইট্রোজেন চক্রে আমরা দেখেছি যে, বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন মাটি থেকে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ থেকে প্রাণী এবং প্রাণী থেকে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যাচ্ছে। অর্থাৎ নাইট্রোজেনের যাত্রা যেখান থেকে শুরু হয়েছে বিভিন্ন অবস্থা ভেদ করে পুনরায় নাইট্রোজেন একই স্থানে ফিরে আসছে।

N_2 + O_2 = $2NO$

নাইট্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রিক অক্সাইড

২য় উদাহরণ ঃ পানি একটি তরল পদার্থ। বিশাল সমুদ্রের জলরাশি উত্তাপে বাষ্পে পরিণত হয়ে মেঘে রূপ নিচ্ছে এবং পাহাড়ের গায়ে মেঘ যখন ধাক্কা খাচ্ছে তখন পানি পুনরায় বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর বুকে নেমে এসে নদীর স্রোত হয় এবং সমুদ্রের সাথে মিলে যায়। পানির এই রূপান্তর নিচের সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

H_2O ⇆ H_2O

তরল পানি বাষ্প পানি

উক্ত উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের পানি তরল অবস্থা থেকে বাষ্পীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে পুনরায় সমুদ্রের পানিতে ফিরে আসছে।

৩য় উদাহরণ ঃ অ্যামোনিয়া একটি যৌগ। একে তাপ দিলে এটি মৌলিক উপাদান নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনে বিভক্ত হয়। আবার উৎপন্ন নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন ২০০ বায়ুচাপে এবং ৫৫০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় লৌহ প্রভাবকের উপস্থিতিতে পরস্পর সংযোজিত হয়ে অ্যামোনিয়া গঠন করে।

$N2H_3$ ⇆ N_2 + $3H_2$

অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন

উক্ত উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অ্যামোনিয়া যৌগটি তার মৌলিক উপাদানে বিভক্ত হয়ে পুনরায় অ্যামোনিয়া যৌগে পরিণত হচ্ছে।

৪র্থ উদাহরণ ঃ ক্যালসিয়াম কার্বনেট একটি রাসয়নিক যৌগ। একে তাপ দিলে চুন ও কার্বন ডাই অক্সাইডে বিয়োজিত হয়। উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং চুনকে একটি বদ্ধ পাত্রে উত্তপ্ত করলে পুনরায় ক্যালসিয়াম

কার্বনেট পাওয়া যায়।

$$CaCO_3 \leftrightarrows CaO + CO_2$$

ক্যালসিয়াম কার্বনেট ক্যালসিয়াম অক্সাইড কার্বন-ডাই-অক্সাইড

এভাবে রসায়ন শাস্ত্রের বহু উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, একই পদার্থ ভিন্ন অবস্থায় রুপান্তরিত হয়ে আবার পূর্বাবস্থায় অতি সহজে ফিরে আসতে পারে। পদার্থের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা সম্পর্কে রসায়নবিদগণ যদি একমত হন, তা হলে মানুষের জৈবিক অবস্থা থেকে মৃত অবস্থা এবং মৃত অবস্থা থেকে পুনরায় জৈবিক অবস্থায় ফিরে আসা সম্পর্কে সন্দেহ কেন?

মধু

মহানবী (সাঃ) ফুল ভালবাসতেন। তিনি এ ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এভাবে - "জোটে যদি মোটে একটি পয়সা খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি, দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেক তার ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী?

মনীষী আগাথা হ্যারিসন পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, "আপনি কি মানুষকে বলবেন না যে ক্ষুদ্র একখন্ড ভূমিতে ফুলের চাষ করো? দেহের পক্ষে যেমন খাদ্যের আবশ্যক তেমনি আত্মার পক্ষেও সৌন্দর্যের প্রয়োজন"। আসলে ফুল শুধু আত্মার খোরাক দিয়েই ক্ষান্ত থাকে না, একইসাথে উদারভাবে বিলিয়ে দেয় মধু।

মধু একটি শর্করা জাতীয় খাদ্য। এতে প্রচুর গ্লুকোজ (৩৫%) আছে যা শরীরের মধ্যে অতি দ্রুত গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়ে রক্তধারার সাথে মিশে যায়। তাছাড়া মধুতে কয়েক প্রকারের শর্করা ও প্রোটিন থাকায় বিপাকে সহায়তা করে এবং শরীরের গঠন ও ক্ষয়পূরণের সহায়ক ভূমিকা রাখে।

মধুর একটি বিশেষ গুণ হলো এটি পানি শোষক। মানুষের মগজের উপর একটি পাতলা পর্দা আছে, উক্ত মগজ এবং পর্দার মাঝখানে যখন জলীয় বাষ্প সঞ্চিত হতে থাকে, তখনই মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দিনে দিনে বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যায়। নিয়মিত মধু সেবন করলে মগজ ও পর্দার মাঝে সঞ্চিত জলীয় বাষ্প মধু শোষণ করে দুর্বলতা দূর করে এবং শরীরকে সবল করে।

মধুর রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে রসায়নবিদগণ প্রমাণ করলেন, মানব দেহের জন্য যে সকল ভিটামিন দরকার তার প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ মধুর মধ্যে উপস্থিত। যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক ইভি মেকোলাই মধুর গুণ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন, মধু শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করে। হৃৎপিন্ড বিশেষজ্ঞ ডাঃ থোমাস ও ডাঃ আরনল্ড লোব্যান্ড এর মতে এটি হৃৎপিন্ড দুর্বলতায় কার্যকর। তাই আয়ুর্বেদিক ঔষধে মধুর ব্যবহার সুপ্রাচীন। এই সকল চিকিৎসা মতে 'মধু' চক্ষুর হিতকারী, স্বরবর্ধক, ব্রণ প্রতিষেধক, শরীরের কোমলতা বৃদ্ধি, হিক্কা, বমি, কাশি, জ্বর, অতিসার, কৃমিনাশক, বর্ণ প্রসাধক, মেধাজনক ইত্যাদি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের গবেষণা অনুযায়ী প্রতি ১০০ গ্রাম খাঁটি মধুতে রয়েছে।

জলীর অংশ	১৮.০০ গ্রাম
খনিজ পদার্থ	০.২০ গ্রাম
প্রোটিন	০.৩০ গ্রাম
শর্করা	৭৯.৫০ গ্রাম
ভিটামিন বি-২	০.০৪ গ্রাম
ভিটামিন সি	৪.০০ মিলিগ্রাম
ক্যালসিয়াম	৫.০০ মিলিগ্রাম
লৌহ	০.০৯ মিলিগ্রাম
খাদ্যশক্তি	৩১৯-০০ কিলোক্যালরী

উল্লেখ্য, শুষ্ক মওসুমে মধুতে ১৩% এবং বর্ষাকালে ১৮৫% জলীয় অংশ (পানি) থাকে। মধুতে সর্বাধিক পরিমাণে যে খাদ্যোপাদানটি আমরা পাই তা হলো শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক ক্যালরির চাহিদা শতকরা ৩০ ভাগ শর্করা জাতীয় খাদ্য দ্বারা পূরণ করা উচিত। দেহের শর্করার কাজ হচ্ছে শরীরে তাপ উৎপন্ন করে কর্মশক্তি জোগানো, স্নেহ পদার্থের দহনে সহায়তা করে খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি করে আহারে তৃপ্তি আনয়ন।

মধুর ব্যবহারের ক্ষেত্র যথার্থই পর্যাপ্ত। আবহমান কাল থেকেই মানুষ মধুকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করতো। তবে

জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হওয়ার আগে বিভিন্ন রোগের ঔষধ রূপে মধুর ব্যবহার মানুষের অজানা ছিল। মধু যে অনেক ব্যাধির উত্তম মহৌষধ এ সম্পর্কে আজ থেকে ১৪০০ বৎসর পূর্বে সর্ব প্রথম যে ধর্মগ্রন্থ সুসংবাদ বয়ে আনে তা হচ্ছে আল কুরআন। বিশ্ব মানবতার কল্যাণেই যে আল কুরআনের আবির্ভাব ঘটেছে তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণা থেকে সুস্পষ্ট।

"আর লক্ষ্য করো, তোমার প্রভু মধু মক্ষিকার প্রতি এই নির্দেশ করেছেন যে পাহাড়ে-পর্বতে, বৃক্ষ এবং উপরে ছড়ানো ডাল পালায় নিজেদের মৌচাক নির্মাণ করো। অতঃপর রকম বেরকমের ফলের রস চুষে নাও এবং তোমার প্রভুর নির্ধারিত পথে চলতে থাকো। এই মক্ষিকার ভিতর হতে রং বেরঙের শরবত বের হয়। আর এর মধ্যেই আছে আরোগ্যের দৃঢ় উপাদান মানুষের জন্য। নিশ্চয়ই এতেও একটি নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা গবেষণা করে"। [আন নহল ঃ ৬৮-৬৯] বলা প্রয়োজন যে, নিখিল জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রিয় খাবারসমূহের অন্যতম ছিল মধু।

বিজ্ঞান স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যুগে যুগেই পরিবর্তনশীল। কুরআন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। মানুষের প্রয়োজনের নিমিত্তে যা কিছু দরকার এমন আদেশ-উপদেশ, তত্ত্ব, জ্ঞান, তথ্য ইশারা ও প্রেরণা কোনো বৈজ্ঞানিক গ্রন্থেই আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা যেসব থিওরী আবিষ্কার করেছেন এসব তো কোরআনে আছেই, উপরন্তু এমন কিছু আছে যা বিজ্ঞানীরা আজকেও ভাবতে পারেননি। আকাশ তত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব, দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু এ বিশ্বে আছে তার সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা বিজ্ঞান দিতে পারেনি। কল্পনার জালে অনেক সময় যা ধরেছে তা যে কল্পনা ব্যতীত নয়, কুরআন তা ঘোষণা করে সচেতন করেছে।

"সত্যের সম্মুখে কল্পনা কিছুমাত্র ফলপ্রদ হবে না"। [আন-নাজম ঃ ২] এ বাণী কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করেছে। মিথ্যা কল্পনার অবসান ঘটিয়েছে। তাই বিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা তাদের অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞানের মাধ্যমে বলেছেন- "We have seen that, the new, self consciousness of science has resulted in the recognition that its claims were greatly exaggerated". [Limitations of science, Page - 149

(বিজ্ঞান এত দিন ধরে যে দাবি করে আসছে তার অধিকাংশই যে অতিরঞ্জিত বিজ্ঞানের নবজাগ্রত আত্মচেতনা এ সত্য এখন পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে)।

উক্ত আলোচনা থেকে এটাই সুস্পষ্ট যে, বিজ্ঞানের আলোচনা না করলে যেমন কুরআনের প্রকৃত মর্যাদা বোঝা যায় না তেমনি কুরআনের মহাবাণীগুলো গভীরভাবে চিন্তা না করলেও বিজ্ঞানের পথ সুগম হয় না। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনও গবেষণা করতে গিয়ে কুরআনের সত্যতা ও বিশালত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন-

"Science without religion is lame and religion without science is blind". (Philip Frank Einistine, Page - 342)

অর্থাৎ ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু এবং বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ। সুতরাং সুস্থ, নিরাপদ বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়তে বিজ্ঞানময় গ্রন্থ আল-কুরআনকে অধ্যয়ন করতে হবে গভীর মনোনিবেশ সহকারে। বের করে আনতে হবে কুরআনের সার নির্যাস। আলোকিত করতে হবে নিজেকে, সমাজকে, ভুবনকে। আর এ কাজ করে যেতে হবে নিরলসভাবে।

তথ্যসূত্র ঃ
* তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন- সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ
* তাফহীমুল কুরআন- সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী
* মা'আরেফুল কুরআন- মুফতী মুহাম্মদ শফী
* বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান - ডঃ মরিস বুকাইলি
* The Origin of Man - ডঃ মরিস বুকাইলি
* সৃষ্টি রহস্য- মোঃ আলমগীর
* ঈমানী জীবনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপরিহার্যতা- মোহাম্মদ জামালুদ্দিন
* কোরআনে বিজ্ঞান- ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম মুয়াযযাম
* বিশ্বের মুসলিম মনীষীদের কথা- মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুর রহমান আশরাফী

.....

প্রবন্ধকার ঃ প্রিন্সিপ্যাল (ইনচার্জ), দারুল ইরফান একাডেমি।

ছাত্রজীবনে সাফল্য লাভের উপায়

মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম

ছাত্রীজীবন একজন স্বাধীনচেতা, আত্মপ্রত্যয়ী আদর্শ মানুষের কর্মজীবনের প্রস্তুতিকাল। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার চরমতম বিপর্যয়ে যুব সম্প্রদায় নৈতিক অবক্ষয়ের অনল সাগরে জ্বলে-পুড়ে মানবতা সুলভ সকল গুণাবলীকে ছাই করে দিয়ে আধুনিক জাহেলিয়াতের অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। অপসাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ছাত্র সম্প্রদায়কেও উচ্ছৃঙ্খলতা, মাদকাসক্তি, যৌন উন্মাদনা এমনকি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত করে গন্তব্য স্থলে পৌঁছার অনেক পূর্বেই চলার পথ থেকে ঝরে পড়তে বাধ্য করছে। মাতা-পিতারা আজ ছেলে-মেয়েদের নিয়ে চরম উৎকণ্ঠা ও উদ্বিগ্নতার মধ্যে কালাতিপাত করছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্যবসায়িক মানসিকতা, দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অরাজকতা, শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নকারী, পরিচালনাকারী ও বাস্তবায়নকারীদের অদূরদর্শী ও অপরিণামদর্শী কারিকুলাম, পদ্ধতিগত জটিলতা, সেশানজট, ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি মারাত্মক সমস্যাদি শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক মেধা বিকাশে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা সৃষ্টি করছে। এর মধ্যেও আমি বিশ্বাস করি জাতীয় জীবনে বিশেষ ভূমিকা ছাত্রদের দ্বারাই সাধিত হবে। ফুল বাগানে মধুমক্ষিকা ও ভোমরা উভয়ই বিচরণ করলেও মধুমক্ষিকার আহরিত ফুলের রেণু হতে মধু উৎপাদিত হয় এবং ভোমরার আহরিত ফুলের রেণু থেকে সৃষ্টি হয় বিষ। আমার দীর্ঘ ৩৫ বৎসরের শিক্ষকতা জীবনে শিক্ষাঙ্গনের এ ফুল বাগিচায় মধু আহরণকারী মধুমক্ষিকার সংখ্যা কম দেখতে পেলেও যাদের পেয়েছি তাদের নিয়ে আমি আনন্দিত ও গর্বিত। দামী জিনিস সংখ্যায় সবসময় অল্পই হয়ে থাকে। শিক্ষাঙ্গনের ন্যায় এ পবিত্র ফুল বাগিচায় মধুমক্ষিকারূপী যেসব শিক্ষার্থী মধু আহরণ করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্যেই আজকের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আত্মবিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন ঃ

ছাত্রজীবনে সফলতা লাভ করতে হলে সর্বপ্রথম যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে, তা হচ্ছে নিজের ওপর এবং নিজের শক্তির ওপর আস্থা স্থাপন। নিজের মনোদৈহিক প্রক্রিয়াকে একটু বুঝতে চেষ্টা করলেই এই আস্থা ও আত্মবিশ্বাস অনেকগুণ বেড়ে যাবে। নিজের ৫ শতাধিক মাংসপেশী, ২৬০টির অধিক হাড়, ৫০ ট্রিলিয়ন দেহ কোষ বা সেলের সমন্বয়ে গঠিত এ শরীরের প্রতিটা সেলে খাবার পৌঁছানোর জন্যে রয়েছে শিরা ও ধমনীর ৬০ মাইল দীর্ঘ পাইপ লাইন। আর প্রতিটা মানুষের হার্ট কোনো রকম ক্লান্তি বা প্রতিবাদ ছাড়াই প্রতিদিন একলক্ষবার স্পন্দনের মাধ্যমে ১৬ শত গ্যালনেরও বেশি রক্ত পাম্প করে দেহকে সচল রাখছে। এসব কিছু ভাবলে হতবাক হতে হয়। কেউ যদি তাকে অভাবগ্রস্থ মনে করে থাকে, তবে এর চেয়ে বড় ভ্রান্তি আর কিছুই হতে পারে না। কারণ মানুষের মনোদৈহিক কার্যক্রম পরিচালনাকারী ব্রেন হচ্ছে যেকোনো কম্পিউটারের চাইতে কমপক্ষে দশলক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালী। কম্পিউটারের দামের অনুপাতে একজন মানুষের ব্রেনের আর্থিক মুল্য কমপক্ষে ৪ হাজার কোটি টাকা। মানুষের ব্রেনের ক্ষমতার সৃজনশীল প্রয়োগের কারণে বর্তমান সভ্যতার উন্মেষ সাধিত হয়েছে। এসব কিছুই মহান আল্লাহ পাকেরই অনন্য ও অমূল্য অবদান। কোনো মানুষের পক্ষে এর মূল্য পরিশোধ করা আদৌ সম্ভব নয়। এ ব্রেনের কারণেই মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিতে দু'জন মানুষকে হুবহু একই রকম সৃষ্টি করেননি। সুতরাং প্রত্যেককে তার এ আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

একজন লোকের কাছে অতগুলো অমূল্য সম্পদ থাকার পরও হীনমন্যতায় ভোগার কোনো কারণ থাকতে পারে না। এ আত্মবিশ্বাস প্রতিটা মানুষের থাকা উচিত যে, সে আল্লাহর এক অনন্য সৃষ্টি। আত্মবিশ্বাস হচ্ছে প্রতিটা সাফল্যের ভিত্তি। সাফল্যমানে শুধু ক্লাসে ভালো ফলাফল লাভ, শিক্ষাঙ্গনে পরিচিত লাভ বা বৃত্তি লাভ বা অর্থ উপার্জন করা নয়। সাফল্যমানে বিশ্বাস ও যোগ্যতার সমন্বয়ে গঠিত মনের এমন এক শক্তিশালী অবস্থা, যা সবকিছুই অর্জন করতে সক্ষম। যে কেউই মনের এই শক্তিশালী অবস্থায় যখনই পৌঁছবে; তখনই তার সুযোগ ও সম্ভাবনার সব দরজা খুলে যাবে। যা চাওয়া হবে তাই করা যাবে ইন্‌শাআল্লাহ।

লক্ষ্য স্থিরকরণ ঃ

একজন ছাত্রকে সফলতা অর্জন করতে হলে প্রথমতঃ তাকে লক্ষ্য স্থির করতে হবে। কোনো ছাত্র যদি ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার বা চিকিৎসা বিজ্ঞান বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রের জন্যে নিজের লক্ষ্য স্থির করে থাকে, তাহলে তাকে দৃঢ় মনোবল নিয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে অবিরাম প্রচেষ্টা চালাতে হবে। লক্ষ্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে হবে। তবে সুদূর প্রসারী ও আশুলক্ষ্য স্থির করেই একজন ছাত্রকে পর্যায়ক্রমিকভাবে অগ্রসর হতে হবে। যেমন কোনো ছাত্র যদি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস প্রাপ্তি, বৃত্তিলাভ, বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে চায়- তাহলে তাকে পরীক্ষায় কত% নম্বর পেলে এ লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে তা আগে নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। এরপর এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, যেকোনো কাজে তারাই কামেয়াব হতে পারে, যারা জ্ঞানের মতো সর্বোচ্চ সম্পদ অর্জন করতে পারে।

প্রো-অ্যাকটিভ হওয়া ঃ

চিন্তা ও আচরণে একজন ছাত্রকে প্রো-অ্যাকটিভ হতে হবে। একজন ইতিবাচক ব্যক্তি সবসময় ইতিবাচক ব্যক্তিদেরই আকর্ষণ করে এবং তারা পরস্পর পরস্পরের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ইতিবাচক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি অবশ্যই তার কাজে সফল হয়ে থাকে।

প্রো-অ্যাকটিভ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির জন্যে একজন ছাত্রকে তার স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। সুষম খাবার গ্রহণ, নিয়মিত ব্যায়াম করা, চলাফেরা ও উঠাবসার সময় সঠিক ও প্রত্যয়দীপ্ত ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ, নিয়মিত দাঁত, চুল, নখ ও ত্বকের যত্ন নেয়া, মাথা উঁচু করে হাঁটার অভ্যাস, মুখে মৃদু হাসির মানসিকতা, নিজের পাঠ্যবই ছাড়াও স্বাস্থ্য, মন, দর্শন ও ধর্মীয় সাহিত্য পড়ার অভ্যাস, আধুনিক প্রযুক্তি ও কম্পিউটার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন, আত্মনির্ভরতা অর্জন ও অহংকার বর্জন যেকোনো একজন ছাত্রকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেবে। এতে একজন ছাত্রের আচরণে প্রকাশ পায় আত্মপ্রত্যয় ও বিনয়। এতে একজন ব্যক্তির অন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়।

বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন ঃ

ছাত্রজীবনে বন্ধুদের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারো কারো ক্ষেত্রে জীবন প্রভাবিত হয় প্রধানতঃ বন্ধুদের দ্বারাই। অধিকাংশের জীবনধারা তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অনুরূপ হয়। তাই বন্ধুরা যদি মেধাবী, সহানুভূতিশীল, সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়, তাহলে একজন ছাত্রের জীবনে ও সেসব গুণাবলী বিকশিত হবে। অন্যদিকে বন্ধুরা যদি দূর্বল চিত্ত হয় বা রূঢ় আচরণে অভ্যস্থ হয় বা লক্ষ্যহীন জীবনে ভেসে বেড়াতে থাকে বা ড্রাগ, ধূমপান ও অন্যান্য বদ অভ্যাস বা অনাচার-অত্যাচারে লিপ্ত থাকে বা মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের সাথে জড়িত থাকে, তাহলে এ ধরণের বন্ধুরা একজন ছাত্রকে জীবনের সুমহান লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে দেবে। তাদের সঙ্গ লাভের কারণে একজন ছাত্র নানা রকম বদ অভ্যাসে অভ্যাস্থ হয়ে পড়বে। অন্যদিকে বন্ধুদের সাথে মতবিরোধ ও মতানৈক্য একজন ছাত্রকে বিব্রতবোধ অবস্থায় ফেলতে পারে। কোনো বন্ধু যদি একজন ছাত্রের জন্যে আনন্দের কারণ না হয়, যদি অধিকাংশ সময় তর্কবিতর্ক, বাজে আলাপ এবং প্রায়শই ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সময় নষ্ট ও মনের শান্তি বিঘ্নিত করে, তাহলে সেসব বন্ধু থেকে দুরে থাকতে হবে। কারণ এ ধরণের বন্ধুরা সাফল্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে। আসলে ছাত্রজীবনে সফলতা লাভের জন্যে বিশ্বস্ত বন্ধু ও স্ট্যাডি পার্টনার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। একজন ছাত্রকে ভাবতে হবে- অন্যের প্রয়োজন পূরণের জন্যে নিজের সম্ভাবনা বিনষ্ট করার অধিকার তার নেই। কারণ একজন ছাত্র তার অভিভাবকের কাছে আপন শিক্ষাগত সাফল্য লাভের আন্তরিক ও একান্ত প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ থেকে বিচ্যুতি ওয়াদা খিলাপের শামিল। অন্যদিকে একজন ছাত্র নিজে সফল হতে পারলেই অন্যের উপকার করতে পারবে। এ সত্যটাকে ছাত্র অবস্থায় উপলব্ধি করতে হবে। নচেৎ আবেগের কারণে একজন ছাত্র বন্ধুদের প্রেমের জোয়ারে নিজকে ভাসিয়ে দিয়ে জীবন ধ্বংস করলে পরবর্তীতে শুধু অনুশোচনাই করা যাবে, এতে কোনো ফল হবে না।

সুতরাং বদ অভ্যাসে লিপ্ত অসৎ সঙ্গীদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে প্রতিশ্রুতিশীল, সম্ভাবনাময়, মেধাবী, চরিত্রবান, গতিশীল ও প্রো-অ্যাকটিভ ছাত্রদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হবে। তারাই একজন ছাত্রের জন্যে

জ্ঞান, উদ্যম ও আনন্দ উৎসে পরিণত হবে। ভালো ও সফল বন্ধু সাহচর্য একজন ছাত্রকে সাফল্যের পথে, প্রতিষ্ঠার শীর্ষে নিয়ে যাবে।

পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ ঃ

সারাদিন সারারাত লেখাপড়া করলেই যে পরীক্ষায় ভালো করা যাবে তা বলা যায় না। পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করতে হলে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয়। নিম্নে কয়েকটি উপায় পেশ করা গেল।

(ক) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির ঃ

একজন ছাত্রকে পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করার জন্যে অনেক পূর্বেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে হবে। একজন ছাত্র পরীক্ষায় কত নম্বর পেতে চায় সে অনুযায়ী স্থির লক্ষ্যে পৌছার জন্যে সুস্পষ্টভাবে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(খ) পড়াশুনায় অখন্ড মনোযোগ সৃষ্টি ঃ

পড়াশুনায় অখন্ড মনোযোগ সৃষ্টির জন্যে সাধনা ও অনুশীলন প্রয়োজন। খারাপ চিন্তা, খারাপ বন্ধুর সাহচর্য, অশ্লীল ছায়াছবির আসক্তি, যৌন উন্মাদনা, চঞ্চলতা ইত্যাদি সমস্যা একজন ছাত্রকে তার পাঠে মনোযোগ দেয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এসব সমস্যা উত্তরণের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ সাধনা করলে পাঠ অনুশীলনের মাধ্যমে একজন ছাত্র এমন একটা পর্যায়ে একদিন পৌছবে, যখন লেখাপড়াই তার জন্যে সবচেয়ে আনন্দের বস্তুতে রূপান্তরিত হবে। এ পর্যায়ে পৌছতে পারা ছেলেরাই পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করতে সক্ষম হয়।

(গ) সময়ের সদ্ব্যব্যবহার ঃ

সময়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই। সময়ের যে মুহূর্তটা চলে যাচ্ছে তা আর কখনো ফিরে আসবে না। এ দুনিয়ায় যিনি তার সময়কে যত বেশি কাজে লাগাতে পেরেছেন তিনি তত বেশি সফলতা লাভ করেছেন। তাই একজন ছাত্রকে তার সময়ের সদ্ব্যব্যবহার করার লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু থাকাকালীন সময় এবং বন্ধ থাকাকালীন সময়ের জন্যে আলাদা আলাদাভাবে সম্পূর্ণ সময়ের প্রতিটা কাজের রুটিন তৈরি করতে হবে এবং রুটিন মোতাবেক সময় এর সদ্ব্যব্যবহার করতে হবে। তা করা গেলে জীবনের গতি অদ্ভুতভাবে পাল্টে যাবে।

(ঘ) প্রশান্ত মনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ঃ

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বলতে হয়; 'হতাশা একটা লোককে ধ্বংস করে দেয় এবং সন্দেহ-সংশয় একটা লোককে প্রতারণার শিকারে নিপতিত করে। অন্যদিকে দৃঢ় মনোবল ও আস্থা একজন দূর্বল মানুষকেও সফল মানুষে রূপান্তরিত করে। বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা ভীতির কারণেই পরীক্ষায় ফেল করে। অনেকেই পরীক্ষার নাম শুনলেই নার্ভাস হয়ে যায়। ফলে শিখা বিষয়ও ভুলে যায়। সুতরাং একজন ছাত্রকে পরীক্ষায় ভালো করতে হলে নার্ভাসনেস দূর করতে হবে। তাকে প্রশান্ত মনে আত্মপ্রত্যয়ের সাথে প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল হতে হবে। মনে করতে হবে, "পরীক্ষাচলাকালে আমি অত্যন্ত প্রশান্ত ও সজাগ থাকব। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর আমার জানা থেকেই আসবে এবং আমি অনায়াসে খুব সুন্দরভাবেই প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবো"। উত্তর লিখার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ নির্ভুলভাবে জানা প্রশ্নোত্তরগুলো লিখতে হবে। এ পদ্ধতিতে দেখা যাবে যে, উত্তর লিখার ক্ষেত্রে একটা স্বতস্ফূর্ততা চলে আসছে। সবশেষে আনকমন প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখার পদক্ষেপ নিলে দেখা যাবে যে, তাও আয়ত্বে এসে গেছে। এভাবে দেখা যাবে যে, একজন আত্মবিশ্বাসী, আত্মপ্রত্যয়ী, দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন ছাত্র তার অজান্তে খুব ভালো ফলাফল লাভে সক্ষম হবে।

উক্ত আলোচনাটুকু আমার প্রিয়তম ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যেই পেশ করলাম অতি সংক্ষিপ্তভাবেই। ইচ্ছা ছিল মনোবিজ্ঞানসম্মত সুদীর্ঘ আলোচনা করতে। কিন্তু একাডেমির ছোট একটা ম্যাগাজিনে তা আদৌ সম্ভব নয়। তাই কোয়ান্টাম মেথডের সহযোগিতায় ক্ষুদ্র এ প্রয়াস। ভবিষ্যতে সুযোগ হলে বিস্তারিতভাবে এই বিষয়টার ওপর আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ!

.....

প্রবন্ধকার ঃ চীফ কো-অর্ডিনেটর, দারুল ইরফান একাডেমি, চট্টগ্রাম।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও আজকের বাস্তবতা

মুহাম্মদ কেফায়েত উল্লাহ

আসমানী গ্রন্থমালার সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল-কুরআন। বিশ্ব পরিবর্তনের এক বিপ্লবী গাইড বুক হলো আল-কুরআন। নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের একমাত্র কণ্ঠস্বর আল-কুরআন। মানুষের চিন্তা চেতনায় আক্বিদা-বিশ্বাসে, আমল-আখলাকে, কর্মস্পৃহায়, যে গ্রন্থটি আমুল পরিবর্তন এনে দেয় সে গ্রন্থটির নামই হলো আল-কুরআন। পথহারা মানুষের পথের দিশারী, অধিকার হারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী, বঞ্চিত মানুষের একমাত্র আশার আলো, নির্যাতিত মানুষের একমাত্র বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, চরিত্রহীন মানুষের উন্নত চরিত্র গঠনের একমাত্র সহায়ক, হাজারো মানুষের মানবীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান, সর্বোপরি মানুষের মুক্তির এক অমর, অদ্বিতীয়, আশ্চর্য ও অভিনব গ্রন্থটির নামই হলো আল-কুরআন। যা অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্ব মানবতার একমাত্র মুয়াল্লিম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও আখেরী রাসূল, আল্লাহর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওপর হযরত জিবরীল (আ.) এর মাধ্যমে দীর্ঘ তেইশ বছরে অল্প অল্প করে মানব সমস্যার একমাত্র সমাধান হিসেবে। আদম সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসংখ্য আসমানী কিতাব প্রেরণ করেছেন এবং দুনিয়ার মানুষরাও লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু কুরআনের মতো এত সংক্ষিপ্ত অথচ বিস্তারিত, সাহিত্যে ভরপুর অথচ সাহিত্য নয়, কবিতার ছন্দ সম্বলিত অথচ কবিতা নয়, সংক্ষিপ্ত শব্দ কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক, একদিকে অত্যন্ত সহজ, অন্যদিকে এতই দুর্বোধ্য যে, কিয়ামত পর্যন্ত অনাগতকালের সকল কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, চিন্তাবিদ, মনীষী একত্রিত হয়েও তার অর্থ বের করতে অক্ষম। এমন দ্বিতীয় আর একটি কিতাবের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই, আল্লাহও পাঠাননি এবং পাঠাবেনও না।

এটি এমন একটি গ্রন্থ যার মধ্যে রয়েছে যাবতীয় সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টি কুশলতা, তাঁর মহানত্ব বড়ত্ব ক্ষমতা-এখতিয়ার ও যথার্থ পরিচয়। যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে লক্ষ কোটি গুপ্ত রহস্য, যা উদঘাটন করার জন্যে পৃথিবীর হাজারো বনী আদম আরামের ঘুমকে হারাম করছেন, নিজেদের যোগ্যতার সকল দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। গবেষণার পর গবেষণা চালিয়ে বছরের পর বছর অতিক্রান্ত করছেন। রচনা করেছেন বিশাল বিশাল গ্রন্থ, অসংখ্য তাফসির আর ব্যাখ্যার এক বিরাট স্তুপ। কিন্তু কি তারা পেরেছেন কুরআনের গুপ্ত রহস্যময় শব্দ الم এর অর্থ বের করতে? একটি অক্ষর طسم - ص - ق এর অর্থ বের করতে? না, পারেন নাই! পারবেনও না। এসব রহস্যময় আয়াতের ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ যতই ব্যাখ্যা পেশ করুক না কেন, সর্বশেষে সকলেই একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এর সঠিক মর্মার্থ আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ নিজেও একথা বলেছেন - وَمَايَعْلَمُ تَا وِيْلَهُ اِلَّا اللّٰه (آل عمران - ٧)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- 'পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে সবই যদি কলম হয় এবং সমূদ্রের সাথেও সাত সমূদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর কথাগুলো লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরা লোকমান- ২৭)। আল্লাহর ভাষায়-

وَلَوْ اَنَّمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّانَفِدَ تْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ - لقمان - ٢٧

সূরা কাহফের ১০৯নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (كهف - ١٠٩)

অর্থাৎ বলুন! আমার রবের কথা লেখার জন্য যদি সমূদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার রবের কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমূদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমূদ্র এনেদিলেও।

কুরআন হচ্ছে এমন একটি জ্ঞানের জননী যার থেকে জন্ম নিচ্ছে লক্ষ কোটি জ্ঞানী। কুরআন জ্ঞানের জগতে শিশু বানিয়ে দিয়েছে হাজার হাজার জ্ঞানীকে। বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের সাহিত্যকে করে দিয়েছে ম্লান। কাব্যজগতের উজ্জ্বল তারকাগুলোকে করে দিয়েছে আলোকশূন্য। প্রাচীন ঐতিহাসিকদের সত্য-মিথ্যায় পরিপূর্ণ ইতিহাসকে করে দিয়েছে সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল। বর্ণনা করেছে প্রাচীন বহু শক্তিশালী জাতিদের উত্থান-পতনের ইতিহাস। মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তার রবের প্রেরিত নবীদের আদর্শচ্যুত হওয়ার করুন পরিণতি।

আল-কুরআন এমন একটি পথপ্রদর্শক যাঁর সংস্পর্শে এসে পৃথিবীর সবচেয়ে মূর্খ, জাহেল, বর্বর, অসভ্য, চরিত্রহীন, আদর্শহীন ও নিকৃষ্ট মানুষগুলো হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সভ্য, আদর্শ-চরিত্রবান ও অনাগতকালের সকল মানবের চাইতে শ্রেষ্ঠ মানব। যার বর্ণনা দিয়েছেন রাসূল (সঃ) এর চাচাতো ভাই হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রাঃ)। তিনি বলেন- "আমরা ছিলাম একটি মূর্খ জাতি, মূর্তির উপাসনা করতাম। মৃত জন্তু ভক্ষণ করতাম, অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলাম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম এবং প্রতিবেশীদের সাথে অসদ্ব্যবহার করতাম। আমাদের সবলরা দুর্বলদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতো। আমরা এমনি অবস্থায় ছিলাম। অবশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠালেন যাঁর বংশ, সততা, আমানতদারিতা, পবিত্রতা ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা অবহিত। তিনি আমাদেরকে মহান আল্লাহর দিকে আহবান জানালেন যেন আমরা তাঁর একত্বে বিশ্বাস করি। তাঁর ইবাদত করি এবং আমরাও আমাদের পূর্বপুরুষরা যেসব গাছ পাথর ও মূর্তিপূজা করতাম তা পরিত্যাগ করি। হযরত জাফর (রাঃ) আরও বলেন- " তিনিই আমাদেরকে আরও উপদেশ দিয়েছেন সত্যবাদিতা, আমানতদারীতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও প্রতিবেশীদের সাথে আমাদের ভালো ব্যবহার করার ব্যাপারে। তিনি আমাদেরকে নিষেধ করলেন রক্তপাত, ব্যভিচার, এতিমের মাল ভক্ষণ ও সতী-সাধবী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হতে।

ইসলামপূর্ব যুগের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বলেন- "এমন এক সময় ছিল যখন আমি পশমী জামা পরে এই মাঠে (দাজনান) প্রখর রোদে খাত্তাবের উট চরাতাম। খাত্তাব ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও নিরস ব্যক্তি। ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম নিলে পিতার হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত হতাম। কিন্তু আজ আমার এমন দিন এসেছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আমার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারী কেউ নেই।"

হযরত উমর (রাঃ) আরও বলেন- "আমি ইসলাম থেকে অনেক দূরে ছিলাম, মদে আসক্ত ছিলাম এবং খুব বেশি পরিমানে মদ পান করতাম। হাযওয়া রাতে আমাদের মদের আসর বসত এবং সেখানে কুরাইশী বন্ধুরা জমায়েত হতো। একরাতে আমি নিজের সতীর্থদের আকর্ষণে ঐ আসরে উপস্থিত হই। সতীর্থদের সেখানে অনেক খোঁজাখুজি করি। কিন্তু কাউকে পাইনি। পরে এক মদ বিক্রেতার কথা মনে পড়ল এবং ভাবলাম ওখানে গিয়ে মদ পান করবো। কিন্তু তাকেও পেলাম না। তারপর ভাবলাম কা'বা শরীফে চলে যাই এবং ওখানে ষাট সত্তর বার তাওয়াফ করে নিই। সেখানে গিয়ে দেখলাম রাসুল (সাঃ) নামায পড়ছেন। তিনি রুকনে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামনীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সহসা মনে ইচ্ছা জাগলো এ লোকটা কী পড়ে আজ একটু শোনাই যাকনা। কা'বার গেলাফের ভেতরে ঢুকে আস্তে আস্তে একেবারে কাছে গিয়ে শুনতে লাগলাম। আমার ও রাসূল (সঃ) এর মাঝে কেবল কা'বার গেলাফ ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। আমি যখন কুরআন শুনলাম, তখন আমার মনটা গলে গেল। চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করলো। [সীরাতে ইবনে হিশাম, মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)]

যে কুরআন হযরত উমর (রাঃ) এর মতো কঠোর হৃদয়ের অধিকারী, মদ্যপায়ী ব্যক্তির জীবনে এত বিরাট বিপ্লব এনেদিল সে কুরআন তো আজও আমাদের মাঝে সম্পূর্ণ অবিকৃতাবস্থায় মওজুদ রয়েছে। কিন্তু কেন আজ সে কুরআনের ধারক বাহকরাই অশান্ত এ পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি নির্যাতিত সবচাইতে অপমানিত? অবহেলিত, অপদস্ত ও কেন আজ ক্ষমতাচ্যুত? কুরআনের মতো একটি সেরা গাইড বুক মুসলমানদের নাগালের মধ্যে থাকার পরও কেন আজ তারা পথহারা? দিশাহীন? কেন বিশ্ব নেতৃত্ব থেকে তারা আজ বঞ্চিত? এ প্রশ্ন আজ সকল সচেতন মহল ও কুরআনের গবেষকদের ভাবিয়ে তুলছে। তাহলে কুরআন কি আজকের যুগে অচল? কুরআনের আইনগুলো কি আজকের বিজ্ঞানের যুগে পরিত্যক্ত? মানব সমস্যার হাজারো সমাধান কি আজকের কুরআনে নেই? হ্যাঁ অবশ্যই রয়েছে। কুরআনের আইন শ্বাসত, সর্বযুগের জন্যে। এটি কোন নির্দিষ্ট এলাকা, স্থান, গোত্র ও মানুষের জন্যে নয়। এর আবেদন ব্যাপক। কিন্তু আমরা আজ আমাদের সেরা গাইড লাইনকে পাশ কাটিয়ে এসব মানবীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ভিন্ন লাইনে অগ্রসর হয়েছি। কেউ অগ্রসর হয়েছি সমাজতন্ত্রের দিকে, কেউবা অগ্রসর হয়েছি পুঁজিবাদের দিকে, কেউ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দিকে, আবার কেউ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দিকে, আবার কেউ ইসলামের আসলকে বাদ দিয়ে ফরা তথা শাখা-প্রশাখাকে নিয়ে তর্ক বহছে লিপ্ত হয়ে অযথা সময় ক্ষেপণ করছি। ফলে সমস্যা সমাধানের চেয়ে সমস্যা আরও বেড়েছে।

পিপাসার্ত ব্যক্তির পানির প্রতি মোহতাজ, ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্যের প্রতি মুখাপেক্ষি। পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে যদি পানি ও খাদ্যের পরিবর্তে অন্য কিছু দেয়া হয় তাহলে ক্ষুধা দূর হওয়ার তো দূরের কথা সমস্যা আরও

বাড়বে। আজকের গোটা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর অবস্থা ও হয়েছে তাই। যার প্রতি আমরা মুখাপেক্ষি সেদিকে না গিয়ে আমরা পা বাড়িয়েছি তার বিপরীত দিকে। এর কঠোর পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে রাসূল (সঃ) বলেছেন - مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّقَ مَصْحَفَهُ لَمْ يَتَعَا هَدَهُ وَلَمْ يَنْظُرْفِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقًا بِهِ يَقُولُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ إِنَّ عَبْدَكَ هذَا اتَّخِذْنِي مَهْجُورًا فَأَقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ـ قرطبى

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করার পর তাকে বেঁধে ঘরে ঝুলিয়ে রাখে রীতিমতো তেলাওয়াত করেনা, তার বিধানাবলী মেনে চলেনা, কিয়ামতের দিন তার গলায় কুরআনকে ঝুলিয়ে দেয়া হবে; আর সে এ অবস্থায় কিয়ামতের মাঠে হাজির হবে তখন কুরআন অভিযোগের সুরে বলবে, "হে আল্লাহ, হে আমার রব! আপনার এ বান্দাহ আমাকে দুনিয়াতে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছিল আজ আপনি আমার মাঝে এবং তার মাঝে ফায়সালা দিন"। (কুরতুবী)।

কুরআনের আইনকে পাশকাটিয়ে যারা ভিন্ন পথে নিজ জীবনের গতি পছন্দ করেছে, ভিন্ন পদ্ধতিতে যুগ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছে। কুরআনকে ভুলে গিয়েছে, কুরআনের আইনকে বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে অচল বলছে, সেকেলে মনে করছে। তাদের জন্য কুরআন ভয়াবহ আযাবের সু-সংবাদ দিচ্ছে। কুরআনের ভাষায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ اَعْمٰى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْ أَعْمٰى وَقَدْكُنْتُ بَصِيْرًا ـ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ـ (طه ١٢٤ـ١٢٦)

অর্থাৎ আর যে আমার কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উথিত করব। সে বলবে, "হে আমার পালনকর্তা! আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? আমি তো চক্ষুস্মান ছিলাম"। আল্লাহ বলবেন, "এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব"। (সূরা ত্বা-হা ১২৪-১২৬)।

অতএব, আসুন! দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনার হাত হতে বাঁচার জন্য কুরআনকে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় কিতাব হিসেবে নয় বরং এটিকে আইনের গ্রন্থ হিসেবে, বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান হিসেবে, অভিধানের সেরা অভিধান হিসেবে, ব্যাকরণের সেরা ব্যাকরণ হিসেবে বিশ্ব বিবেকের সামনে উপস্থাপন করি; তাহলেই নেমে আসবে এ অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির বারিধারা। সকল নেতৃত্ব ও ক্ষমতা চলে আসবে মুসলমানদের হাতের মুঠোয়। রাসূল (সঃ) বলেন- فَإِنْ تَقْبَلُوْا مِنِّى مَا جِئْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ سِيْرَةُ ابْنِ هِشَام

অর্থাৎ আমি যে দাওয়াত পেশ করছি তোমরা যদি তা গ্রহণ করে নাও, তাহলে তাতে তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

অন্য হাদিসে রাসূল (সঃ) বলেন- كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَعْطُوْ نِيْهَا تَمْلِكُوْنَ بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِيْنَ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ ـ

অর্থাৎ একটি মাত্র কথা যদি তোমরা আমাকে দাও। তবে তা দ্বারা তোমরা সমগ্র আরব জাতির ওপর আধিপত্য লাভ করবে এবং যত অনারব জাতি পৃথিবীতে আছে তারা সব তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে।

পরিশেষে সে কথা দিয়ে শেষ করতে চাই যা রাসূল (সঃ) এর ইন্তেকালের ৩ মাস ৩দিন পূর্বে প্রায় এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সাহাবার সম্মুখে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন-

وَقَدْتَرَكْتُ فِيْكُمْ مَالَنْ تَضِلُّوابَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللهِ ـ (مُسْلِمْ)

তোমাদের কাছে আমি এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যে, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকো তবে এরপর কখনো পথভ্রষ্ট হবেনা। সেই জিনিস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। (মুসলিম)।

....

লেখক ঃ ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, দারুল ইরফান একাডেমি।

আল কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

মুহাম্মদ ইদ্রিস

মহান স্রষ্টার সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনের জন্য সুশৃঙ্খল পরীক্ষিত সার নির্যাস সঞ্চিত জ্ঞানই বিজ্ঞান। আধুনিক বিজ্ঞান যত দ্রুত প্রসার লাভ করছে, কোরআনকে আধুনিক বিজ্ঞান ততোধিক বেগে আঁকড়ে ধরছে। কোন বিজ্ঞানীই কোন নিয়ম তৈরী করে না, বিজ্ঞানীরা সৃষ্টির মাঝে বিরাজমান নিয়মগুলো আবিস্কার করেন মাত্র। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সাধক আলবার্ট আইনষ্টাইন বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কহীন ধর্ম অন্ধ আর ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন বিজ্ঞান পঙ্গু বলেছেন। ইসলাম একটি সায়েন্সটিফিক ধর্ম আর কোরআন এমন একটি গ্রন্থ যার মধ্যে সন্নিবেশিত সকল তথ্য ও বিধান যেকোন সংশয় সন্দেহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

পবিত্র কোরআনে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, ভ্রুণতত্ত্ব, জীন তত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যে সব তথ্য পেশ করা হয়েছে তা হতে সামান্য কয়েকটি তথ্য নিচে উপস্থাপন করা হল।

বিশ্বের সৃষ্টি তথ্য ঃ

প্রায় দশ কোটি বছর পূর্বে অতি ঘন এক বস্তু 'নেবুলা' থেকে ভয়ংকর এক বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অংশগুলো হতে বিশ্ব সৃষ্টি হয়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা যাকে Big Bang Theory হিসেবে অভিহিত করেছেন। অথচ ১৪০০ বছর পূর্বেই Big Bang সম্পর্কে আল কোরআন বলেছেন-

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَارَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا

অর্থ- অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ্য করে দেখে না, নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল পরস্পর সংযুক্ত ছিল। অতঃপর আমি এদের ভেঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। (সূরা আম্বিয়া আয়াত -৩০)

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ঃ

১৯২৯ সালে বিজ্ঞানী হাবল (Hubble) প্রকাশ করেন যে, গ্যালাক্সিগুলো দূরত্বের সমানুপাতে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সূত্রটি Vr = HxD, Vr = গতিবেগ H = হাবল ধ্রুবক, D = দূরত্ব। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং (A Brief History of Time) তার গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- وَالسَّمَآءَ بنينٰهَا بَاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ

অর্থ:প্রবল ক্ষমতা বলে আমরা আকাশ সৃষ্টি করেছি এবং অবশ্যই তা সম্প্রসারণ করে চলছি। সূরা যারিয়াত-৪৭

মহাকর্ষ বল ও কেন্দ্রাতিগ বল ঃ

বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন দেখান যে, মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বস্তু দুটি ভরের সমানুপাতিক ও দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। তথ্যটি গাণিতিক ফর্মূলা $F \alpha m_1m_2/d^2$ F= Force বল, m_1 ও m_2 = Mass কণাদ্বয়ের ভর d= distance /দূরত্ব মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগুলো মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ব্যালেন্স পজিশনে কায়েম রয়েছে। পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, নক্ষত্রগুলো মহাকর্ষীয় টানে পরস্পরের কাছে আসতে চায় কিন্তু মহাবিশ্বের অবিরাম সম্প্রসারণ গতির (Force of Expansion) দরুন পরস্পরের দূরত্ব বেড়ে যায়। অধিকন্তু নক্ষত্রগুলো অবিরাম ঘূর্ণনের ফলে তাদের কক্ষীয় গতি থেকে Centrifugal force বা কেন্দ্রাতিগ বল সৃষ্টি হয়। এই কেন্দ্রাতিগ বল ও মহাকর্ষ বলের সুষম প্রভাবে গ্রহ-নক্ষত্রগুলো খসে পড়ে না বা একটার সাথে আরেকটা ধাক্কা খায় না। স্বভাবতই Centrifugal force & Gravitational force এর সূষমতায় অদৃশ্য স্তম্ভ (Invigible pillar) সৃষ্টি হয়। আর কোরআন এ সম্পর্কে এরশাদ করছেন- اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمَاوٰتِ بِغَيْرِعَمَد تَرَوْنَهَا ثُمَّ سَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

"তিনিই আল্লাহ যিনি স্তম্ভ ব্যতীত আকাশমন্ডলীকে সুউচ্চ করেছেন। তোমরা তা দেখতে পাচ্ছ। অতঃপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِعَمَدٍ تَرَوْنَهَا (سُوْرَة لُقْمَان - ١٠)

"তিনি স্তম্ভ ব্যতীত নভোমন্ডলীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তোমরা তো তা দেখছ"।

"নিশ্চয় নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলকে এমনভাবে ধারণ করেছেন যার ফলে এগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না"।
মুসলিম বিজ্ঞানী আল-বেরুনী ১১ শতকে Gravitation and Centrifugal force সম্পর্কিত তত্ত্বে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। পরবর্তীতে কোরআন নাযিলের ১২০০ বছর পর বিজ্ঞানী নিউটন মহাকর্ষ সূত্রটি প্রমাণ করেন।

কোরআন হতে বিজ্ঞান ঃ

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্যালাক্সি, নোভা, সুপার, নোভা প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক বিশাল আকাশে সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। এদের উৎপত্তি, ঘূর্ণন, মহাকর্ষ শক্তি, পরিণতি সম্পর্কিত তথ্য সমূহ আবিস্কারের নিমিত্তে মহান আল কোরআন জ্ঞান চর্চাকারীদের জন্য অনেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا تَعْقِلُهَا اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ

"এই রূপ দৃষ্টান্তসমূহ আমরা মানবজাতির জন্য পেশ করেছি, কিন্তু জ্ঞানী লোকগণই কেবল তা বুঝতে সক্ষম হয়"।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ

অর্থ: আমি প্রত্যেক জীবনধারী বস্তু সৃষ্টি করেছি পানি থেকে, তারা কি এটা বিশ্বাস করে না! (সূরা আম্বিয়া-৩০)
এ আয়াতে বলা হয়েছে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে পানি থেকে। বর্তমান বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য হলো "আদি প্রাণের উৎস পানি বা সাগর "। তাই বিভিন্ন গ্রহে বিশেষভাবে মঙ্গল গ্রহে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত অভিযানে জীবন বা প্রাণের সন্ধান করতে গিয়ে প্রথম যে প্রশ্নটি সামনে এসেছে, তা হলো সেখানে পানির অস্তিত্ব আছে কিনা? আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে পানি হতে। আল্লাহ পাক বলেন- وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِنْ مَاءٍ

আল্লাহ পাক পানি হতে গোটা বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। (সূরা- নূর- ৪৫)

সমস্ত সৃষ্টি জোড়ায় জোড়ায় ঃ

প্রাক আধুনিক যুগে মানুষ মনে করত কেবলমাত্র প্রাণীকূলের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ জন্মায়। পরবর্তীকালে গবেষণার মাধ্যমে মানুষ জানতে পেরেছে উদ্ভিদ ও শাক সবজির মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষ আছে। জীব-জড় প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে স্ত্রী পুরুষ আছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী P.A.M Dirace দেখিয়েছেন প্রত্যেক Pertical এর একটি করে Anti-Pertical আছে। কোরআন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় -

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

প্রত্যেক বস্তুকে আমি জোড়ারূপে সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা নির্দেশ লাভ করতে পার। (যারিয়াত-৪৯)

ভ্রুণতত্ত্ব ঃ

বিজ্ঞানময় গ্রন্থ আল কোরআন ভ্রুণ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করেছেন।

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنٰى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى (سورة قيمة)

সে কি স্খলিত নুৎফা ছিল না ? অতঃপর তাকে রক্তপিন্ডে পরিণত করা হয়। একবার আল্লাহ তাকে আকার দান করেন এবং সুবিন্যস্ত করেন। এরপর তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল নর-নারী (কেয়ামাহ-৩৭)

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَاراً (سورة نوح - ١٤)

তিনি আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন স্তর থেকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা- নূহ ১৪)
মাতৃগর্ভে একটি মানব শিশু পরিপূর্ণতা আসতে বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়া অতিক্রম করতে হয়, যা আল্লাহ পাকের রহমতের উপস্থিতি ছাড়া অসম্ভব। মাতৃগর্ভে ভ্রুণ সৃষ্টি হওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ Sperm এবং Ovum থেকে

কেবলমাত্র একটি Sperm ও Ovum একটি নিষিক্ত হয়ে Zygote সৃষ্টি করে জরায়ুতে (Uterus) প্রতিস্থাপিত হয়। এরপর পিটুইটারী গ্রন্থি, ডিম্বাশয় ও অমরা (Platenta) নিঃসৃত বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে মাতৃদেহের বিভিন্ন পরিবর্তনগুলো ক্রমান্বয়ে বিকাশ লাভ করে। বৃটিশ ভ্রুণ তত্ত্ববিদ Von Bear ১৮২৭ সালে ভ্রুণ বিকাশের এই স্তরগুলো আবিস্কার করেন।

বিশ্ববিখ্যাত ভ্রুণতত্ত্বের অধ্যাপক ডাঃ কিথ মুর দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ কোরআন অধ্যায়ন ও গবেষণা করার পর মন্তব্য করেন "মানুষের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে কোরআনে যে বর্ণনা রয়েছে তা আমার গবেষণার কাজে সহায়তা করেছে। এজন্য কোরআন অধ্যয়ন করে অত্যন্ত আনন্দবোধ করছি"।

পবিত্র কোরআন অসংখ্য আয়াতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক তথ্য ও তত্ত্বগুলো সুনিপুণভাবে বর্ণিত আছে, শুধু তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য নয় বরং অসীম ক্ষমতাধর আল্লাহতায়ালাকে চেনা এবং তাঁর সৃষ্টিজগতের সৃষ্টি রহস্য উন্মোচনের জন্য গবেষণার অন্যতম ও প্রধান উৎস হিসেবে কোরআনকে অধ্যয়ন করা আমরা মুসলিম সমাজের জন্য অতীব জরুরি।

উৎস নির্দেশ ঃ

i) Al Quran is all Science- Md. Abu Taleb

ii) অন্বেষা- চট্টগ্রাম কলেজ

.....

লেখক- সিনিয়র শিক্ষক, বিজ্ঞান বিভাগ, দারুল ইরফান একাডেমি।

Muhammad (SM), the most influential Unique figure in human history.

Md. Nurul Islam

Muhammad (SM) was the only man in history who was supremely successful in both the religious and secular levels.

Of humble origins, Mohammad (SM) founded and promulgated one of the world's great religions, and became an immensely effective political leader today, thirteen centuries after his death, his influence is still powerful and pervasive.

Mohammad (SM) was born, in the year 570, in the city of Mecca, in southern Arabia, at that time a backward area of the world, far from the centers of trade, art, and learning. Orphaned at the age of six, he was reared in modest surrounding. His economic position improved when, at the age of twenty five, he married a wealthy widow, Khatiza (R). Islamic tradition tells us that he was illiterate. Nevertheless, as he approached forty, there was little out ward indication that he was a remarkable person.

Most Arab at that time were pagans. Who believed in many gods? When he was forty years old, Mohammad (SM) became convinced that his one true God (Allah) was speaking to him and had chosen him to spread the true faith. For three years, Mohammad (SM) preached only to close friends and associates.

Then, around 613, he began preaching in public. As he slowly gained converts, the Mecca authorities came to consider him a dangerous nuisance. In 622, fearing for his safety, Mohammad (SM) fled to Medina, where he had been offered a position of considerable political power.

The flight, called the Hegira, was the turning point of the prophet's life. In Mecca he had a few followers, In Medina, he had many more, During the next few years, while Mohammad's (SM) followers grew rapidly, a series of battles were fought between Medina and Mecca. This war ended in 630 with Mohammad's (SM) triumphant remaining two and a half years of his life witnessed the rapid conversion of the Arab tribes to the new religion. When Mohammad (SM) died, in 632 he was the efective ruler of all southern Arabia.

The Bedouin tribesmen of Arabia has a reputation as fierce warriors but their number was small, and plagued by disunity and internecine warfare, they had been no match for the larger armies of the kingdoms in the settled agricultural areas to the north. However, unified by Mohammad (SM) for the first time in history, and inspired by their fervent belief in the one true God, these small Arab armies now embarked upon one of the most astonishing series of conquests in human history to the northeast of Arabia lay the large Neo-Persian Empire of the Sassanids; to the northwest lay the Byzantine, or Eastern Roman Empire, centered in Constantinople. Numerically, the Arabs rapidly conquered all of Mesopotamia, Syria and Palestine By 642, Egypt had been wrested from the Byzantine Empire, while the Persian armies had been crushed

at the key battle of Qadisiya in 637, and ehavend in 642.

But even these enormous conquests-which were made under the leadership of Mohammad's (SM) close friends and immediate successors, Abu Bakr and Umar ibn al Khattab (R) did not mark the end of the Arab advance, By 711. The Arab armies had swept completely across north Africa to the Atlantic ocean. There they turned north and, crossing the strait of Gibraltar, overwhelmed the Visigo this Kingdom in Spain.

For a while, it must have seemed that the Muslims would overwhelm all of Christian Europe. How ever, in 732, at the famous battle of the Tours, a Muslim army which had advanced into the center of France, was at last defeated by the franks, Nevertheless, in a scant century of fighting, these Bedouin tribesmen, inspired by the word of the prophet, had carved out an empire stretching from the borders of India to the Atlantic Ocean the largest empire that the world had yet seen. And everywhere that the armies conquered, large-scale conversion to the new faith eventually followed.

Now, not all of these conquests proved permanent. The Persians, though they have remained faithful to the religion of the permanent. The Persians, though they have remained faithful to the religion of the prophet, have since regained their independence from the Arabs. And in Spain, more than seven centuries of warfare finally resulted in the Christians reconquring the the entire peninsula. However, Mesopotamia and Egypt, the two cradles of ancient civilization, have remained Arab as has the entire coast of North Africa. The new religion, of course continued to spread in the intervening centuries, far beyond the boarders of the original Muslim conquests.

Currently, it has tens of millions of adherents in Africa and central Asia, and even more in Pakistan and northern India, and in Indonesia.

How, then is one to asses the over all impacts of Mohammad (SM) on human history? Like all religions, Islam exerts an enormous influence upon the lives of its followers.

Mohammad (SM) played the key role in proselytizing the new faith and establishing the religions practices of Islam. Since the Quran is at least as important to Muslims as the Bible is to Christian, the influence of Mohammad (SM) on Islam has been larger than the then, it seems likely that Mohammad (SM) has been influential figure in the human history. It is far different with the conquests of the Arabs. From Iraq to Morocco, there extends as whole chain of Arab nations united not merely by their faith in Islam, but also by their Arabic language, history and culture. The Centrality of Quran in the Muslim religion and the fact that it is written in Arabic have probably prevented the Arab language from braking up into mutually unintelligible dialects, which might otherwise have occurred in the intervening thirteen centuries.

We see, then that the Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in human history, down to the present day, It is this unparalleled combination of secular and religious influence that Mohammad (SM) is be considered the most influential figure in human history.

.....

Writer : Teacher (English), Darul Irfan Academy.

ভাবনা

শেগুফা রায়হান
শ্রেণী - ১০ম, রোল- ২

সোফার উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে নূহা। চোখ দুটো গভীরভাবে টিভির পর্দায় রাখা। বাক দৃষ্টিতে "ন্যাশনাল জিওগ্রাফি" চ্যানেলে মানুষের জীবন-মরণ লড়াই ভিত্তিক কাহিনী "এবঁং ঝঃড়ৎরবং" দেখছে। যত দেখছে তত বিস্ময়ে বারবার হতবাক হয়। কিভাবে এতো প্রতিকূলতার মাঝে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে? কিভাবে মৃত্যুর আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে নতুন জীবনের পথে পা রাখে। মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা মানুষগুলোর লোমহর্ষক কাহিনী বিস্ময় আর নানা প্রশ্নে জর্জরিত করে নূহাকে। অদূরে বেতের চেয়ারে বসে কাপড়ে সুইসুতোর নিপুণ নকশা তৈরির কাজে ব্যস্ত নূহার মা মিসেস রুবাবা। মাঝে মাঝে আড় চোখে মেয়ের অতি মনোযোগ সহকারে টিভি দেখার রহস্য জানতে চেষ্টা করছেন। মোটা ফ্রেমের ভারী কাঁচের চশমাটার ফাঁকে মেয়ের প্রবল আগ্রহী চোখ দুটো মাঝে মাঝে দেখছেন। রাত প্রায় ১১টার দিকে খাওয়া-দাওয়ার কোনো খেয়াল নেই নূহার। আপনমনে ডুবে আছে টিভির দিকে বিজ্ঞাপন বিরতির ফাঁকে ঘুরে আসে এ্যানিমেল প্ল্যানেট চ্যানেলে নানা জীব-জন্তু প্রাণীর ছবির মাঝে এরই মাঝে মা মেয়ের নীরব আগ্রহের পিনপতন মৌনতা ভেঙ্গে ল্যান্ড ফোনটা আচমকা বেজে ওঠে। মা-মনি দেখতো কে কোন করল? কোমল কণ্ঠে বললো নূহার মা। মুর্হূতে টিভি অফ করে রিসিভার তুলে কানে লাগায় নূহা। সে জানে ওয়াশিংটনে বসবাসরত তার বড় ভাই সাগর ফোন করেছে এবং সাগর যে ফোন করেছে এটা নূহার মাও জানে। তিনি ইচ্ছা করে ফোনটা রিসিভ করছেন না।

ঃ কেমন আছিস নূহা? ওপাশ থেকে বলে সাগর।

ঃ হুমম! কি অবস্থা? অনিচ্ছুক স্বরে বলে নূহা। নূহার বিরক্তি আঁচ করতে পারে সাগর। এক সময়ের আদরের ছোট বোনটিও সাগরকে আজ সহ্য করতে পারে না। প্রাণপ্রিয় মাও তার সাথে কথা বলতে চায়না। উল্টো বাসায় ফোন করলে মা বোন সবাই বিরক্ত হয়। এসব ভেবে বুক ফুটে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে সাগরের। নীরবতা ভেঙ্গে বলে উঠে, মা ভালো আছে নূহা?

ঃ হুম! ভালো আছে আর কিছু?

ঃ এভাবে কথা বলছিস কেনরে। আমি না তোর প্রিয় ভাইয়া মনি? মৃদু আবেগে কেঁপে উঠে সাগরের কণ্ঠস্বর।

ঃ ব্ল্যাক মেইল করিসনা, করতে চেষ্টাও করিসনা। লাভ হবেনা। কেনো এখনো যে ভাই বলে কথা বলি এটাই যথেষ্ট। কথাটা বলতে বুকের কোথাও পুরনো ব্যথাটা নাড়া দিয়ে ওঠল। নূহা জানে তার প্রাণপ্রিয় ভাইয়া মনি ভীষণ কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু কষ্টটা নূহাকেও সমপরিমাণ জর্জরিত করেছে। এটা কি ভাইয়া বুঝতে পেরেছে? নূহার কথার কোনো প্রতিউত্তর দেয়না সাগর। অল্পক্ষণ পর প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বলে ওঠে, তোর ভাবীর সাথে কথা বলবি?

ঃ ওহ! ব্রাদার। ঐ সাদা চামড়ার প্রাণীটার সাথে কি কথা বলবো? ঐ প্রাণীকুলের ভাষা তুই বুঝিস, আমরা নই। আমরা আন্ডার ক্লাসেস বাঙ্গালী, বিদেশী প্রাণীর ভাষা বুঝার শক্তি আমার নেই। বিদ্রুপের হাসি হেসে বলে নূহা। এই বলে ফোন রেখে দেয় নূহা। ফোন রেখেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে নূহা। হৃদপিন্ডটা ছোরার তীব্র অদৃশ্য আঘাতে রক্তাক্তও হচ্ছে। চোখ মুছে মায়ের দিকে তাকায় নূহা। নকশা করা কাপড়ের একাংশ ভিজে গেছে অশ্রুতে তার স্বামীর অকাল মৃত্যুতে ভেঙ্গে না পড়ে সাগর আর নূহাকে বুকে আগলে ধরে বেঁচে থাকার লড়াই করেছেন অবিরত।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে একাই মানুষ করেছেন ছেলে মেয়েদের। বোন আর মা বলতে অজ্ঞান সাগর। অনেক কষ্টে বুকে পাথর চেপে ছেলেকে উচ্চশিক্ষার জন্য ওয়াশিংটনে পাঠান। ছোট বোনটাকে কথা দেয় তিন বছর পরে ফিরে আসবে সাগর। সাগরের বাবার রেখে যাওয়া ছোট্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটিকে কোনো রকমে টিকিয়ে রাখতে পারার কারণেই মা মেয়ে কোনো রকমে একটি দ্বিতলা ভবনে দিন-রাত্রি যাপন করতে পারছে কোনো ভাবনা ছাড়া। প্রতিনিয়ত টিকে থাকার প্রাণপণ সংগ্রাম শুধু একটা স্বপ্ন ঘিরে। সাগর দেশের বাইরে থেকে উচচশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশে ফিরে আসবে। ভালো কোনো চাকরি বাকরির পাশাপাশি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেখাশোনা করবে। একসময় ঘর আলো করে একটি টুকটুকে বৌ আনবে মায়ের চোখে স্বপ্ন। বোনের চোখে দুরন্ত ইচ্ছার স্বপ্নপুরী। দেশ ছাড়ার বছর খানেক না হতেই তার একমাত্র বোনের স্বপ্নভরা চোখে ধূলা দিয়ে বিদেশী এক ললনাকে বিয়ে করে সাগর। বুকের গভীরে আগলে রেখে ধর্মীয় শিক্ষায় বড় করেছেন ছেলেমেয়েকে মিসেস রুবাবা। শিখিয়েছেন কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায়। পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের ব্যাপারে কখনো অলসতা করেনি সাগর। বরং একমাত্র ছোট বোনটাকে নামাযের ব্যাপারে উৎসাহী করে তুলতো। বোনকে ঘুম পাড়াতো সাহাবায়ে কেরামগণের জীবনী শুনিয়ে। সেই বিনয়ী নম্র বাধ্য ছেলেটি আজ বিয়ে করলো কী না একটি বিধর্মী মেয়েকে? যাদের ধর্ম সভ্যতা বলতে কিছুই নেই। যারা হাজার হাজার মানুষকে মুসলমান হওয়ার অপরাধে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। সেই আমেরিকান একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে সাগর। ধর্মীয় মূল্যবোধকে এভাবে বিসর্জন দিল, ভুলে গেল আপন সভ্যতা সংস্কৃতি, ভুলে গেল অতি প্রিয় মানুষ দুটোকে। এমন কেন পৃথিবীটা? আজ বেশ কিছু দিন পর সবকিছু আবারো চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছে, আর কিছু ভাবেনা নূহা, এসব পারিবারিক সংগ্রামের মাঝেই বড় হয়েছে নূহা। বর্তমানে ঢাবির অর্নাস থার্ড ইয়ারের ছাত্রী সে। ভেজা চোখে রিমোটের সুইচটা পুনরায় অন করে। তখনো চলছে "true stories"। অস্ফুট স্বরে মাকে জিজ্ঞেস করে: মা মানুষ এতো সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে পারে?

কেনরে মামনি আমরা আছিনা বেঁচে; সবচেয়ে বড় কথা আল্লাহ তায়ালা যাকে ভালো রাখতে চান তাকে পৃথিবীর কোন প্রতিকূলতাই স্পর্শ করতে পারেনা। ভারী কণ্ঠে বলেন মিসেস রুবাবা। মায়ের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকায় নূহা। আল্লাহ

আমাদের সহায় অছেন সর্বদাই। মনে মনে বলে উঠে নূহা। হাজারো সন্তান বাবা মায়ের অসীম স্বপ্নকে পুঁজি করে বিদেশে গিয়ে ধুলায় মিশিয়ে দিচ্ছে সব স্বপ্ন, আশা। এজন্য দায়ী কারা। সমাজ? শিক্ষা? নাকি বাবা মা? এদেশে বড় হয়ে কীভাবে বাইরের দেশের চাকচিক্যের মোহে অন্ধ হয়ে সেখানে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে বসবাস করে? এ কেমন বিবেক? কেমন শিক্ষা? কেমন সভ্যতা?: যা যা শুয়ে পড়, মায়ের ডাকে সম্বিত ফিরে আসে নূহার। টিভি অফ করে রুমের দিকে পা বাড়ায় সে। কয়েক ঘন্টা পরেই মুয়াজ্জিনের সুললিত স্বরে আজানের ধ্বনি ভেসে আসবে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া উচিত, কিন্তু মনটা ভীষণ ভার হয়ে আছে, ঘুম আসবেনা। আর কিছু না ভেবে অজু করে এসে একাগ্র চিত্তে নামাযে দাঁড়ায় সে। অশ্রুর বান নামে দুচোখে। পরম মেহেরবান আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় সঁপে দেয় নিজেকে।

সায়েন্স ফিকশন

হুর- ই- মামদুদাহ্ ফাতেমা
শ্রেণী - ৮ম, রোল- ০৬

ল্যাপটপের দিকে তাকিয়েই আফিয়া চমকে গেলো। তার তথ্য যা বলছে তাতে তো প্রায় আফিয়ার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাদের সামনে অবস্থিত একমাত্র গ্রহ ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবীই হল একমাত্র গ্রহ যা একসময় বসবাসের জন্য একমাত্র উপযোগী গ্রহ ছিল। আফিয়া হল একমাত্র মহিলা টিম অর্কাটিভের একজন সদস্য। সে খুবই বুদ্ধিমান। তাদের সভানেত্রী হঠাৎ তার কক্ষে প্রবেশ করে। আফিয়া উত্তেজিত হয়ে বলল, পৃথিবী ধ্বংস হতে চলছে। এখন আমাদের কী করা উচিত। আফরিন অবাক হয়ে বলল কী বললে, পৃথিবী ধ্বংস হবে? তাহলে সকল মানুষ-ই ধ্বংস হয়ে যাবে। আফরিন বলল, ঠিক তাই, তুমি ল্যাপটপে দেখ, পৃথিবীতে যত নেটওর্য়াক রয়েছে সেগুলো সে কথাই বলছে। অর্কাটিভ টিমটি মঙ্গল গ্রহে অবস্থিত। এই অর্কাটিভ টিমটির সদস্যরা হলো, তানিয়া, আফিয়া, মাহফুজা, মল্লিকা, তাফিয়া, রোসাফি, ফারা, আফরিনি। এখানকার তানিয়া ও তাকিয়া দুজন বোন, তারা সৌদি আরব থাকে। আফিয়া ও মাহফুজার বাড়ি বাংলাদেশ। মল্লিকার বাড়ি ভারত, রোসাফির বাড়ি অস্ট্রেলিয়া ও ফারা ও আফরিন হল পাকিস্তানি। তানিয়া হল এ টিমের সেক্রেটারী। আর এই টিমের সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্যা হল তাকিয়া। তবে তার বুদ্ধির প্রশংসা করতে কোন বাধা থাকে না। সকলেই চিন্তিত। হঠাৎ তাদের তৈরী করা রোষ্টরর্ড এসে বলল, আর তিনদিন পরই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল পুরো পরিবেশ। নীরবতা ভেঙে তানিয়া বলল, আচ্ছা যেহেতু পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সেহেতু আমাদের তো অবশ্যই আমাদের আত্নীয় স্বজনদেরকে দ্রুত এই গ্রহে আনা উচিত। সকলেই বেরিয়ে পড়ল। তাদের মহাকাশযান টার্ন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, সকলেই তাদের নিজেদের দেশে নেমে পড়ল। সকলেই তাদের আত্নীয় স্বজনকে নিয়ে আবার মহাকাশযানে চড়ে মঙ্গল গ্রহে ফিরে আসল। পৃথিবীটা ধ্বংস হতে আর মাত্র তিন ঘন্টা। হঠাৎ একটা বিস্ফোরন। ধুম..... আফরিনের ঘুম ভেঙে গেল। সে দেখতে পেল সে খাটের নিচে শুয়ে আছে। তাহলে এগুলো কি স্বপ্ন দেখছিলাম।

হতে চাই

হাসিন শিফা লাবিবা
শ্রেণী - ৬ষ্ঠ, রোল- ৩

ইসলাম আমাদের ধর্ম। ইসলাম আল্লাহর দ্বীন। ইসলামের আছে এক বিরাট ইতিহাস। সে ইতিহাস হলো যুগের পর যুগে ঘটে যাওয়া ইতিহাস। ইতিহাসে রয়েছে অনেক বীরের কাহিনী। বীরদের সর্দার হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)। আর অন্যান্য বীরদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত হামজা (রাঃ), হযরত খালেদ (রাঃ), হযরত সাফওয়ান (রাঃ) সহ আরও অনেকজন। তাঁদের প্রত্যেকের রয়েছে বিভিন্ন ধরণের গুণ। সত্যবাদিতা, সহানুভূতি, মিথ্যাকে বর্জন করা, দয়া, উপকার করা ইত্যাদি। আর তাঁদের এসব গুণগুলো আমাদের পথ চলার প্রত্যেকটি পদে পদে মনে রাখতে হবে।

আমারও ইচ্ছা করে তাঁদেরকে অনুকরণ করে সত্যবাদী হতে। সর্বদাই চেষ্টা করি সত্যবাদী হতে। কিন্তু বুঝিনা কেন মুখ দ্বারা মিথ্যা কথা চলে আসে। বুঝিনা কেন বলছি বা বলবো। চেষ্টা করি তাঁদের মতো নিজেকে মানুষের কাছে উদার হয়ে বিলিয়ে দিতে। কিন্তু বুঝিনা সে মুহূর্তটাতে মনে এসে বাসা বাঁধে হিংসা বিদ্বেষ। সেসময় আমি হয়ে যাই পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট।

ইচ্ছে করে তাঁদেরকে অনুকরণ করে নিজের মনটাকে দয়ামায় কানায় কানায় পূর্ণ করে দিতে। কিন্তু সেই দয়ামায়া যেন এক নিমেষেই শেষ হয়ে যায়। ইচ্ছে করে মানুষের উপকারে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। কিন্তু কেন পারিনা নিজেকে মানুষের উপকারে বিলিয়ে দিতে? কিন্তু পাইনা এই প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর। মনে প্রশ্ন জাগে, 'কখনো কি এই প্রশ্নগুলোর জবাব পাবো?"

আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল কুরআনে রয়েছে জীবনের প্রতিটি দিকের সমাধান। আমার মনে যেসব প্রশ্ন সেসবের উত্তর সবই আমি এই মহাগ্রন্থে পাই। কিভাবে আমাকে সঠিক মানুষের মতো মানুষ হতে হবে তার প্রতিটি উত্তর পাই এই মহাগ্রন্থে। কুরআনে আমার প্রশ্নের জবাবগুলো পড়ি এবং শিখি।

কিন্তু সঠিক মানুষ হওয়ার জন্য সঠিক পথে চলতে চাইলেও পারিনা। পৃথিবীর লোভ আমাকে ঘিরে ধরে। আমি ঢুকে যাই পৃথিবীর এসব লোভের ভেতর। কিন্তু ভাবি আমাকে সঠিক মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। সত্যবাদিতা, সহানুভূতি, উপকার করা, দয়া, মিথ্যাকে বর্জন করা ইত্যাতি গুণকে আমার ভেতর আনতে হবে। মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। হতে চাই।

বাদশাহ্ তুব্বা'র ঐতিহাসিক চিঠি

তাসফিয়া সিদ্দিকা
শ্রেণী - ৯ম, রোল- ২

রাসূল (স.) এর জন্মের এক হাজার বৎসর পূর্বে ইয়ামানের বাদশাহ্ ছিলেন তুব্বা। তিনি একবার দেশভ্রমণের জন্য বের হলেন। সাথে অধিক সংখ্যক আলেম ও জ্ঞানী লোক এবং লক্ষাধিক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী। তিনি এমন শান-শওকতে বের হলেন যে, সমগ্র দেশের লোক তাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। তার শাহী আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জা দেখার জন্য চতুর্দিক থেকে পঙ্গপালের ন্যায় লোক লস্কর ভিড় জমাতে লাগলো। এভাবে পথে পথে তিনি গণসংবর্ধনা পেতে লাগলেন। পথ চলতে চলতে মক্কা মু'আজ্জমার উপকণ্ঠে পৌঁছে বিস্মিত হয়ে গেলেন যে, তার এই সাজসজ্জা দেখার জন্য কোন লোক আসেনি। তিনি প্রধানমন্ত্রীর নিকট এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি বলেন, হে বাদশাহ্ নামদার? এই শহরে এমন একঘর আছে যা এখানের লোকদের কাছে অনেক সম্মানিত ও মর্যাদাবান এবং ঐ ঘরের খাদিমগণও তাদের কাছে অতি মর্যাদাবান। এখানে আপনার যত লোক রয়েছে তার চেয়ে বেশি মানুষ এসে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ এবং জিয়ারত করে। সুতরাং তাদের কাছে এমন মর্যাদাবান বস্তু থাকতে আপনি এবং আপনার লোক লস্করদের কি মর্যাদা থাকতে পারে?

প্রধান মন্ত্রীর এই জবাবে বাদশাহ্ ক্রোধে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং বললেন, এই ঘর এবং এখানের সকল লোককে আমি হত্যা করবো।

কিন্তু আল্লাহর কি মর্জি! একথা বলার পর তার নাক, চক্ষু ও মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে গেল। তার নাক হতে এমন দূর্গন্ধযুক্ত পদার্থ বের হতে লাগলো যার গন্ধে মানুষ তার কাছে যেতে পারছিল না। তার সবরকম চিকিৎসা হলো। কিন্তু কোনো ফল হলো না। তার সঙ্গী আলেমদের মধ্যে একজন আলেম বাদশাহ্র নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, রোগ হলো আসমানী কিন্তু চিকিৎসা হচ্ছে জমিনী। হে বাদশাহ্! আপনি যদি কোনো খারাপ নিয়ত করে থাকেন, তাহলে এক্ষণই খালেসভাবে তাওবা করেন। বাদশাহ্ এখন আলেমের কথামতো তাওবা করলেন। তাওবা করার সাথে সাথে তার নাক থেকে ময়লা পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

এ ঘটনার পর বাদশাহ্র বাইতুল্লাহ্ শরীফ এবং তার খাদেমগণের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মালো। আরোগ্য লাভের খুশিতে সে খুশিতে সে এ ঘরে রেশমি কালো গিলাফ দ্বারা সাজালেন এবং মক্কার প্রত্যেক অধিবাসীকে ৭টি স্বর্ণমুদ্রা আর ৭ জোড়া রেশমি কাপড় উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করলেন। অতঃপর বাদশাহ্ সৈন্য সামন্ত নিয়ে মদিনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। কিছুদিন পথ অতিক্রম করার পর মদিনায় গিয়ে তারা শিবির স্থাপন করে। তার সঙ্গী আলেমগণ এই স্থানের মাটির ঘ্রাণ ও পাথরের টুকরো পর্যবেক্ষণ করে আখেরী নবীর হিজরতের স্থানের যে আলামতের কথা তাদের আসমানী কিতাবে পড়েছিলেন তার সন্ধান পেলেন। সুতরাং তারা তখনই অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে গেল যে, তারা মরে গেলেও এ স্থান থেকে যাবেন না। বাদশাহ্ তুব্বা তাদের কথা শুনে চারশত দালান নির্মাণ করে দিলেন। আর আলেমগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তার দালানের নিকট আখেরী নবী (স.) এর জন্য একটি দালান নির্মাণ করে দেন এবং বাদশাহ্ সেই আলেমের কাছে একটি চিঠি লিখে দিলেন এবং বললেন, আমার এই চিঠি আখেরী নবীর কাছে পৌঁছবেন। যদি আপনার পক্ষে তা অসম্ভব হয় তবে আপনার আওলাদের দ্বারা তা সংরক্ষিত রাখবেন। অতপর বাদশাহ্ তার দেশে ফিরে গেলেন। সেই আলেম এবং তার আওলাদগণের বংশ পরম্পরায় সেই ঐতিহাসিক চিঠিটি হাজার হাজার বছর ধরে রক্ষিত হয়ে এসেছে। অতপর এই চিঠি হযরত আইয়ুব (রাঃ) এর হাতে আসে। তিনি এ চিঠি তার ভৃত্য আবু লায়লার নিকট রাখেন।

কালের চক্রক্রমে যখন নবীজী (স.) মদিনায় আসেন তখন তাঁর উটটি আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) এর ঘরের সামনে বসে পড়ে। আবু লায়লা উপস্থিত হলে নবী (স.) তাকে দেখে জিজ্ঞেস করেন- তুমি কি আবু লায়লা? আবু লায়লা এ কথা শুনে বিস্মিত হন। নবীজী (স.) বলেন, আমি মুহাম্মদ (স.) আখেরী নবী। তোমার নিকট আমার নামে লিখিত পত্রখানা দাও। তখন লায়লা তাঁকে পত্রটি দিলেন। তাতে লিখা ছিল, তুব্বা আউয়াল হামীরীর পক্ষ হতে মুহাম্মদ (স.) এর খিদমতে, হে আল্লাহর মাহবুব! আমি ঈমান আনলাম আপনার ওপর এবং আপনার প্রতি সে কিতাব নাযিল হবে তার প্রতি। আর ঈমান আনলাম আপনার দ্বীনের প্রতি। সুতরাং ভাগ্যক্রমে আপনার সাথে যদি আমার সাক্ষাত হয় তাহলে তা সৌভাগ্য। আর যদি সাক্ষাত না হয়, তাহলে আপনি আমাকে শাফায়াত করে বেহেশতে নিয়ে যাবেন। ভুলবেন না। আমি আপনার পহেলা উম্মতদের মধ্যে একজন। আপনার আগমনের পূর্বেই আমি বাইয়াত হয়েছি। আমি অন্তর হতে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, "আল্লাহ তা'য়ালা একমাত্র মাবুদ এবং আপনি তার সত্যবাদী রাসূল"। রাসূল (স.) এ চিঠি পড়ে বলেন, পূণ্যবান তুব্বা ভাইকে ধন্যবাদ।

সেই রিকশাওয়ালাটি

সানজিদা আকতার (ঝুমু)
শ্রেণী - ১০ম, শাখা ঃ বালিকা

রাকিব উঠ। সাতটা পঁচিশ বাজে। আজ আর স্কুলে যাওয়ার প্রয়েজন নেই। প্রতিদিনের মতো মায়ের কাঁচা মরিচ স্বরুপ বকাবকিতে ঘুমটা ভাঙলো। গত রাত্রে বিজ্ঞান ব্যবহারিকের কিছু কাজ করেছিলাম। ঘুমিয়েছি রাত সাড়ে তিনটার পর। তাই সকালে এত দেরিতে উঠা। ব্যবহারিকগুলো জমা দেওয়ার আজই শেষ তারিখ। চোখটা মেলে বামপাশে দেয়ালে ঝোলানো ঘড়িটার দিকে চোখ দিই। সাতটা পঁচিশ! মনে হচ্ছিল ঘড়িটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। ভাবছিলাম ঘড়ির ব্যাটারিটা নষ্ট নয় তো? আবার ভাবছি। নাকি আমার মাথার ব্যাটারি নষ্ট। চশমাটি চোখে লাগিয়ে দেখি আসলেই তো! কারণ মা মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙার জন্য সময়টা এক ঘন্টা বাড়িয়ে বলতেন। স্কুল শুরু হবে আটটায়। বিছানা হতে ব্যাঙের মত লাফিয়ে উঠলাম। বিশ মিনিটের মধ্যে স্কুলের জন্য একেবারে তৈরি। নাস্তাটা কোনরকম মুখে দিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। বিপদ এক আসে না। রাস্তা মরুভূমির মত হাহাকার করছে । কোথাও গাড়ি নেই অনেক দূরে পিঁপড়ার মত একটি রিকশা দেখা যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে আমায় কাছেই আসছিল। অনেক কষ্টে আমার কাছে এসেছে। রিকশাটিতে রিকশাওয়ালা ছাড়া আর কেউই ছিল না। বয়সটা ৪০-৫০ এর মধ্যে হবে। মাথা চুলবিহীন ও ছোট ছোট কালো দাড়ি, মনে মনে ভাবলাম, আজ হয় তো পাঁচ টাকার ভাড়া আট দশ টাকা দিতে হবে। রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই যে ভাই যাবেন, বালুচড়া এমপি চেক পোষ্ট।

- ক্যান্ট বোর্ড স্কুলের ওহানে, যামু।

-কত?

-পাঁচ টেকা

সাথে সাথে উঠে পড়লাম। আর রিকশাওয়ালাকে বললাম ভাই, একটু তাড়াতাড়ি চালাবেন। বেশি দেরি হয়ে গেছে, একটু পর খেয়াল করি তিনি আগের চেয়ে ও আর ও ধীরে চালাচ্ছেন। আর হাঁপাচ্ছেন, ভাবছি,এ জন্যই কি ভাড়া বেশি চায় না। যে গতিতে তিনি চালাচ্ছিলেন, তাতে হাপাঁনোর কিছুই ছিল না। মনে হচ্ছিল তার ব্যাটারির চার্জ নেই। আবার বল্লাম, "ভাই, বলেছিনা। একটু জোরে চালান, এত আস্তে চালালে কি হবে? এ রকম দুই তিন বার বলেছি। খুব রাগ হচ্ছিল ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে পেছনে বসিয়ে আমি রিকশাটি চালাই, গন্তব্যস্থলের অনেকটা কাছে চলে এসেছি। তখন খেয়াল করি অদ্ভুত এক বিষয়। রিকশাওয়ালা শুধুমাত্র ডান পা দিয়ে রিক্সা চালাচ্ছেন। কারণ বাম দিকের পা- টি ডান পায়ের চেয়ে অর্ধেক ছোট। এটা দেখে আমি এত ব্যথিত হয়েছিলাম যে শুধু চোখের পানিটা বের হয়নি। আমার মনটা আমাকে বকাবকি করতে লাগলো। এতক্ষন তাকে অনেক কথা বলেছি। কিন্তু একটা শব্দ ও তিনি করেন নি। ভাবছি কত কষ্টে তিনি তার সংসার চালান। এই একটি পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে তার পরিবার। আমার মতো তার ও হয়তো সন্তান রয়েছে। কিন্তু সে কি আমার বাবার মত বাবা পেয়েছে? আমার মতো সমান লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে? অথচ আল্লাহ্ আমাদের সবকিছু দিয়েছেন। কোন কিছুর অভাব তিনি অপূরন রাখেন নি। অথচ আমরা সঠিকভাবে লেখাপড়া করি না। একদিকে আমরা স্কুলে ফ্যানের ঠান্ডা বাতাসে লেখাপড়া করি। অপরদিকে তারা সূর্যের কঠোর তাপে পুড়ে অর্থ উপার্জন করে। রিকশা হতে নেমে পকেটে তাত দিয়ে দেখি শুধু পাঁচ টাকাই আছে। কিন্তু খুব ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে কিছু টাকা বাড়িয়ে দেই। পারলাম না। একজন লোক সেই রিকশাটা ভাড়া করলো। আমার মনটা তখন তাকে সালাম দিতে লাগলো। সম্মান করতে লাগলো তার পরিশ্রম আর কর্মকে।

খোদার মেহমান

আফিয়া জাহিন মুনতাহা
শ্রেণী - ৬ষ্ঠ, রোল- ১০

হযরত আবুল ফাতাহ (রাহমাতুল্লাহ আলাইহে) একবার হজ্ব উপলক্ষে ঘর থেকে বের হলেন। পথে এক যুবককে হেটেঁ যেতে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন- বাবা, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বললো বায়তুল্লাহ শরীফ যাচ্ছি। আবুল ফাতাহ বললেন-বাবা তুমি তো অল্প বয়স্ক, পথতো অনেক দীর্ঘ, তোমার কদম ছোট এবং বায়তুল্লাহ শরীফ এখান থেকে অনেক দূরে। সে বললো, জনাব কদম রাখাটা হচ্ছে আমার কাজ এবং মনজিলে মকসুদে পৌছিয়ে দেয়া হচ্ছে ওনার কাজ, যিনি বলেছেন-

(যারা আমার পথে চেষ্টা করেছেন নিশ্চয় আমি তাদের কে পথ দেখায়ে দিব।) হযরত আবুল ফাতাহ, বললেন, তোমার কাছে তো খানাপিনার কোন সামান নেই। সে বললো, হে শেখ। সত্য সত্য বলুন, যদি কোন ভাই আপনাকে মেহমান হিসেবে দাওয়াত দেয় তাহলে খানাপিনা সাথে নিয়ে যাওয়া কি শোভনীয় হবে? তিনি বললেন, না। সে বললো, আমার মাওলা আমাকে তার ঘরে ডেকেছেন, আমার খানাপিনা ওনার জিম্মায়।

মহিয়সী নারী হযরত খাদীজা (রাঃ) এর অবদান

তাসফিয়া সিদ্দিকা
শ্রেণি - ৯ম, রোল- ২

কবি বলেন- " কোন কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারী; প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয়ী লক্ষ্মী নারী"। ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারী সমান। এ বিশ্বে ইসলামের প্রচার প্রতিষ্ঠায় পুরুষের যেমন ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অবদান রয়েছে, তেমনি নারীরও। পুরুষরা যেমন জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেছেন, দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন, তেমনি নারীরাও জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেছেন। জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হতে বাধ্য হয়েছেন। পুরুষদের সাথে নারীরা ও ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। মোটকথা এ বিশ্বে ইসলামকে বিজয়ী করতে নারীরা কোন অংশে পুরুষদের থেকে পিছিয়ে ছিল না। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা প্রধান হয়ে উঠেছে। রাসূল (স.) এর নবুয়াত ও রিসালাত লাভের পর নারীদের মধ্যে প্রথম ঈমান এনেছেন হযরত খাদীজা (রাঃ)। হযরত খাদীজা (রাঃ) এর সম্পর্কে কিছু আলোচনা তুলে ধরব।

হযরত খাদীজা (রাঃ) হলেন উম্মাহাতুল মুমিনীনদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী। হযরত খাদীজা (রাঃ) ইসলামের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাঁর জীবনী পড়লে বুঝা যায় যে, তিনি ছিলেন আদর্শ নারীদের মধ্যে একজন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী এবং বহু সম্পদের মালিক। যখন রাসূল (স.) নবুয়াত লাভ করেন, তখন তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। পূর্ব থেকেই তিনি মুহাম্মদ (স.) এর নবী হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছিলেন। ছহীহ্ বুখারীর 'অহীর সূচনা' অধ্যায়ে একটি হাদিসে বিষয়টি বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। হযরত আয়িশা (রাঃ) চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন।

রাসূল (স.) অহী নাযিলের পূর্বে নির্জনে থাকতে ভালবাসতেন এবং খাদ্য পানীয় সঙ্গে নিয়ে হেরা গুহায় চলে যেতেন। সেখানে কয়েকদিন ইবাদতে মশগুল থাকতেন। অনেক সময় তাঁর খাদ্য শেষ হয়ে যেত। তখন হযরত খাদীজা (রাঃ) কষ্ট করে মক্কার উঁচু হেরা পাহাড়ে তাঁর জন্য খাদ্য ও পানীয় নিয়ে যেতেন। এ অবস্থায় একদিন তাঁর কাছে সত্যের আগমন হলো। ফিরিশতা জিব্রাইল এসে তাঁর ওপর অহী নাযিল করলেন। তখন তিনি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরলেন। খাদীজা (রাঃ)কে ডেকে বললেন, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করো, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করো"। তখন খাদীজা (রাঃ) রাসূল (স.) কে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। তাঁর ভীতি কেটে গেল। তারপর তিনি খাদীজার নিকট তাঁর পুরো ঘটনা বললেন এবং জীবনের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করলেন- খাদীজা (রাঃ) বললেন, "না, তা কক্ষনো হতে পারে না। আল্লাহর কসম তিনি আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধনে সুদৃঢ়কারী, গরীব-দুঃখীর সাহায্যকারী, অতিথিপরায়ন ও মানুষের বিপদে সাহায্যকারী"।

একদিন খাদীজা (রাঃ) রাসূল (স.) এর জন্য খাবার নিয়ে তাঁর খোঁজে মক্কার উঁচু ভূমির দিকে চলছেন। পথে জিব্রাইল (আঃ) এক অপরিচিত ব্যক্তির রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হন এবং রাসূল (স.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। খাদীজা (রাঃ) শঙ্কিত হয়ে উঠেন এই ভেবে যে, না জানি তাঁকে অপহরণ করে কিনা। পরে খাদীজা (রাঃ) রাসূল (স.)কে জানালে তিনি বললেন, লোকটি জিব্রাইল (আঃ)। তিনি আমাকে বলেছেন, আমি যেন তোমাকে সালাম জানাই এবং জান্নাতে মণিমুক্তোর তৈরি একটি বাড়ির সুসংবাদ দান করি।

ইসলাম গ্রহণের পর খাদীজা (রাঃ) তাঁর সকল ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব ইসলামের জন্য দান করেন। তিনি ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে সব প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করেন।

ইবনে ইসহাক বলেন- "মুশরিকদের প্রত্যাখান ও অবিশ্বাসের কারণে রাসূল (স.) যে ব্যাথা অনুভব করতেন, খাদীজা (রাঃ) এর দ্বারা আল্লাহ তা দূর করে দিতেন। কারণ তিনি রাসূল (স.)কে সান্তনা দিতেন, সাহস ও উৎসাহ যোগাতেন। তাঁর সবকথাই তিনি বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতেন। মুশরিকদের সকল অমার্জিত আচরণ তিনি রাসূল (স.) এর কাছে অত্যন্ত হালকা ও তুচ্ছভাবে তুলে ধরতেন।

রাসূল (স.) সকল বিপদ-আপদে তাঁর কাছে মনের কথা বলতেন, অভিযোগ করতেন। নবুয়াতের সপ্তম বছর মুহাররম মাসে কুরাইশরা মুসলমানদেরকে বয়কট করে। তাঁরা 'শিয়ারে আবু তালিবে' আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাসূল (স.) এর সাথে হযরত খাদীজা (রাঃ)ও সেখানে অন্তরীণ হন। প্রায় তিনটি বছর শেষে আবি তালিব দারুন অভাব ও দুর্ভিক্ষের মাঝে অতিবাহিত করে। গাছের পাতা ছাড়া জীবন ধারণের আর কোনো ব্যবস্থা প্রায় ছিল না। রাসূল (স.) এর সাথে হযরত খাদীজা (রাঃ)ও হাসিমুখে সে কষ্ট সহ্য করেন। এমন দুর্দিনে তিনি নিজের প্রভাব খাটিয়ে নানা উপায়ে কিছু খাবারের ব্যবস্থা মাঝে মাঝে করতেন। পূর্বে উল্লিখিত ঘটনাবলীর সবই ইসলামের অব্যবহিত পূর্ব সময়ের ও সূচনা পর্বের। এ ধরণের আরও বহু ঘটনার কথা জানা যায় যাতে খাদীজা (রাঃ) ধৈর্য, বিচক্ষণতা, রাসূল (স.) এর প্রতি প্রবল আবেগ ও রাসূল (স.)কে সর্বাবস্থায় সাহায্য করার দৃশ্য ফুটে ওঠেছে।

ইবনে ইসহাক বলেন- "রাসূল (স.) এর জন্য খাদীজা (রাঃ) ছিলেন ইসলামের ব্যাপারে সত্য ও সঠিক দৃষ্টান্ত"। সুতরাং বলা যায় যে, খাদীজা (রাঃ) ছিলেন একজন অসীম সাহসী নারী। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে রাসূল (স.)কে সাহায্য করেছিলেন। হযরত খাদীজা (রাঃ) ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (স.) এর বহু বাণী ও মন্তব্য হাদীসে সীরাতের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। হযরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স.) বলেছেন- "বিশ্বের নারী জগতের মধ্যে তোমার জন্য চারজনই যথেষ্ট"।

আনাস (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স.) বলেছেন- "বিশ্বের নারী জাতির মধ্যে সর্বোত্তম মারইয়াম বিনতে ইমরান, খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ ও আছিয়া বিনতে মুয়াবিয়া (রাঃ)। হযরত খাদীজা (রাঃ) সকল নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম। হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.)কে আমি বহুবার বলতে শুনেছি- "খাদীজা (রাঃ) জগতের সর্বোত্তম নারী"।

ইমাম আয যাহাবী- হযরত খাদীজা (রাঃ) এর স্থান ও মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- 'তাঁর ফযীলত অনেক। তাঁর সময়ের বিশ্বের সকল নারীর নেত্রী। যে সকল নারী (বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায়) পূর্ণতা লাভ করেছেন, তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী, ধর্মপরায়ণ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারীনী। রাসূল (স.) তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। রাসূল (স.) তাঁর প্রতি অতিমাত্রায় সম্মান প্রদর্শন করেছেন। হযরত খাদীজা (রাঃ) নবী মুহাম্মদ (স.)কে অটল হয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে এবং নিজের সবকিছু তাঁর হাতে তুলে দিয়ে মানব জাতির অপার কল্যাণ সাধন করে গেছেন। তাঁর গুণাবলী ও অবদান বর্ণনা করে আমরা শেষ করতে পারবো না।

জান্নাতের সন্ধান

নাজিফা
শ্রেণী- ৫ম, রোল - ১০

আচ্ছা মিয়া একজন গরীবের ছেলে। সে খুব সত্যবাদী এবং ন্যায়বান। সে গুরুজনদের কথা মেনে চলে এবং প্রতিবেশীদের সাহায্যে এগিয়ে যায়। সে খুব ভোরে ওঠে। রীতিমতো নামায পড়ে ও কুরআন তেলাওয়াত করে। স্কুলে তার সহপাঠি ও শিক্ষকদের সাথে ভালো আচরণ করে। তার সব ভালো কাজের জন্যই তাকে সবাই ভালবেসে আচ্ছা মিয়া বলে ডাকে। তার আসল নাম শরীফ আহমদ। ও যে কেবল নামে শরীফ বা ভদ্র বরং সে আসলেই শরীফ ছেলে। ওর নামটি যেমন, ও ঠিক তেমন কাজও করে। একদিন আচ্ছা মিয়া সত্য এবং ভা লো গল্প পড়ল, মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত। তার ছোট ভাই ভুলা মিয়াকে জানালো। একদিন আচ্ছা মিয়ার মা খাবার খেয়ে কিছু সময় আরাম করার জন্য শুয়ে থাকেন। আচ্ছা মিয়া মাকে শুয়ে থাকতে দেখলেই মায়ের কাছে দৌড়ে আসে। মা বলল দুপুরের খাবারের পর কিছু সময়ের জন্য এ শোয়াকে 'কায়লুলা' বলা হয়। কায়লুলা আমাদের প্রিয় নবী (স.) এর সুন্নাত। একথা বলে আচছা মিয়ার মা ঘুমিয়ে পড়ল। আচ্ছা মিয়া ও ভুলা মিয়া তাদের মায়ের পা দুটো টিপতে লাগল এবং তার মায়ের পায়ের নিচে ঝুঁকে ঝুঁকে জান্নাত দেখার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। পাশে বসা ছিলেন তার বাবা। আচ্ছা মিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা দুজন তোমাদের মায়ের পায়ের দিকে এত গভীরভাবে তাকিয়ে আছ কেন? আচ্ছা মিয়া জানাল, আমি ১টি গল্পে পড়েছি- 'জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে'। একথা শুনে বাবা তাদের বুকে ধরে তাদের বুঝিয়ে বললেন মায়ের সেবা করলেই জান্নাত পাবে।

ঈমান রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগের প্রয়োজন

সানজিদা আকতার (ঝুমু)
শ্রেণী - ১০ম, রোল - ৮

একথা সত্য যে, ঈমান ও ইসলামই সবচেয়ে বড় নেয়ামত এবং মানব জাতির মুক্তির সনদ। যদি ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত ঈমান ইয়াকীনের মশাল হাতে নিয়ে আমরা জীবন-যাপন করি, তাহলে ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় সমস্যার এভাবে সমাধান হয়ে যাবে যে, গোটা বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার দোলনায় পরিণত হবে এবং পরকালের জীবন হবে চির সুখময়। তাই ঈমানের হিফাজতের জন্য সবচেয়ে বেশি ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে সূরা আল বুরুজের শানে নুজুলে বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) এর যুগে ইয়ামেনে জনৈক বাদশার দরবারে একজন অতিন্দ্রিয়বাদী ছিল। সে একদিন বাদশাহকে বলল, আমাকে একজন মেধাবী যুবক দিলে আমি তাকে এ বিদ্যা শিক্ষা দিতাম। সেমতে তার কাছে এ বিদ্যা শেখার জন্য এক যুবককে মনোনীত করা হয়, যার নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে আমর। অতিন্দ্রিয়বাদীর নিকট এ যুবকের আসা-যাওয়ার পথে জনৈক খৃস্টান পাদ্রী বসবাস করতো। সে যুগে খৃষ্ট ধর্মই ছিল সত্য ধর্ম। পাদ্রী অধিকাংশ সময় ইবাদতে মশগুল থাকত। যুবকটি পথিমধ্যে পাদ্রীর কাছে যেয়ে তার কথাবার্তাশুনে প্রভাবান্বিত হয় এবং অবশেষে সে গোপনে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। আল্লাহ তায়ালা তাকে মজবুত ঈমান দান করেন। বহু নির্যাতনের মুখে সে ঈমানে অবিচল ছিল। পথিমধ্যে সে পাদ্রীর কাছে বসে কিছু সময় অতিবাহিত করতো। এ কারণে অতিন্দ্রিয়বাদীর কাছে বিলম্বে পৌঁছায় সে তাকে প্রহার করতো। ফেরার পথে আবার পাদ্রীর কাছে যেত। ফলে ঘরে পৌঁছতে বিলম্ব হওয়ায় ঘরের লোকেরাও তাকে মারতো। কিন্তু সে কোনো কিছুর পরোয়া না করে ঈমানের হিফাজতের জন্য পাদ্রীর কাছে যাতায়াত অব্যাহত রাখলো। এরই বরকতে আল্লাহ তায়ালা তাকে কারামত তথা অলৌকিক ক্ষমতা দান করলেন।

একদিন যুবকটি দেখলো একটি সিংহ জনপথ আটকে রেখেছে এবং মানুষ সিংহের ভয়ে অস্থির হয়ে ছুটাছুটি করছে। বালকটি একখণ্ড পাথর হাতে নিয়ে দোয়া করলো যে, হে আল্লাহ! যদি পাদ্রীর ধর্ম সত্য হয় তবে এ সিংহ আমার প্রস্তারাঘাতে মারা যাক। আর যদি অতিন্দ্রীয়বাদী সত্য হয়, তবে না মরুক। একথা বলে সে পাথর নিক্ষেপ করতেই তা সিংহের গায়ে লাগলো এবং মহান আল্লাহর হুকুমে সিংহটি মারা গেল। এরপর মানুষের মধ্যে একথা ছড়িয়ে পড়লো যে, এ যুবক এক আশ্চর্য বিদ্যা জানে। জনৈক অন্ধ একথা শুনে এসে বললো, আমার অন্ধত্ব মোচন করে দিন। যুবক বললো,

তুমি আল্লাহর সত্য ধর্ম কবুল করলে আমি চেষ্টা করে দেখবো। অন্ধ তার শর্ত মেনে নিলো। সেই মতে বালকটি দোয়া করতেই আল্লাহ তায়ালা অন্ধের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। অন্ধ সত্য ধর্ম গ্রহণ করলো। এসব সংবাদ বাদশার কানে পৌঁছলো। সে পাদ্রী, বালক ও অন্ধকে গ্রেফতার করে দরবারে আনলো। অতঃপর সে পাদ্রী ও অন্ধকে হত্যা করল, যুবকের ব্যাপারে আদেশ দিল, তাকে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করা হোক। কিন্তু যারা তাকে পাহাড়ে নিয়ে গেল তারাই মারা গেল। যুবকটি নিরাপদে বাদশাহর দরবারে ফিরে এল। অতপর তাকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করার আদেশ দিল। এবার ও বেঁচে গেল এবং যারা তাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারতে গিয়িছিল, তারাই ডুবে মারা গেল। অতপর যুবক বাদশাহকে বলল আমার তূণীর থেকে একটি তীর নিন এবং বিসমিল্লাহি রাব্বী বলে আমার গায়ে নিক্ষেপ করুন তবে আমি মারা যাব, সেই মতে তাই করা হলো এবং বালকটি মারা গেল। এই বিস্ময়কর ঘটনা দেখে সাধারণ মানুষের মুখে উচ্চারিত হল, "আমরা সবাই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং এই জালেম বাদশাহর প্রভুত্ব ও দাসত্বের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করলাম। এভাবে কাফির বাদশাহকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে ও বিফল মনোরথ করলেন। বাদশাহ্ খুবই অস্থির হয়ে পড়ল এবং সভাসদদের পরামর্শ ক্রমে বিরাট বিরাট গর্ত খনন করে সেগুলোতে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের নির্দেশ দিল এবং বললো, যারা এই নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করবে না, তাদেরকে এই অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে। কিন্তু বাদশাহ কাউকে টলাতে পারলো না। মুমিনদের একেক জনকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত গর্তের কিনারে উপস্থিত করে বলল, ঈমান ত্যাগ কর নতুবা এই গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে এমন দৃঢ়তা দান করলেন, তাদের একজনও ঈমান ত্যাগ করতে সম্মত হলো না বরং অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকেই বরণ করে নিল। মাত্র একজন মহিলা যার কোলে শিশু সন্তান ছিল সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ইতস্তত করছিল। তখন কোলের শিশু বলে উঠল : আম্মা সবর করুন। আপনি সত্যের উপর আছেন। তখন সেই মহিলাও অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রাণ দিল। তবুও ঈমান ত্যাগ করলো না। এভাবে কোন কোন রেওয়ায়েত মতে তখন বার হাজার মুসলমান।

ঈমানের হিফাজতের জন্য প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লিখিত আছে, ইয়ামেনের যে স্থানে উল্লিখিত এই যুবকের সমাধি ছিল ঘটনাক্রমে কোন প্রয়োজনে সেই জায়গা হযরত উমর (রাঃ) এর খেলাফত কালে খনন করা হলে তার লাশ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। লাশটি উপবিষ্ট অবস্থায় ছিল এবং হাত কোমর দেশে রক্ষিত ছিল। বাদশাহর তীর সেখানেই লেগেছিল। কোন একজন তার হাতটি সরিয়ে দিলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকে। হাতটি আবার পূর্বের ন্যায় রেখে দেয়া হলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। তার হাতের আংটিতে "আল্লাহ রাব্বী" (আল্লাহ আমার পালনকর্তা) লিখিত ছিল। তখন ইয়ামেনের গর্ভনর আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রাঃ) কে এ সংবাদ জানালে তিনি উত্তরে লিখে পাঠান, তাকে পূর্বাবস্থায় রেখে দাও। উল্লিখিত ঘটনাটি সকল মুমিনের জন্য বিশেষ শিক্ষণীয়। বর্তমান যুগে যে সকল তাগুতী গোষ্ঠী আল্লাহর জমিন থেকে দ্বীন ও ঈমানকে মুছে দিতে চায়, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও তাদের মোকাবেলা করে দ্বীন ও ঈমানের হেফাজত করা বিশ্বের সকল মুসলমানের ওপর ফরজ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

গ্রীষ্মের ছুটিতে দাদার বাড়ী

জান্নাতুল কোবরা চৌধুরী
৪র্থ শ্রেণী, রোল - ১

গ্রীষ্মের বন্ধের সময় আমরা দাদার বাড়িতে যাব। আব্বু বন্ধের তিনদিন আগে আমাদেরকে জানিয়ে দেন। আব্বুর কথা শুনে আমরা ভাইবোন যেন আর সইতে পারছিলাম না। সেই আনন্দের দিনটি এসে গেল। আমরা বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা দেব। মনের আনন্দে রাতে ঘুম আসছিল না। সকালটা যেন অনেক দূর। যাক অবশেষে মোয়াজ্জিনের আল্লাহু আকবর ধ্বনি শুনে মনটা খুশিতে ভরে গেল সকাল হয়ে গেছে বলে। আবশেষে ৮টার সময় আমরা যাত্রা শুরু করলাম। আমরা সকাল ১০:৩০ টার সময় বাড়ি পৌঁছলাম। যেহেতু আমাদের পটিয়া থানার অন্তর্গত বরলিয়া গ্রাম। আমাদের গাড়ি দেখে তানিয়া, সাকিব, সালমা, নাইমা, ফারিয়া, সামিয়া এগিয়ে এল। সবার মাঝে কুশল বিনিময় হলো। আমাদের বাড়িতে অনেক আম, লিচু, নারিকেল গাছ আছে। আম গাছে থোকা থোকা আম ঝুলে আছে। পাকা আম দেখে লোভ সামলাতে পারছিলাম না। হোসেন ভাইয়াকে ডেকে আনলাম আম পাড়ার জন্য। যেই কথা সেই কাজ। হোসেন ভাইয়া পাকা পাকা আম গাছ থেকে ফেলতে লাগল। আমরা মহা আনন্দে খেতে লাগলাম। এভাবেই মহা আনন্দের মাঝে সকাল, দুপুর পেরিয়ে বিকাল হয়ে গেল। তানিয়া, সালমা, নাইমা, ফারিয়া সবাই মিলে গল্পের পালা। গল্প করতে করতে এক সময় শুনতে পেলাম সামিয়া স্কুলে যায় না। কথাটি শুনায় মনটা খুব খারাপ হলো এবং তার কাছে জানতে চাইলাম কেন সে স্কুলে যায় না। মনটা খুব খারাপ হলো, তাই ঘরে চলে এলাম সবাইকে ছেড়ে। মনটা কিছুতেই স্থির হচ্ছে না। রাত্রে বিষয়টা আব্বুকে বললাম। তিনি সাথে সাথে সামিয়ার আব্বু আম্মুকে ডেকে আনলেন আর বুঝালেন স্কুলে যাওয়া প্রত্যেক শিশুর অধিকার। সামিয়ার আব্বু আম্মু তাদের ভুল বুঝতে পারল এবং সামিয়াকে স্কুলে পাঠানোর জন্য রাজি হলো। এ কথা শুনে আমার মনে যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল তা প্রকাশ করার ভাষা আমার ছিল না। সাথে সাথে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম- ' হে প্রভু! পৃথিবীতে কোন সামিয়া যেন শিক্ষা হতে বঞ্চিত না হয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে পড়ালেখা করার তওফিক দিন'। আমিন।

বিচিত্রা তথ্য কণিকা

রায়হান জান্নাত (রনি)
শ্রেণী - ১০ম, রোল- ০২

'শামুক' টানা ৩ বছর ঘুমাতে পারে।
#'ডলস পারপয়েজ' নামের প্রাণী কখনো ঘুমায়না।
'ক্যাঙ্গারো র‍্যাট' কখনো পানি পান করেনা।
'বক্র জেলিফিশ' পৃথিবীর বিষাক্ত প্রাণী।
একটা পিপঁড়া তার শরীরের ওজনের চেয়ে ৫০ গুণ ভারী জিনিস বহন করতে সক্ষম।
'ঝিঁ ঝিঁ পোকা' ডিম থেকে বের হওয়ার পর ১৭ বছর মাটির নিচে ঘুমিয়ে থাকে।
'প্রজাপতি' তিন লক্ষ ভাগ পানি থেকে এক ভাগ চিনির অস্তিত্ব খুজেঁ বের করতে সক্ষম।
'কাফতার' নামক প্রাণী একবছর পর পর পুরুষ ও স্ত্রী রুপ ধারণ করে।
ব্রাজিলের 'ডিজেল ট্রি' নামক গাছ থেকে বছরে ১৬২০ লিটার ডিজেল পাওয়া যায়।
সারা দেহ থেকে মানব জীবনে১৯ কেজি চামড়া খসে পড়ে।
মানব দেহের হাড় গুলো জোড়া লাগলে ৫০,০০০ মাইল দীর্ঘ হবে।

কৌতুক

রসায়নের ব্যবহারিক ক্লাস চলছে-
শিক্ষক ঃ আমি এই দ্রবণ তৈরী করেছি। দেখে এই পাত্রে আমি আমার সোনার আংটিটি ডুবিয়ে দিলাম। এখন বল তো আংটিটি দ্রবনে গলবে নাকি গলবে না?
ছাত্র ঃ গলবে না স্যার।
শিক্ষক ঃ Good, Very Good! আচ্ছা বলতো কেন গলবে না?
ছাত্র ঃ স্যার আপনি জ্ঞানী লোক। এই দ্রবনে যদি সোনার আংটিটি গলে যেত, তাহলে নিশ্চয় আপনি জেনিশুনে এই পাত্রে আপনার সোনার আংটিটি ডুবাতেন না।

- সংগ্রহে ঃ সানজিদা আক্তার, ১০ম শ্রেণি।

হাট স্কেল

১ম কর্মচারী ঃ খবর শুনেছেন? আমার বড় সাহেবের ছেলে হাট ফেল করে মারা গেছেন।
২য় কর্মচারী ঃ আহারে! সারা জীবন পাশ কইরা শেষে মরার সময় ফেল করল।

- জান্নাতুল নাঈমা শিফা, শ্রেণি ঃ দশম, রোল ঃ ০৩

এক বাঙ্গালী পাকিস্তানে গেছে। তখন তাকে একটা বোলতা কামড়ালো। তার চোখ মুখ ফুলে ফুটবল। তাই তাকে হাসপাতালে যেতে হলো। বাঙ্গালী লোকটি ভালো করে উর্দু বলতে পারে না। তাই কাউকে ব্যাপারটা বুঝাতে না পেরে অবশেষে নিরূপায় হয়ে বললো, ভাইসাব বাংলাদেশে বোলতাকো বোলতা বোলত। হ্যায় আপ বোলতাকো ক্যায়া বোলতা হ্যায়।
একবার ইন্ডিয়া ইংল্যান্ডের কাছে এমনভাবে হেরেছে যে, তারা মুখ দেখতে পারছে না। ইন্ডিয়ার অধিনায়ক গাঙ্গুলী যে কিভাবে মুখ দেখাবে তা বুঝাতে পারছে না। তাই সে একটি মেয়ে সেজে রাস্তায় নামল। সেখানে একটি মহিলা তাকে দেখল।
মহিলা ঃ কেমন আছ গাঙ্গুলী?
গাঙ্গুলী মহিলাটির কথা শুনে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল।
পরদিন আবার সে নামল। মহিলাটি তাকে আবার দেখল।
মহিলা ঃ কেমন আছ গাঙ্গুলী?
গাঙ্গুলী ঃ ভালো আছি। কিন্তু আপনি কে?
মহিলা ঃ আমি ধনী।

- হাসিন শিফা লাবিবা, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, রোল - ৩

দুই বন্ধুর কথোপকথন-
মানিক ঃ আমি যে ৩০ তলা ভবন থেকে লাফ দিয়েছিলাম সেটা তুই জানিস?
মাসুদ ঃ না, জানি না তো। কি হয়েছিল বল?
মানিক ঃ তাহলে শোন, একবার আমি ৩০ তলা ভবনের ছাদ থেকে দিলাম লাফ। পড়ছি তো পড়ছিই। তারপর যখন মাটিতে পড়লাম .....
মাসুদ ঃ তারপর, তারপর?
মানিক ঃ তারপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

- রাহীকুম মাখতুম, শ্রেণি- ৬ষ্ঠ, রোল - ২

শিক্ষক অন্যমনস্ক ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন, বলতো সজীব ছাত্র-ছাত্রীরা কোন বাক্য সবচেয়ে বেশি উচ্চারণ করে?
সজীব ঃ জানি না স্যার।
শিক্ষক ঃ Very Good সঠিক জবাব দিয়েছো।

- সংগ্রহে ঃ কুররাতুল আইন আইনান, শ্রেণী - ৯ম, রোল - ১

বাবা অবাধ্য ছেলেকে ডেকে বললেন ঃ আজ যদি তুমি একটা ভাল কাজ কর তাহলে তোমাকে মিষ্টি খাওয়াব।
বাবা অফিস থেকে এসে ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন ভাল কাজ করেছ আজ ?
ছেলে ঃ হ্যাঁ, পাশের বাসার রহমান সাহেবকে সময়মতো অফিসে পাঠিয়েছি।
বাবা ঃ হ্যাঁ, খুব ভাল। কিভাবে ?
ছেলে ঃ প্রতিদিন তিনি মোটা পেট নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে যেতেন ফলে ট্রেন ফেল করতেন আর অফিসে যেতে তার দেরি হতো। তাই আজ আমাদের কুকুরটা তার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছি। যার ফলে তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে তাড়াতাড়ি স্টেশনে পৌছে গেলেন, অফিসও ঠিকমত করতে পারলেন।

এক ভিক্ষুক রাত ৯টায় একটি বাসায় কলিং বেল টিপল, বাসার কর্তা দরজা খুলে দেখে এক ভিক্ষুক।
কর্তা ঃ কি চাই ?
ভিক্ষুক ঃ ভিক্ষা চাই ?
কর্তা ঃ এত রাতে কিসের ভিক্ষা ?
ভিক্ষুক ঃ ওভার টাইম করছি স্যার।

এক হবু নেতা নির্বাচনী ভাষণ দিয়ে বাড়িতে এসে কাজের ছেলেটিকে বললেন ঃ এই বকুল, আমার হাত পা আর গা'টা টিপে দিবি আজ। বড্ড ব্যাথা করছে।
কাজের ছেলেটি বলল ঃ স্যার, আপনি তো গাড়িতে ঘুরে ঘুরে চেঁচিয়ে বক্তৃতা করেন, আপনার তো হাত-পা ব্যাথা হওয়ার কথা নয়, গলা ব্যাথা হওয়ার কথা।
হবু নেতা ঃ ব্যাটা বজ্জাতের হাড্ডি, তুই কি তাহলে আমার গলা টিপে দিতে চাস?

শিক্ষক ঃ ছাত্রকে বলল, বলত পৃথিবী কিসের মত?
ছাত্র ঃ স্যার, আমার বোনের মত।
শিক্ষক ঃ রেগে গিয়ে বলল, কিভাবে?
ছাত্র ঃ স্যার আমার বোনের নাম কমলা কিনা! তাই।

- সংগ্রহে ঃ সুমাইয়া সুলতানা

পরীক্ষা নিয়ে দু'বান্ধবী পরস্পরের সাথে কথা বলছে।
১ম জন ঃ আচ্ছা তুই কেমন দিয়েছিস রে?
২য় জন ঃ একেবারে সাদা খাতা দিয়ে এসেছি।
১ম জন ঃ তাহলে তো সর্বনাশ! পরীক্ষক মনে করবে যে তুই আমার থেকে নকল করেছিস, আমিও তো সাদা খাতা দিয়ে এসেছি।

১ম পিরিয়ড প্রায় শেষ, এমন সময় একটি ছাত্রী ঢুকল।
শিক্ষক ঃ তোমার স্কুলে আসতে এত দেরী হল কেন?
ছাত্রী ঃ স্যার স্কুলে আসার পথে দেখলাম সাইনবোর্ডে লেখা আছে, 'সামনে স্কুল ধীরে চলুন' তাই স্কুলে আসতে দেরী হয়ে গেল।

এক ইংরেজী এক বাঙ্গালী পিঠা বিক্রেতাকে উদ্দেশ্য করে বলল ঃ
ইংরেজ ঃ What Is this?
পিঠা বিক্রেতা ঃ ইট ইজ চিতল পিঠা।
ইংরেজ ঃ What is চিতল পিঠা?
পিঠা বিক্রেতা ঃ অন সাইড ফুটা ফুটা, আদার সাইড পোড়া পোড়া, দিস ইজ কলড চিতল পিঠা।

আসিফ ঃ মা, বাবা কাল যে নারিকেল তেল নিয়ে এসেছিলেন সেটা একদম ভাল না।
মা ঃ সে কিরে, তোর বাবা তো কালকে গাম নিয়ে এসেছিল।
আসিফ ঃ সে জন্যেই তো আমার মাথা থেকে টুপিটা খুলতে পারছি না।

- সংগ্রহে ঃ ওয়ারদাতুল আকমাম, শ্রেণি ঃ ৭ম, রোল ঃ ১

চলো কোরআন ও হাদীসের গান গাই আজ

ওয়ারদাতুল আকমাম
শ্রেণী ঃ সপ্তম, রোল ঃ ০১

আমরা গড়বো এক নতুন সমাজ
থাকবেনা মনে কোন সংশয় লাজ,
বিশ্বকে করবো কোরআনের রাজ
চলো কোরআন ও হাদীসের গান গাই আজ।
আল্লাহ্ মহান এই পৃথিবীর রাজা,
হলে অবাধ্য তবে পেতে হবে সাজা।
তাওহীদের শপথ নিয়ে মন করো তাজা
একসাথে তাঁর দিকে নত করো মাথা
এই বিশ্বে চলো প্রতিষ্ঠা করি খোদার দেয়া নামাজ
চলো কোরআন ও হাদীসের গান গাই আজ।
রাসূল আমাদের আলোর দিশারী,
এ বিশ্বে এসেছি হয়ে তার অনুসারী।
হাদীসে রয়েছে তাঁর আদর্শ বাণী
মানবো আদেশ আর শুনবো কথা তাঁরই,
চলো সুন্দর করে গড়ি মোদের সমাজ,
চলো কোরআন ও হাদীসের গান গাই আজ।

মশা

মুনা আক্তার
শ্রেণী ঃ নবম, রোল ঃ ০৭

ক্ষুদ্র একটা জীব
নাম যে তার মশা,
তার কামড়ে আরাম করে
যায় না আর বসা।
দুষ্টু মশা রক্ত খেয়ে
সুখ যে খুব পায়,
তার কামড়ে জ্বালায় সবে
করে হায়! হায়!

বুড়ি

রায়হান জান্নাত রনি

এক যে ছিল বুড়ি
বয়স তার আশি কুড়ি,
নাম ছিল তার আঙ্গুরি
খেত শুধু গুড় মুড়ি,
সাঝের বেলা গালে তার
থাকতো পান-সুপারি।

এক যে ছিল বুড়ি
করতো শুধু বাড়াবাড়ি,
সবার সাথে ছিল তার
ঝগড়া আর মারামারি,
করতো এদিক-ওদিক ঘুরাঘুরি
ডাকতো সবাই তাকে গুলবাহারী।

ফুল বাগান

জান্নাতুন নাঈমা
শ্রেণী - ৭ম, রোল- ৪

দা-রুল ইরফান
আমাদের প্রাণ।
প্রস্ফুটিত পুষ্প ভরা
মহা ফুলবাগান।
যেথায় মৌমাছি নিত্য আসে
নিতে তাহার ঘ্রাণ,
আমাদের ঐ প্রাণ।

যার সুবাসে চাটগাঁ হাসে
হাসবে জানি বাংলাদেশে
লক্ষ কোটি প্রাণ।
সেদিন গর্ব করে বলবো মোরা
আমাদেরই প্রাণ
দা-রুল ইরফান।

মশার কামড়

মুজাহিদুল হক (রকিব)
শ্রেণী ঃ ৬ষ্ঠ, রোল ঃ

পড়ার সময় মশার কামড়
এই কি ভীষণ জ্বালা,
কানের ধারে ভো ভো শোনা
কানটা ঝালা-পালা।

যতই বলি, ও মশা ভাই
পায়ে তোমার পড়ি,
পা সরিয়ে বলে সে
আই এম ভ্যারি সরি।

এই কথাটি বলার পরে
আর কি বলা যায়,
তাই তো মশার কামড়
খেয়ে করছি হায়রে হায়!

তারাদের সভা

উম্মে হানি (রুম্মান)
শ্রেণী ঃ ৫ম, রোল ঃ ০১

সূর্যোদয়ে এই আকাশে
ছড়ায় আলোর প্রভা,
সূর্যাস্তের সাথে সাথে
বসলো তারার সভা।

এই সভার প্রধান অতিথি
হলেন মি. চাঁদ,
সভার খাবার খেয়ে সবার
লাগলো মজার স্বাদ।

এতক্ষণ সভা করে
সবাই এখন ক্লান্ত,
মানুষ সব ঘুমিয়ে গেল
পরিবেশ হলো শান্ত।

আমাদের একাডেমি

আল কাদেব (আরাবী)
শ্রেণী ঃ ৫ম, রোল ঃ ০৫

মোদের একাডেমি হলো দারুল ইরফান
কত না সুন্দরভাবে এখানে হয় পাঠদান।
শিক্ষকদের আন্তরিকতা আর উত্তম আচরণ
গড়ে ওঠেছে শত শিক্ষার্থীর সুন্দর জীবন।
অধ্যয়ন করি মোরা সুন্দর পরিবেশে
যোগ্যতা নিয়ে বেরিয়ে যাই পড়া শুনা শেষে।
এখানে শিখানো হয় সবধরণের শিক্ষা,
আরও পাই মোরা জীবন চলার দিক্ষা
শিক্ষক-শিক্ষিকা আর ছাত্রীরা মোরা যেন একই পরিবার,
সাহায্য করি মোরা প্রয়োজনে প্রত্যেকে সবার।
ধন্য হবে দারুল ইরফান ধন্য হবে এর লক্ষ্য
আল্লাহ যেন পূর্ণ করেন এর দ্বীনি উদ্দেশ্য।

প্রভুর গুণগান

শিরুফা মারজান
শ্রেণী ঃ ৫ম, রোল ঃ ০৯

আকাশ পানে তারার মেলা
গাইছে প্রভুর গুণগান
রাতের পাখি মধুর সুরে
ডাকছে তোমায় অবিরাম।
সুবাস ছড়ানো ফুলগুলো সব
করছে প্রভুর প্রার্থনা,
শিশির ভেজা ঘাসগুলোও সব
চাইছে তোমার করুণা।
সারা জাহানের প্রভু তুমি
দয়ালু তুমি মেহেরবান।
অসীম দয়ায় সাগর তুমি
ক্ষমা তোমার অফুরান।
তোমার দয়ার এই পৃথিবী
আজো তেমন সুন্দর।
তোমার নামেই জিকির করে
জুড়াই এই অন্তর
চাইছি ক্ষমা তোমার কাছে
পাপী এই নগণ্য
তোমার ক্ষমার বারি ধারায়
করো আমায় ধন্য।

মা

জয়নাব সাদিয়া
শ্রেণী ঃ ৫ম, রোল ঃ ১০

মা যে আমার
অনেক প্রিয়
মা যে ভালবাসা
মা আমার কাছের।
মা আমার অন্তর আসা
সেই যে আমার কাছে আশা
মা যে আমার ভালবাসা।

মা কেন এত প্রিয়
অনেক ভালবাসা।
মা যে আমার
অনেক প্রিয়
মা যে ভালবাসা।

ঘুষ

তাসফিয়া সিদ্দিকা
শ্রেণী ঃ নবম, রোল ঃ ০২

ঘুষে আছে ভিটামিন
ঘুষে আছে বল,
এই জন্যই কি মেদওয়ালারা
ঘুষেতে অটল?
ঘুষ খেয়ে সাহেবদের
পেট হলো ভারি,
ঘুষের টাকা দিয়ে তারা
করে বাড়ি গাড়ি।
ঘুষের এই মহান সাধ
বুঝবে তখন,
প্রাণ বায়ু উড়ে গিয়ে
মরবে যখন।

করুণার কাঙ্গাল

সাকিব আল রাশিক
শ্রেণী ঃ দশম, রোল ঃ ০১

হে বিশ্বসভার মালিক! তুমি রক্ষা কর আমায়
সকল অনাচার থেকে,
তুমি যদি না বাঁচাও তবে
কে বাঁচাবে আমাকে এই জগতের বুকে?

তুমি বিনা কে করবে?
মন্দের বিতাড়ন।
তুমি ছাড়া হবে না কভু
রবি তারা চাঁদের আবর্তন।

তুমি যদি না কর
কে করবে মার্জনা?
রোজ হাশরে দিও নাজাত
এই হলো মোর প্রার্থনা।

নিশীথ রাতের ক্রন্দন আমার
কে শুনবো বলো?
যে কান্না ব্যাকুল করে
হৃদয় করে কালো।
কার কাছে বলবো আমার
সকল অভিযোগ।
তুমিই তো পার সারাতে
আমার মনের যত রোগ।
নিঃস্ব আমি, দুঃস্থ আমি
করুণার কাঙ্গাল,
একটু রহমত করো তুমি
হৃদয়ে আনো নতুন সকাল।
আজ আমি নম্র, বিনীত
তোমার মহিমা দর্শনে।
দিবস-রজনী তোমাকেই ভাবি
মনে প্রাণে স্বপনে।

দাঁত ও মুখের সযত্ন পরিচর্যায় যথাযথ চিকিৎসা

ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন

ডাঃ মুহাম্মদ সরওয়ার কামাল

বি ডি এস (ঢাকা ডেন্টাল কলেজ)

এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর

চট্টগ্রাম ইন্টার ডেন্টাল কলেজ এন্ড হসপিটাল

চেম্বার ঃ Lab One Health Services

Diagnosis Investigation Consultation Check-up

205/216 Jamal Khan Road, Chittagong. Tel : 613249, 613841

জনতা বুক হাউস
JANATA BOOK HOUSE

নবযুগ পাবলিকেশন্স
NABAJUG PUBLICATION

অভিজাত পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

আনজুমান বিপণী
১৫২/১৫৫, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ০৩১-৬১৮২৪৪
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৭২২২০৬

৪৮, নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
ফোন ঃ ০২-৭১১৫৯৯৬
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৭২২২০৬

তা'লীমুল কুরআন লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী

বাসা # ৪৫১, রোড # ৭, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আ/এ, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৯১৪-২৩০৪১৭

স্কুল, মাদ্‌রাসা ও কিন্ডারগার্টেনের সকলপ্রকার পাঠ্যবই, ছড়া, কবিতা গল্প-উপন্যাস, ইসলামী বই এবং খাতা-কলম ও অন্যান্য উপকরনসহ যাবতীয় স্টেশনারী সামগ্রী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ভর্তি চলছে

তা'লীমুল কুরআন নূরানী সেন্টার (ইউনিট-১)

স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের স্বল্প সময়ে সহীহ্ কুরআন ও মাসায়েল শেখার আদর্শ প্রতিষ্ঠান।

বাসা # ৪৫১, রোড # ৭, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আ/এ, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৯১৪-২৩০৪১৭

মক্কা এম্পোরিয়াম
MAKKAH EMPORIUM

হাফেজ মাওঃ মোঃ জামাল উদ্দিন
প্রোপ্রাইটর

দেশী-বিদেশী উন্নতমানের সার্টিং, স্যুটিং, ব্লেজার, স্যুট পিচ পাঞ্জাবী, কাবুলী, জুব্বা, সেরোয়ানী ও বোরকার কাপড়সহ ইউনিফর্ম ও এহরামের কাপড়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

বিঃদ্রঃ- মাদরাসা ও স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের ইউনিফর্মের উন্নতমানের কাপড় সুলভমূল্যে পাওয়া যায়।

জে.এস. প্লাজা (ছিদ্দিক ছাতা ভবন), ২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ২৮৬১০০১, ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫

জে.বি. অনুবাদ কেন্দ্র

সরকার অনুমোদিত

এম.এম.এ.মুছা

প্রোপ্রাইটর

যাবতীয় ভিসা, পাসপোর্ট, কাবিননামা, সার্টিফিকেট, মার্কশীট চিঠিপত্র, আরবী-ইংরেজিতে অনুবাদ, নোটারী পাবলিক ও মন্ত্রনালয় হতে সত্যায়িত করে দেওয়া হয়।

৩৯, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৬৪২৯৬৪, ০১৯৭৯-৬৪২৯৬৪

মোঃ শাহজাহান শাহীন

প্রোপ্রাইটর

ফোন ঃ ০১৭১৬-৪৭১৩৯৭, ০১৬৮০-৯৯৭৪৭৭

উপহার প্রকাশনী

বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা)
৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ভর্তি চলছে

MSCC
METROPLITON SCIENCE COLLEGE CHATTGRAM

একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে
২০১১-১২ সেশনে ভর্তি করা হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত

মেট্রোপলিটন সায়েন্স কলেজ চট্টগ্রাম

ছাত্রীদের জন্য আবাসিক সুবিধাসহ

চট্টগ্রামে বিজ্ঞান শাখায় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান .....
(চট্টগ্রাম কলেজের পূর্ব গেইট)
২৪৫/৩৫৫, চট্টগ্রাম কলেজের পূর্ব গেইট, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ০১৯২৬-১৮৮১৫৫, ০১৬১৯-০২০৩৮৩

নৈতিকতাবোধে উজ্জীবিত আলোকিত কারিগর গড়ার প্রত্যয়ে

চিটাগাং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইন্সটিটিউট (cst)

(বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট)
স্থাপিত ঃ ২০০৪
ইন্সটিটিউটন কোড ঃ ৭০০২৭

চট্টগ্রাম আধুনিক ও মানসম্পন্ন
বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
CUET, IIUC, CPI, BSPI
শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত

সাফল্যের ৭ম বর্ষে পদার্পণ

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
(৪ বছর মেয়াদী)

- সিভিল টেকনোলজি
- ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি
- ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি
- কম্পিউটার টেকনোলজি

চিটাগাং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইন্সটিটিউট
২৫৮/এ, পূর্ব নাসিরাবাদ ষোলশহর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। (২নং গেইট মেয়র গলির পশ্চিমে)
ফোন ঃ ০৩১-২৫৮১০৬২, ০১৫৫৮-৪৫৯০৪৯, ০১৯৭৪-৩২৫১৩০

বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী, সেমিনার সহ যেকোনো অনুষ্ঠানের জন্য

৩য় তলায় ৪০০ আসন বিশিষ্ট হল রুমের সুব্যবস্থা আছে।

আমাদের সেবা ঃ

- সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
- ৪০০ আসন বিশিষ্ট হল রুম
- বুফেট সার্ভিস
- দক্ষ বাবুর্চি ও পরিবেশক
- পার্শ্বেল সার্ভিস

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

কাশবন

•রে ষ্টু রে ন্ট•

KASHBON RESTAURANT

হোসেন প্লাজা (২য় তলা), বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ২৫৫১৯১৯, ০১৮১৩-৫৬৬৩০৭

SAFE-WAY
DEPARTMENTAL STORE

All kinds of Glossary Goods are available.

Block# A, Road # 2, Holding # Y-6
Chandgaon R/A, Chittagong.
Phone : 031-670270, 01819-170369, 01816-307453

দারুল ইরফান একাডেমির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনায় -

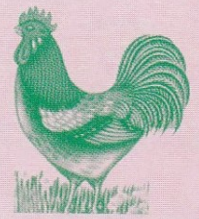

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী নিউ মদিনা গ্রুপসহ
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আমরা
নিয়মিত মুরগী সরবরাহ করে থাকি।

মোহাম্মদ হানিফ

কর্ণফুলী মার্কেট, চৌমুহনী, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ১০৮৮-০৩৩৫৪৭

Sarman Enterprise

- Paper
- Design
- Print &
- Order Suppliers

20, G.A. Bhaban Unit- 4 (1st Floor),
Rajapukur Lane
Anderkilla, Chittagong.
Ph.: 031-617961, 01817796350

মেসার্স হোসেন স্টোর

স্টেশনারী দোকান

কমিশন এজেন্টা এন্ড অর্ডার সাপ্লাইয়ার্স

২৩৭, চাক্তাই, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩১৪১৮

S.S. DESIGN GALLERY & THAI

Stainless Steel, Stair, Balcony,
Thai Aluminium Fabrication
Gypsum & Parking Tali

Ma-Sohag Market, Bahaddarhat, Chittagong.
Mobile : 01914-724928, 01824-527685

Halda Super Store

হোছাইন বিল্ডিং, কাপ্তাই রাস্তার মাথা, মোহরা, চন্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

আমাদের সেবাসমূহ:

সুইট্স, ফ্রুটস, প্রসাধনী, গ্রোসারি, স্টেশনারী, গিফ্ট, গৃহ সামগ্রী
জুসবার, আইসক্রিম (পার্লার), কফি ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী

'হালদার মা মাছ ধরবেন না'
হা'লদা পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র'

চট্টগ্রামের টেইলারিং
জগতে এক জনপ্রিয় নাম .....

মোঃ নাসির উদ্দিন
প্রোপ্রাইটর
০১৯৭৬-০৬৪৬৪৫

দি
পাঞ্জাব টেইলার্স
Punjab Tailors

(পাঞ্জাবী, কাবুলী ও বোরকা স্পেশালিষ্ট)

৩২ নং শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্স (২য় তলা উত্তর), আন্দরকিল্লা মোড়
চট্টগ্রাম। মোবাইল ঃ ০১৭১৬-০৬৪৬৪৫, (শুক্রবার মার্কেট বন্ধ)

A+ ও A গ্রেড প্রত্যাশী শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদের সেরা সহায়ক

জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত

মেধা বিকাশ ও ভালো ফলাফলের নিশ্চয়তায়

আল ইমতেহান

দাখিল গাইড সিরিজ

ইবতেদায়ী সমাপনী গাইড ও জুনিয়র দাখিল সমাপ্তি গাইড

দাখিল নোট সিরিজ

দাখিল প্রশ্নপত্র সাজেশান্স দাখিল নৈর্ব্যক্তিক গাইড

আল ইসলাম প্রকাশনী আল ইমতেহান প্রকাশনী

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন ঃ ৭১১৩২৫০

F. M. FASHION GALLARY

S.M. Jahangir Alam

01819-614049

All Kinds of Shirt, T-Shirt & Fatua
Retailler & Wholeseller.

Shop No.- 25/B, Gulzar Tower (Ground Floor)
Chawkbazar, Chittagong.

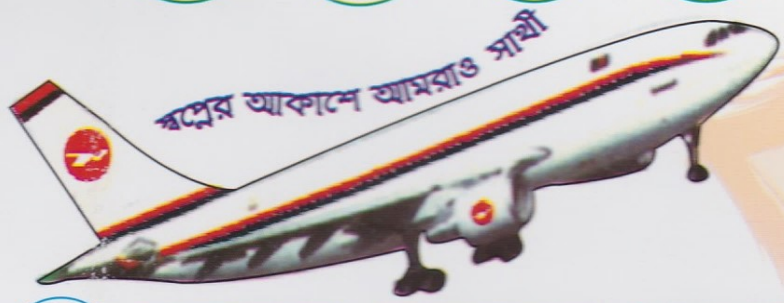

হজ্ব
ওমরাহ্
বুকিং
চলছে
বাংলাদেশ ও সৌদি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ওমরাহ্ ও হজ্ব এজেন্ট
HAAB MEMBER
BIMAN APPROVED
ATAB
ATAB MEMBER
জিএমজি এয়ারলাইনস্
IATA
ACCREDITED AGENT
স্বপ্নের আকাশে আমরাও সাথী
আন্তর্জাতিক ভ্রমনে এবং হজ্ব / ওমরাহ পালনে সর্বোত্তম সেবা প্রদানকারী ও সর্বোচ্চ সুনাম অর্জনকারী সরকার অনুমোদিত একটি প্রতিষ্ঠান।
হক হজ্ব কাফেলা
লাইসেন্স নং-৩৮৯
নিশান হজ্ব গ্রুপ
লাইসেন্স নং-১৮৩
সত্ত্বাধিকারী ঃ মাহমুদুল হক পিয়ারু
বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন..
৬১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা দক্ষিণ), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬২১৬৮৫, ২৮৬২৮৬৫, মোবাইল ঃ ০১৮১৯৩১৬১৭৪, ০১৯১৩৬২৩৮৬১,
E-mail : international_hoque@yahoo.com
www.hoqueintl.com

দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যাতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
দারুল ইরফান একাডেমির প্রথম ম্যাগাজিন প্রকাশকালে
জানাই আমাদের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা

Diamond The Sign of Quality

ডায়মন্ড

"লাচ্ছি সেমাই যখন কেউ তৈরি করত না তখনও ছিলাম আমরা
এখনও আছি আপনাদের সেবায় আরও অনেক সামগ্রী নিয়ে"

হোছেন ফুড এন্ড কোং

মোল্লা মার্কেট, খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ফোন ঃ ৬১২২০৩, ০১৮১৯-৩১২০৫০